পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 77 Monday, 16 February, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৭৭ সংখ্যা ✱ ৩ ফাল্গুন ১৪৩২, সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

মহাশিবরাত্রিতে সম্প্রীতির বার্তা মমতার, শান্তির অঙ্গীকার পুনরুচ্চারণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আজ, রবিবার রাজ্যজুড়ে পালিত হচ্ছে মহাশিবরাত্রি। ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় শিবমন্দিরগুলিতে। এই পুণ্য তিথিতে রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেচ্ছাবার্তার পাশাপাশি তিনি আরও একবার জোর দিয়েছেন বাংলার ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সামাজিক শান্তি বজায় রাখার উপর। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিবমন্দিদরের সংস্কার ও উন্নয়নে তাঁর সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। তিনি উল্লেখ করেন, জল্পেশ মঃিদর-এর সার্বিক সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে এবং ভক্তদের সুবিধার্থে সেখানে স্কাইওয়াক নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে উৎসবের সময় বিপুল জনসমাগম সামলানো সহজ হয়েছে এবং নিরাপত্তাও নিশ্চিত হয়েছে। একইসঙ্গে তিনি জানান, তারকেশ্বর মন্দির ও সংলগ্ন এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছে তারকেশ্বর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। মন্দির চত্বরের সৌন্দর্যায়ন, আলোকসজ্জা, দুধপুকুরের পাশের রাস্তা নির্মাণসহ একাধিক অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। ভক্তদের যাতায়াত ও থাকার ব্যবস্থাও উন্নত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছা।য়ে থাকা ঐতিহাসিক শিবমন্দিরগুলির সংস্কারকাজের কথাও এদিন স্মরণ করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। পূর্ব বর্ধমানের ১০৮ শিব মন্দির-এর আলোকসজ্জা ও সংরক্ষণ, কোচবিহারের হিরণ্যগর্ভ শিব মন্দির-এর সংস্কার, উত্তর দিনাজপুরের প্রমথেশ্বর জিও শিব মন্দিরের উন্নয়ন, বীরভূমের বক্রেশ্বর মন্দির এলাকায় পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়ন, পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনের শ্যামলেশ্বর শিব মন্দিরের সংস্কার-সব মিলিয়ে ধর্মীয় পর্যটনকে ঘিরে এক সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন তিনি। হুগলির বিভিন্ন প্রাচীন শিবমঃিদর যেমন চণ্ডীতলার বক্সা, দারহাট্টার রাজেশ্বর ও জাঙ্গিপাড়ার হরিরামপুরের মন্দিরগুলির সংস্কারও এই উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গড়ে তোলা হচ্ছে ‘ মহাতীর্থ’। এই প্রকল্পে বিশ্বের সর্বোচ্চ শিবমূর্তি স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি সেখানে শিলান্যাসও করেন। ধর্মীয় পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি পর্যটনের বিকাশ ঘটিয়ে স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। মহাশিবরাত্রির এই বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী শুধু উন্নয়নমূলক কাজের কথাই বলেননি, বরং বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য রক্ষার কথাও জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি বারবার বলেছেন, বাংলা সর্বধর্ম সমন্বয়ের ভূমি। এখানে মন্দির, মসজিদ, গির্জা ও গুরুদ্বার-সব ধর্মস্থানই সমান মর্যাদা পায়। রাজ্য সরকার সব ধর্মের উপাসনাস্থলের সংস্কার ও উন্নয়নে কাজ করছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বিধানসভা ভোটের আবহে ধর্মীয় বিভাজনের চেষ্টা হতে পারে-এমন আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। যদিও মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে কোনও রাজনৈতিক দলের নাম উল্লেখ করেননি, তবে তিনি পরিষ্কারভাবে শান্তি, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, উৎসব মানে মিলন, বিভাজন নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ধর্মীয় পরিকাঠামোর উন্নয়ন একদিকে যেমন আস্থার প্রতীক, তেমনই তা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও গতি আনে। মন্দিরকেন্দ্রিক পর্যটন বৃদ্ধি পেলে স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন ও ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিও লাভবান হয়। সেই দিক থেকেও এই উদ্যোগগুলির তাৎপর্য রয়েছে। মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ মন্দিরগুলিতে বিশেষ ব্যবস্থাপনা নেওয়া হয়েছে যাতে ভক্তদের কোনও অসুবিধা না হয়। মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছাবার্তা ও সম্প্রীতির আহ্বান এই পুণ্যতিথিতে রাজ্যের সামাজিক পরিবেশকে আরও ইতিবাচক বার্তা দিয়েছে।

দুই বাংলার ‘কূটনীতি’তে নতুন অধ্যায়

তারেক রহমানকে ফুল ও মিষ্টি পাঠিয়ে সম্পর্ক উষ্ণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দুই বাংলার সম্পর্ক বরাবরই শুধু কূটনৈতিক পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়.ভাষা, সংস্কৃতি, আবেগ এবং ভোজনরসিকতার বন্ধনে এই সম্পর্ক পেয়েছে আলাদা মাত্রা। সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় আবারও সামনে এল ‘কূটনীতি’। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সরকার প্রধান ও তারেক রহমান-কে শুভেচ্ছা জানিয়ে পাঠালেন ফুল ও বাংলার ঐতিহ্যবাহী মিষ্টান্ন। ঢাকার গুলশান-এ অবস্থিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর দলীয় কার্যালয়ে সেই উপহার পৌঁছেছে বলে নিশ্চিত করেছে সংশ্লিষ্ট সূত্র। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির বিপুল জয়ের পরই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে ‘ সম্বোধন করে শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছিলেন। তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন, নতুন সরকারের আমলে দুই বাংলার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও গভীর হবে। এবার সেই শুভেচ্ছা বার্তাই বাস্তব রূপ পেল উপহারের মাধ্যমে-ফুলের সৌরভ আর বাংলার মিষ্টির স্বাদে। দুই বাংলার সম্পর্কের ক্ষেত্রে খাদ্য-সংস্কৃতি বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ইলিশ, আম, মিষ্টি-এইসব উপাদান শুধু রসনাতৃপ্তির নয়, পারস্পরিক সৌহার্দ্যেরও প্রতীক। অতীতে গ্রীষ্মকালে আম বিনিময় ছিল এক উল্লেখযোগ্য কূটনৈতিক রীতি। বিশেষত শেখ হাসিনা-র আমলে এই সৌজন্য আদানপ্রদান বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছিল। ব্যক্তিগত সম্পর্কের উষ্ণতায় বহুবার প্রকাশ্যে আলিঙ্গনবদ্ধ হতে দেখা গিয়েছে হাসিনা ও মমতাকে-দুই দেশের প্রশাসনিক প্রধান হয়েও তাঁরা যেন

ছিলেন ‘তবে ২০২৪ সালে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পালা বদলের পর দুই পক্ষের সম্পর্ক কিছুটা শীতল হয়ে পড়ে। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সংখ্যালঘু নির্যাতন ও সীমান্ত-সংক্রান্ত নানা ইস্যুতে দুই বাংলার মধ্যে কূটনৈতিক দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। প্রশাসনিক স্তরে যোগাযোগ থাকলেও সেই ব্যক্তিগত উষ্ণতা যেন খানিকটা আড়ালে চলে গিয়েছিল। সাম্প্রতিক নির্বাচনে জনগণের রায়ে বিএনপি নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার গঠনের পথ প্রশস্ত হতেই পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ইতিবাচক বার্তা দিতে আগ্রহী বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ‘ উপহার’ নিছক সৌজন্য নয়-বরং সম্পর্ক পুনর্গঠনের একটি সূক্ষ্ম কূটনৈতিক ইঙ্গিত। বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো উপহার গ্রহণের সময় উপস্থিত ছিলেন মিডিয়া সেলের সদস্যরা। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী, উপহার পেয়ে তারেক রহমান আবেগাপ্লুত হন এবং দুই বাংলার সুসম্পর্ক বজায় রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। রাজনৈতিক মহলে এই ঘটনাকে ইতিবাচক বার্তা হিসেবেই দেখা হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই নিজেকে ‘ দিদি’ হিসেবে তুলে ধরেছেন। তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান অনেক সময়ই কেঃেদ্রর পররাষ্ট্রনীতির থেকে আলাদা সুরে ধরা পড়ে। প্রতিবেশী বাংলাদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও মানবিক সম্পর্ক জোরদারে তিনি অতীতেও একাধিকবার উদ্যোগী হয়েছেন। তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি থেকে শুরু করে সীমান্ত-বাণিজ্য-বিভিন্ন ইস্যুতে তাঁর অবস্থান আলোচিত হয়েছে। এবার তারেক রহমানকে সরাসরি শুভেচ্ছা ও উপহার পাঠানোকে অনেকেই সেই ধারাবাহিকতার অংশ বলেই মনে করছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক কেবল দিল্লি ও ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় কলকাতা ও ঢাকার যোগাযোগও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সাযুজ্যের কারণে পশ্চিমবঙ্গ অনেক সময় ‘ ডিপ্লোম্যাসি’র সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। এই প্রেক্ষাপটে মিষ্টি ও ফুলের উপহার প্রতীকী হলেও তার তাৎপর্য কম নয়। রাজনৈতিক মহলে এখন প্রশ্ন-তারেক রহমানও কি অতীতের মতো সৌজন্য বিনিময়ের রীতি বজায় রাখবেন? গ্রীষ্মে আম পাঠানো বা উৎসবে শুভেচ্ছা বিনিময়-এইসব প্রথা কি নতুন করে ফিরে আসবে? যদিও সময়ই তার উত্তর দেবে, আপাতত দুই বাংলার মানুষ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছেন। সব মিলিয়ে বলা যায়, রাজনীতির কড়া সমীকরণের মাঝেও আবেগ, সংস্কৃতি ও খাদ্য-ঐতিহ্য দুই বাংলার সম্পর্ককে আলাদা মাত্রা দেয়। ফুল ও মিষ্টির এই বিনিময় তাই কেবল সৌজন্য নয়-বরং অতীতের তিক্ততা ভুলে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার পথে এক মৃদু কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। দুই বাংলার ‘ কূটনীতি’ যে আবার নতুন করে প্রাণ পাচ্ছে, এই উদ্যোগ তারই ইঙ্গিত বহন করছে। মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছাবার্তা ও সম্প্রীতির আহ্বান এই পুণ্যতিথিতে দুই দেশের সামাজিক পরিবেশকে আরও ইতিবাচক বার্তা দিয়েছে বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের। সব মিলিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা স্পষ্ট-ধর্মীয় বিশ্বাস ও আস্থার মর্যাদা রক্ষা করেই এগোবে দুই দেশ। উন্নয়ন ও সম্প্রীতি-এই দুইকে সঙ্গী করেই রাজ্যের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

ডোমিসাইল শংসাপত্রে বড়সড় অসঙ্গতি, ৯৯ শতাংশ আবেদনই অযোগ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ডোমিসাইল শংসাপত্র জমা দেওয়া ভোটারদের একটি বড় অংশই নির্ধারিত শর্ত পূরণ করছেন না-প্রাথমিক যাচাইয়ে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত যাঁরা ডোমিসাইল শংসাপত্র জমা দিয়েছেন, তাঁদের প্রায় ৯৯ শতাংশই ওই শংসাপত্রের প্রকৃত অধিকারী নন। ফলে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে ব্যাপক সংশোধনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ডোমিসাইল সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আবেদনকারীরা নির্ধারিত বাসস্থান সংক্রান্ত শর্ত পূরণ করতে পারেননি। কোথাও ঠিকানার প্রমাণপত্র অসম্পূর্ণ, কোথাও বা নথির তথ্যের সঙ্গে বাস্তব তথ্যের মিল পাওয়া যায়নি। এমনও অভিযোগ রয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে ভুয়ো বা বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে শংসাপত্র সংগ্রহের চেষ্টা হয়েছে। কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী, ডোমিসাইল শংসাপত্র বৈধ হিসেবে গণ্য হতে হলে আবেদনকারীকে নির্দিষ্ট সময় ধরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাসের প্রমাণ দিতে হবে। পাশাপাশি সরকারি স্বীকৃত নথি-যেমন বাসস্থান সংক্রান্ত প্রমাণ, পরিচয়পত্র এবং অন্যান্য সহায়ক কাগজপত্র সঠিকভাবে জমা দিতে হয়। এই শর্তগুলির একটিও পূরণ না হলে সেই শংসাপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে কমিশন। ফলে যাঁরা শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁদের নাম চূ।ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। কমিশনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে বহু নথিতে অসঙ্গতি পাওয়া গিয়েছে। তবে প্রতিটি আবেদন পৃথকভাবে খতিয়ে দেখে তবেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অর্থা, যাচাই প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও আবেদন বাতিলের চূ।ান্ত ঘোষণা করা হবে না। তবে নিয়ম ভঙ্গের ক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপের বার্তাও দিয়েছে কমিশন। বৈধ প্রমাণ দেখাতে না পারলে সংশ্লিষ্ট ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই এই কঠোর অবস্থান বলে কমিশনের দাবি। রাজনৈতিক মহলে বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে। একাংশের মতে, ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় এ ধরনের অসঙ্গতি ধরা পড়া অস্বাভাবিক নয়। তবে এত বড় সংখ্যায় আবেদন অযোগ্য প্রমাণিত হওয়া প্রশাসনিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যদিকে, নাগরিক সমাজের একাংশ মনে করছে, নিয়ম কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হলে ভবিষ্যতে ভুয়ো নথি জমা দেওয়ার প্রবণতা কমবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সঠিক ও নির্ভুল ভোটার তালিকা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি। তাই প্রতিটি নথি যাচাই করে প্রকৃত বাসিন্দাদেরই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। অন্যথায় নির্বাচন প্রক্রিয়ার গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে প।তে পারে। সব মিলিয়ে ডোমিসাইল শংসাপত্র ঘিরে এই বড়সড় গরমিল প্রশাসনের নজরে এসেছে। এখন কমিশনের চূড়ান্ত যাচাই ও সিদ্ধান্তের দিকেই তাকিয়ে সংশ্লিষ্ট ভোটাররা। স্পষ্ট বার্তা একটাই-নিয়ম না মানলে কোনও নথিই গ্রহণযোগ্য হবে না, আর বৈধ প্রমাণ ছাড়া ভোটার তালিকায় নাম তোলা বা বজায় রাখা সম্ভব নয়।

সন্ত্রাসের অর্থস্রোতে বড় ধাক্কা-কাশ্মীরে

কাশ্মীর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মূল জ্বালানি অর্থ। সেই অর্থের জোগান বন্ধ করতেই এবার বড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি। জম্মু ও কাশ্মীরে চিহ্নিত ও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৮০০০ বেনামি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। তদন্তকারী মহলের দাবি, এই অ্যাকাউন্ট গুলির মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ও তাদের সহযোগীদের কাছে অর্থ পাচার করা হত। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক সাইবার প্রতারণা চক্রও এই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করত বলে অভিযোগ। ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থার যৌথ নজরদারিতে গত তিন বছরে এই বিপুল সংখ্যক সন্দেহজনক অ্যাকাউন্টের হদিস মেলে। ইতিমধ্যেই সেগুলি ফ্রিজ বা স্থগিত করা হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, এই পদক্ষেপ কাশ্মীরে জঙ্গি কার্যকলাপের আর্থিক মেরুদণ্ডে বড় আঘাত। এই বেনামি অ্যাকাউন্টগুলিকে সাধারণত ‘জাল অ্যাকাউন্ট’ বলা হয়। অপরাধ জগতে বহুল ব্যবহৃত এই পদ্ধতিতে প্রতারকরা কোনও সাধারণ ব্যক্তিকে কমিশন বা লোভনীয় প্রস্তাব দিয়ে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে বেআইনি লেনদেন চালায়। অ্যাকাউন্টধারী অনেক সময় বুঝতেই পারেন না যে তাঁর অ্যাকাউন্টট দিয়ে সন্ত্রাসবাদী অর্থায়ন বা সাইবার প্রতারণার টাকা ঘোরানো হচ্ছে। ধরা পড়ার ঝুঁকি এড়াতেই অপরাধচক্র এই কৌশল নেয়। সংবাদ সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে সন্দেহজনক লেনদেনের উপর নজরদারি বাড়ানো হয়। লেনদেনের ধরন, টাকার উৎস ও গন্তব্য বিশ্লেষণ করে চিহ্নিত করা হয় প্রায় ৮০০০ অ্যাকাউন্ট। একাধিক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, একই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ছোট ছোট অঙ্কে অর্থ স্থানান্তর করে নজর এড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। পরে সেই অর্থ ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিভিন্ন চ্যানেলে ছড়িয়ে দেওয়া হত। কাশ্মীরে দীর্ঘদিন ধরেই সন্ত্রাসবাদী অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে কেন্দ্র। ২০১৭ সাল থেকে বেআইনি আর্থিক লেনদেন রুখতে বিশেষ অভিযান শুরু করে এনআইএ। হাওয়ালা নেটওয়ার্ক, সন্দেহজনক এনজিও লেনদেন, ভুয়ো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর-সব ক্ষেত্রেই কড়া নজরদারি চালানো হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে জঙ্গি সংগঠনের অর্থ জোগানের রাস্তা বন্ধ করা গেলেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধচক্র ডিজিটাল পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। নিরাপত্তা মহলের মতে, ‘ হাওয়ালা’ এখন বড় চ্যালেঞ্জ। ক্রিপ্টোকারেন্সি, অনলাইন ওয়ালেট এবং বহুমাত্রিক লেনদেনের মাধ্যমে অর্থ পাচারের নতুন কৌশল তৈরি হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে মিউল অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই ৮০০০ অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার মাধ্যমে একাধিক সক্রিয় নেটওয়ার্কের অর্থপ্রবাহ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি সংস্থাগুলির। এই অভিযানের পর জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীকে সতর্ক করা হয়েছে। সনেন্দ হজনক লেনদেনের তথ্য দ্রুত ভাগ করে নেওয়া এবং স্থানীয় স্তরে সচেতনতা বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

সংখ্যালঘুদের কাছে পৌঁছনোর ডাক শমীকের, শুভেন্দুর মন্তব্যে ভিন্ন সুর-দলের অন্দরে নতুন বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য রাজনীতিতে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে দলের সংখ্যালঘু মোর্চার রাজ্য সম্মেলন থেকে ভিন্ন সুর শোনা গেল বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-র মুখে। তিনি স্পষ্ট বার্তা দিলেন, সংখ্যালঘুদের কাছে পৌঁছতে হবে। যাঁদের হাতে তরোয়াল আছে সেটা কেড়ে তাঁদের হাতে আমরা কলম ধরিয়ে দেব। বোমার পরিবর্তে হাতে বই তুলে দেব। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই বক্তব্য শুধু সাংগঠনিক কর্মসূচির আহ্বান নয়, বরং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি দলের অবস্থান নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। উল্লেখ্য, এর আগে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মন্তব্য করেছিলেন যে রাজ্যে সংখ্যালঘু ভোট বিজেপি পায় না। এমনকি দলীয় বৈঠকে সংখ্যালঘু মোর্চা রাখার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। সেই মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে শমীকের বক্তব্যকে অনেকেই শুভেন্দুর অবস্থান থেকে আলাদা ও তুলনামূলকভাবে ‘অন্য সুর হিসেবে দেখছেন। এক সম্মেলনে শমীক বলেন, বিজেপি নীতিগতভাবে সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু বিভাজনে বিশ্বাস করে না। তাঁর দাবি, বিজেপিকে মুসলমানবিরোধী দল হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে, যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। তিনি অভিযোগ করেন, রাজনৈতিক স্বার্থে ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিভাজনমূলক প্রচার চালানো হচ্ছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁর এই বক্তব্য যে তাৎপর্যপূর্ণ, তা মানছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাও। শমীকের কথায়, আমরা চাই শিক্ষা, উন্নয়ন ও সামাজিক মূলধারায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংখ্যালঘু সমাজ এগিয়ে যাক। বিভাজন নয়, ক্ষমতায়নই আমাদের লক্ষ্য। তরোয়াল থেকে কলম, বোমা থেকে বই-এই প্রতীকী ভাষায় তিনি বোঝাতে চেয়েছেন শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের কথা। তাঁর বক্তব্যে উন্নয়ন, শিক্ষা ও সামাজিক সম্প্রীতির ওপর জোর ছিল স্পষ্ট। তবে একই মঞ্চ থেকে রাজনৈতিক আক্রমণ করতেও ছাড়েননি তিনি। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ

সেলিম-এর বিরুদ্ধে সরব হন শমীক। তিনি অভিযোগ করেন, ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বললেও বাস্তবে ভিন্ন রাজনৈতিক সমীকরণে কাজ করছেন সেলিম। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে শহরের একটি পাঁচতারা হোটেলে বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে সেলিমের বৈঠক ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়। সেই প্রসঙ্গ টেনেই শমীক বলেন, যাঁরা প্রকাশ্যে বিজেপিকে আক্রমণ করছেন, তাঁরাই গোপনে অন্য সমীকরণ তৈরি করছেন। হুমায়ুন কবীরের প্রসঙ্গ টেনে শমীক আরও দাবি করেন, কিছু রাজনৈতিক শক্তি ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে নতুন করে মেরুকরণের চেষ্টা করছে। তাঁর বক্তব্য, বিজেপি সেই রাজনীতির বিরোধী এবং উন্নয়নকেই একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে সামনে রাখতে চায়। যদিও এই অভিযোগের জবাবে বিরোধী শিবিরের তরফে পাল্টা সমালোচনাও শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বিজেপির অন্দরে সংখ্যালঘু প্রশ্নে মতপার্থক্য নতুন নয়। একদিকে শুভেঃদু অধিকারীর বাস্তবভিত্তিক ভোট-সমীকরণের বিশ্লেষণ, অন্যদিকে শমীক ভট্টাচার্যের সংগঠন সম্প্রসারণ ও ভাবমূর্তি পরিবর্তনের চেষ্টা-এই দুই প্রবণতা এখন স্পষ্ট। সংখ্যালঘু সমাজের একটি অংশের কাছে পৌঁছতে না পারলে রাজ্যে ক্ষমতার সমীকরণ বদলানো কঠিন-এমন ধারণা থেকেই হয়তো এই নতুন কৌশল। সংখ্যালঘু মোর্চার সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দলের একাধিক নেতা, তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাহুল সিনহা, অমিতাভ রায়, আলি হোসেন, কাশেম আলি প্রমুখ। নেতৃত্বের একাংশের মতে, সংখ্যালঘুদের মধ্যে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে কাজের মাধ্যমে বিজেপি নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বা।াতে চাইছে। তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে-এই বার্তা কি শুধুই নির্বাচনী কৌশল, নাকি দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তন? বিজেপি কি সত্যিই সংখ্যালঘুদের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠনের পথে হাঁটছে, নাকি এটি ভোটের আগে ভাবমূর্তি বদলের প্রচেষ্টা? আগামী দিনে সংগঠনের কাজকর্ম ও প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার প্রতিফলনই সেই প্রশ্নের উত্তর দেবে। সব মিলিয়ে বলা যায়, সংখ্যালঘুদের কাছে পৌঁছনোর আহ্বান জানিয়ে শমীক ভট্টাচার্য রাজ্য রাজনীতিতে একটি নতুন আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। শুভেঃদু অধিকারীর পূর্ববর্তী মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই ভিন্ন সুর বিজেপির অঃদরের কৌশলগত রদবদলের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই অবস্থান কতটা প্রভাব ফেলবে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

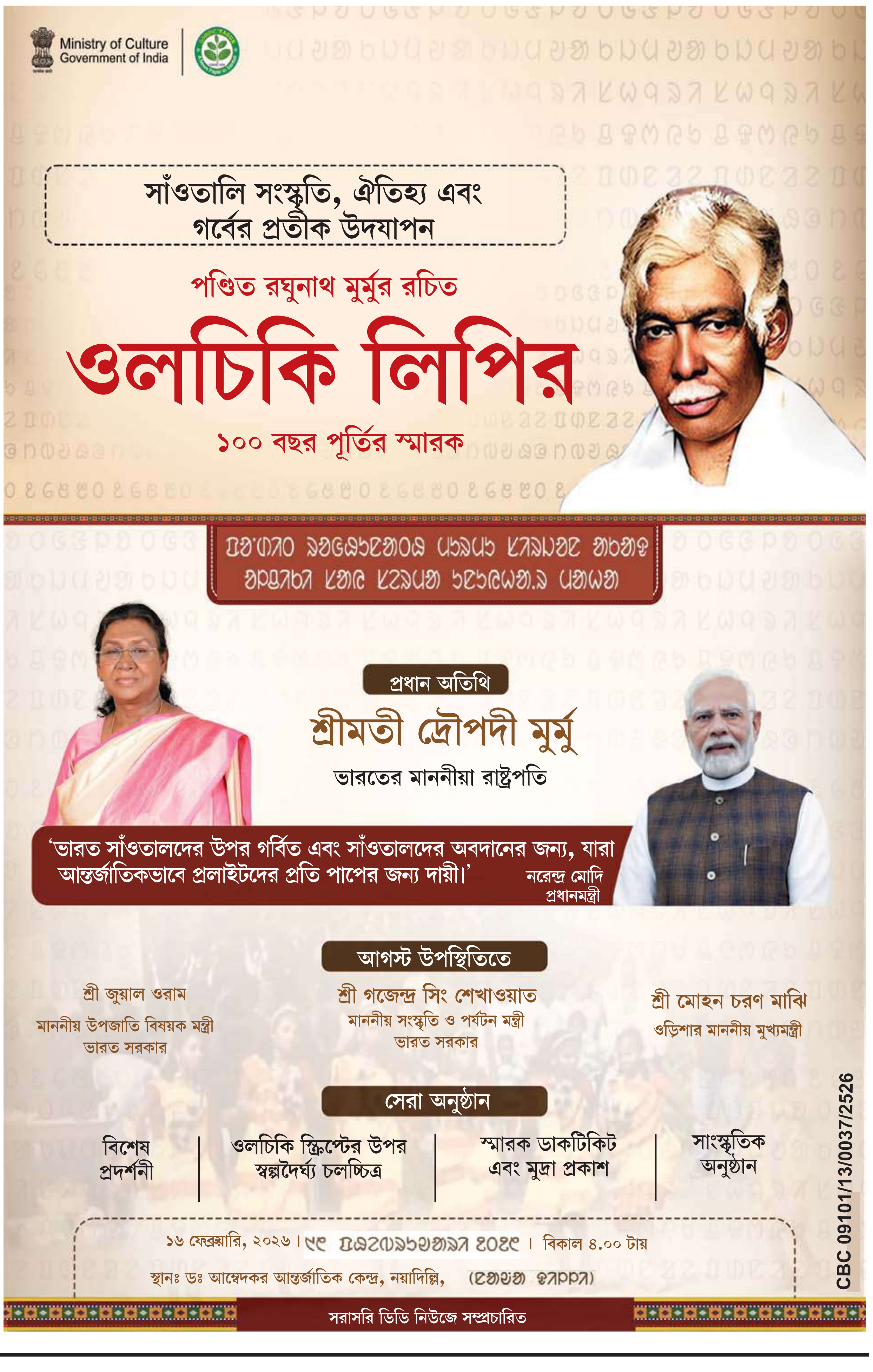

মহাশিবরাত্রিতে দেশের বিভিন্ন শিব মন্দিরে পুণ্যার্থীদের ভিড়

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দেশজুড়ে যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদার সঙ্গে পালিত হচ্ছে মহাশিবরাত্রি। রবিবার সকাল থেকেই বিভিন্ন শৈবতীর্থে ভক্তদের ঢল নামে। চলে পূজার্চনা। বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে চলে বিশেষ পূজার্চনা। হরিদ্বারের হর কি পৌরিতে গঙ্গায় পুণ্যস্নান করেন ভক্তরা।নাসিকের শ্রী ত্রিম্বকেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরেও মহা শিবরাত্রি উপলক্ষে চলে বিশেষ পূজার্চনা। কলকাতার শিব মন্দির শ্রী আদি ভূতনাথ মন্দিরেও ভক্তদের ঢল নামে। মহা শিবরাত্রি উপলক্ষে এদিন বিপুল সংখ্যক ভক্তরা শ্রী বাবা বৈদ্যনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরে পৌঁছন। নেপালের কাঠমান্ডুর পশুপতিনাথ মন্দিরেও বিশেষ পূজার্চনা করা হয় এদিন।

ভ্যালেন্টাইনস ডে উপলক্ষে সমাজ মাধ্যমে বার্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতার

অনিকেত নস্কর,কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শত রূপে শতবার জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার। ভ্যালেন্টাইনস ডে উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ মাধ্যমে এমনটাই লিখলেন। এরই সঙ্গে অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর বার্তা, ভালবাসা তার সমস্ত রূপ এবং প্রকাশে ভালবাসার উদযাপন। ভালবাসা জাতি, শ্রেণি এবং ধর্মকে অতিক্রম করতে শেখায়। ভালবাসার চেতনাই জনসেবায় আমাকে পথ দেখিয়েছে। মানুষের প্রতি ভালবাসা ঝড় সহ্য করার শক্তি দিয়েছে, শুনতে ধৈর্যশীল এবং ন্যায়বিচার ও মর্যাদার জন্য লড়াই করার মতো সাহসী করেছে। শুভ ভালবাসা দিবস! প্রেম দীর্ঘজীবী হোক।

বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়া ঃ বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তিনি সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় লিখেছেন যে, বাংলা সংগীত জগতের নক্ষত্র, গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।তাঁর অসামান্য কণ্ঠ আজও বাঙালির মননে ও আবেগে মিশে আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আমরা তাঁকে ' বঙ্গবিভূষণ 'সম্মানে ভূষিত করতে পেরে গর্বিত বোধ করি।কিন্তু তিনি শুধুমাত্র একজন প্রবাদপ্রতিম শিল্পী ছিলেন না, ব্যক্তিগতভাবে, তিনি ছিলেন আমার বড় দিদির মতো - এক পরম নির্ভরযোগ্য আশ্রয় এবং ভালোবাসার জায়গা। তাঁর সঙ্গে কাটানো দীর্ঘ সময়, অজস্র আলাপচারিতা আজও আমার মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল।বাংলা গানের আকাশে তিনি ধ্রুবতারা হয়ে থাকবেন ঠিকই, কিন্তু আমার কাছে তিনি চিরকাল রয়ে যাবেন আমার সেই প্রিয় মানুষটি হিসেবে, যাঁর অভাব কোনওদিন পূরণ হওয়ার নয়।

জোকায় বহুতলে আগুন, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃজোকায় একটি বহুতল ভবনে আগুন লেগে আতঙ্ক ছা৷ল। রবিবার সকালে ওই ভবন থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন বাসিন্দারা। দ্রুত তাঁরা দমকলে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন। প্রাথমিক ভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছে বলে দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ভবনের ২ নম্বর টাওয়ারের পঞ্চম তলে আগুন লাগে। সেই সময়ে ওই ঘরে কেউ ছিলেন না। টাওয়ারের বাকি আবাসিকদের নিরাপদে নামিয়ে আনা হয়েছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বিশ্বের অর্ধেক ডিজিটাল লেনদেন এখন ভারতে হচ্ছেঃঅমিত শাহ

গান্ধীনগর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃবিশ্বের অর্ধেক ডিজিটাল লেনদেন এখন ভারতে হচ্ছে, জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুপ্রাণিত হয়ে, ডিজিটাল ইন্ডিয়ার সম্প্রসারণ এখন একরকমভাবে খাদ্য ও সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পৌঁছেছে। এখন প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে বিশ্বের অর্ধেক ডিজিটাল লেনদেন ভারতে হচ্ছে। এই রূপান্তর মাত্র ১১-১২ বছরের ব্যবধানে এসেছে, এবং এখন সেই একই ডিজিটাল ইন্ডিয়া দরিদ্রদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের শস্য সরবরাহের ক্ষেত্রে পা রাখছে।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার কৃষকদের প্রতি নরেন্দ্র মোদী সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি নিশ্চিত করেছেন, সমস্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তিতে কৃষক, গবাদি পশুপালক এবং মৎস্যজীবীদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে। এদিন গুজরাটের গান্ধীনগরে মহাত্মা মন্দিরে দেশের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ডিজিটাল মুদ্রা (সিবিডিসি) ভিত্তিক পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম চালু করার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এসব কথা বলেন।

বাজেটের দিকে তাকালেই কষ্ট হয়, কটাক্ষ অখিলেশের

লখনউ(সংবাদ সংস্থা), ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশ সরকারের বাজেটের সমালোচনা করলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। রবিবার তিনি বলেন, বাজেটের দিকে তাকালে আমাদের কষ্ট হয়। দেখা যাচ্ছে, মৌলিক শিক্ষা বিভাগের বাজেট ৮০ হাজার কোটি টাকা এবং মাধ্যমিকের জন্য প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা। একবার ভাবুন তো এক বছরে দুটি বিভাগ ১ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে, আর উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর ভাষা কী? আজকের সময়ে, তারা কি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বুঝতে পারে?সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব বলেন, আমরা এপস্টাইন ফাইল নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। সোশ্যাল মিডিয়া একটি বড় সমস্যা। এপস্টাইন ফাইলগুলি অবশ্যই অনেক আগেই তৈরি করা হয়েছিল এবং এত দিন পরে এগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। বিশ্বের অনেক দেশ আছে যারা তাদের নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া তৈরি করেছে। অতএব, এই পরিবর্তনশীল বিশ্বে, আমাদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন এবং এপস্টাইন ফাইলগুলি কেবল একটি বিষয়। আপনি আপনার পুরো বাজার আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছেন। আমরা তাদের ৫০০ বিলিয়ন ডলারের বাজার দেব এবং মাত্র কয়েকদিন আগে আমরা রাফায়েল জেট কিনেছি। তাহলে মেক ইন ইন্ডিয়ার কী হবে? স্কিল ইন্ডিয়ার কী হবে?অখিলেশ যাদব এও বলেন, এই লোকজনের কাছ থেকে আপনি কী আশা করতে পারেন? তারা শঙ্করাচার্যকে অপমান করছে। আপনি কি এর জন্যও একটি নতুন আইন আনবেন? কে দেখেনি যে তারা প্রকাশ্যে শঙ্করাচার্যকে অপমান করছে? আমাদের কি শঙ্করাচার্যের বিরুদ্ধে কিছু বলার অধিকার আছে?

পথকুকুর বন্ধ্যাত্বকরণে অনিয়মের অভিযোগ আগের বিতর্কিত সংস্থাকেই বরাত, তদন্তের দাবি জিন্দে

জিন্দ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ হরিয়ানার জিন্দ শহরে পথকুকুর ধরপাকড়। ও বন্ধ্যাত্বকরণে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুলে রবিবার সামাজিক সংগঠন ও পশুপ্রেমীরা রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ ডা. কৃষ্ণ মিদ্ধা-র কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপাধ্যক্ষ বিষয়টি নিয়ে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন।গো-সেবা দল-এর জাতীয় সমন্বয়ক অতুল চৌহান জানান, সাম্প্রতিক সময়ে জিন্দ পুরসভা পরিচালিত পথকুকুর বন্ধ্যাত্বকরণ প্রকল্পে বড়সড় আর্থিক অনিয়মের তথ্য সামনে এসেছে। তাঁর অভিযোগ, যে সংস্থাকে এই কাজের বরাত দেওয়া হয়েছে, তারা পুরসভার কিছু আধিকারিক ও কর্মীর সঙ্গে যোগসাজশে প্রকৃত কাজ না করেই সরকারি তহবিল থেকে লক্ষাধিক টাকা তুলে নিয়েছে। কাগজে-কলমে পথকুকুর ধরার ও অস্ত্রোপচারের হিসেব থাকলেও বাস্তবে তার মিল পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হয়েছে।অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, বহু ক্ষেত্রে পথকুকুরের অস্ত্রোপচার হয়েছে, কোথায় এবং কী অবস্থায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে- এই সংক্রান্ত কোনও নির্ভরযোগ্য নথি নেই। এমনকি অস্ত্রোপচারের পর বহু কুকুরের মৃত্যুর অভিযোগও উঠেছে। সামাজিক সংগঠনগুলির দাবি, মৃত পশুগুলিকে নিয়ম না মেনে ফেলে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে।পশুপ্রেমীদের আরও অভিযোগ, এর আগেও একই সংস্থা জিন্দ পুরসভার কাছ থেকে বানর ধরার কাজের বরাত পেয়ে অনিয়মে জ৷য়েছিল এবং সেই তদন্ত এখনও চলমান। সে সত্ত্বেও ফের তাদেরই পথকুকুর বন্ধ্যাকরণের কাজ দেওয়া হয়েছে, যা প্রশাসনিক স্তরে গাফিলতি ও যোগসাজশের ইঙ্গিত দিচ্ছে।এই প্রসঙ্গে উপাধ্যক্ষ ডা. কৃষ্ণ মিদ্ধা বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং প্রাণী কল্যাণ সংক্রান্ত প্রকল্পে এমন অনিয়ম কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি জানান, অভিযোগগুলি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সোমবার ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট এক্সপো ২০২৬-এর উদ্বোধন

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার নতুন দিল্লিতে ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট এক্সপো ২০২৬-এর উদ্বোধন করবেন। পাঁচ দিনে ধরে এই এক্সপো ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এর অনুষ্ঠিত হবে। এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জাতীয় প্রদর্শনী হিসেবেও কাজ করবে। এতে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, সুইজারল্যান্ড, সার্বিয়া, এস্তোনিয়া, তাজিকিস্তান এবং আফ্রিকা-সহ ১৩টি দেশের প্যাভিলিয়ন থাকবে, যা এআই ইকোসিস্টেমে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রদর্শন করবে। এক্সপোতে ৩০০ টিরও বেশি কিউরেটেড প্রদর্শনী প্যাভিলিয়ন এবং লাইভ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে, যা তিনটি বিষয়ভিত্তিক চক্রঃমানুষ, গ্রহ এবং অগ্রগতিকে ঘিরে তৈরি। এতে ৬০০ টিরও বেশি উচ্চ-সম্ভাব্য স্টার্টআপও উপস্থিত থাকবে, যারা বিশ্বব্যাপী প্রাসঙ্গিক, জনসংখ্যা-স্কেল সমাধান তৈরি করছে। অনুষ্ঠান চলাকালীন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এআই-এর রূপান্তরমূলক প্রভাব তুলে ধরে এবং প্রতিটি বিশ্ব নাগরিকের উপকার নিশ্চিত করার জন্য ভবিষ্যতের পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করে ৫০০ টিরও বেশি অধিবেশন আয়োজন করা হবে।

২৫টি নতুন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সিএনজি বাস পথে নামাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, নবান্ন,১৫ ফেব্রুয়ারিঃ গ্রীষ্মের দাবদাহ শুরু হওয়ার আগেই শহরের গণপরিবহন ব্যবস্থাকে আরও পরিবেশবান্ধব ও আরামদায়ক করতে ২৫টি নতুন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সিএনজি বাস পথে নামাল রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর।নতুন চালু হওয়া বাসগুলি শহর ও সংলগ্ন জেলার মধ্যে নির্ধারিত ২১টি ' করিডর'-এ চলাচল করছে। এই করিডরগুলির মাধ্যমে কলকাতার সঙ্গে হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা যুক্ত হয়েছে।এর পাশাপাশি, তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র নিউ টাউন-সেক্টর ফাইভ রুটেও কিছু পরিষেবা চালু করা হয়েছে, যাতে অফিসযাত্রীদের যাতায়াত আরও সহজ হয়। পরিবহণ দপ্তরের দাবি, সিএনজি চালিত এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসগুলি একদিকে যেমন দূষণ কমাতে সহায়ক হবে, তেমনই যাত্রীদের আরামদায়ক যাত্রার অভিজ্ঞতা দেবে। দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী কয়েক সপ্তাহে ধাপে ধাপে আরও নতুন বাস রাস্তায় নামানো হবে। যাতে শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার গণপরিবহন পরিষেবায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি আনা যায়। মার্চ মাসের শেষের মধ্যে শহর ও শহরতলিতে এই ধরনের বাসের সংখ্যা বাড়িয়ে ২০০-তে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

সুপৌলে ৪৩৪ বোতল নেপালি মদ উদ্ধার

সুপৌল, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃবিহারের সুপৌল জেলার বালুয়া বাজার থানা এলাকায় টহলদারির সময় পুলিশ ৪৩৪ বোতল নেপালি মদ-সহ একটি মোটরবাইক বাজেয়াপ্ত করেছে খবর সূত্র জানা গিয়েছে

চিবানো তামাক, জর্দা গন্ধযুক্ত তামাক এবং গুটখার তৈরির মেশিনের ওপর আরোপিত শুল্ক নিয়ে প্রতিনিয়ত জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহ

নয়াদিল্লি(পিআইবি), ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ১. তামাক এবং তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কার্যকর কেঃদ্রীয় আবগারি শুল্ক হারগুলি কি কি?তামাক এবং তামাকজাত পণ্যের ওপর কার্যকর আবগারি শুল্ক হার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ০৩২০২৫- কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক এবং বিজ্ঞপ্তি নম্বর ০৪২০২৫ কেন্দ্রীয় আবগারি ৩১.১২.২০২৫-এ প্রকাশিত। এই আবগারি শুল্ক হার সমূহ ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে।২. চিবানো তামাক, জর্দা গন্ধযুক্ত তামাক এবং গুটখা প্যাকিজিং মেশিন (দক্ষতা নির্ধারণ এবং আবগারি সংগ্রহ) নিয়মাবলী ২০২৫ কি জন্য?এই নিয়মাবলী বিজ্ঞপ্তি নম্বর ০৫২০২৫- কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক (এন.টি) তারিখ ৩১.১২.২০২৫-এ প্রকাশিত। এই নিয়মাবলীগুলি ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে।৩. এইসব নিয়মাবলীর অধীন কোন দ্রব্যসমূহকে যুক্ত করা হয়েছে?কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক আইন, ১৯৪৪-এ বিভাগ ৩এর অধীন প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি নম্বর ০৪২০২৫ কেন্দ্রীয় আবগারি (এন.টি) তারিখ ৩১.১২.২০২৫-এ নিয়মাবলীগুলি প্রকাশিত। এর আওতাধীন হবে চিবানো তামাক (ফিল্টার খৈনি সহ) জর্দা গন্ধযুক্ত তামাক এবং গুটখা।৪. চিবানো তামাক, জর্দাগন্ধযুক্ত তামাক এবং গুটখা প্যাকেজিং মেশিন (ক্ষমতা নির্ধারণ এবং আবগারি সংগ্রহ) বিধিমালা ২০২৫ কী?বিজ্ঞাপিত দ্রব্যসমূহ যথাক্রমে চিবানো তামাক, (ফিল্টার খৈনি সহ) জর্দাগন্ধযুক্ত তামাক এবং গুটখার ওপর কি ভাবে ক্ষমতা নির্ধারণ এবং কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক সংগ্রহ হচ্ছে এই বিধিমালায় তার উল্লেখ রয়েছে।৫. যেসব কর দাতাদের ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় আবগারি নিবন্ধীকরণ রয়েছে তাদেরও কি পৃথক নিবন্ধীকরণের প্রয়োজন রয়েছে?চলতি কেঃদ্রীয় আবগারি নিবন্ধীকৃত কর দাতাদের জন্য আর পৃথক নিবন্ধীকরণের দরকার নেই।৬. বিজ্ঞপ্তি মারফত প্রকাশিত দ্রব্যসমূহের সকল নির্মাণকারীকেই কী এই নিয়ামবলীতে নির্ধার্তিত বিবেচিত আবগারি শুল্ক প্রদান করতে হবে?না। এইসব নিয়মাবলী বিজ্ঞপ্তি মারফত প্রকাশিত দ্রব্যের পাউচ নির্মাতাকারীদের জন্যই কার্যকর হবে। টিনে বা অন্য পদ্ধতিতে নির্মাণকারীদের ক্ষেত্রে মূল্যায়ণযোগ্য মানের ওপর কার্যকরী আবগারি শুল্কই প্রদান করতে হবে।৭. আবগারি শুল্ক গণনার উদ্দেশ্যে কি বিজ্ঞপ্তিকৃত পণ্যের খুচরা বিক্রয় মূল্যে কি কোন হ্রাস পাওয়া যায়?হ্যাঁ, হ্রাস পাওয়া যায় এবং ০১.০২.২০২২ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ০১২০২২-কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক (এন.টি.) -এ পণ্যের জন্য প্রযোজ্য আবগারি শুল্ক হার বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার সময় এটি বিবেচনা করা হয়েছে।৮. কোন তারিখের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিকৃত পণ্যের চলতি প্রস্তুতকারককে ঘোষণাপত্র জমা দিতে হবে?নিয়ম কার্যকর হওয়ার সাত দিনের মধ্যে অর্থা ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ এর মধ্যে ফর্ম সিই ডিইসি-১ এ ঘোষণাপত্র পোর্টালে দাখিল করতে হবে।৯. ফর্ম সিই ডিইসি-১ দাখিল করা কি বাধ্যতামূলক?হ্যাঁ, এটা বাধ্যতামূলক।১০. কী কী পরিমাপক ঘোষণা করতে হবে?পরিমাপকগুলির মধ্যে রয়েছে মেশিনের সংখ্যা, মেশিন সম্পর্কিত বিশেষত্ব যেমন সর্বোচ্চ নির্ণায়ক ক্ষমতা এবং গিয়ার বক্স অনুপাত এবং উল্লিখিত খুচরা বিক্রয় মূল্যের বিবরণ।১১. একজন চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ারের সার্টিফিকেট প্রয়োজন কেন?ট্র্যাকফানেলের সংখ্যা, গিয়ার বক্স অনুপাত এবং মূল মোটরের প্রতি মিনিটে ঘূর্ণন সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত তথ্য প্রদানের জন্য এটি প্রয়োজন।১২. প্রকৃত উৎপাদন কি প্রাসঙ্গিক?না, আবগারি মেশিনের সর্বোচ্চ নির্ণায়ক ক্ষমতা দ্বারা উৎপাদিত অনুমিত পরিমাণের উপর ভিত্তি করে।১৩. প্রদেয় আবগারি শুল্ক কিভাবে গণনা করা হবে?কেন্দ্রীয় আবগারি আইনের ধারা ৩এ অনুসারে, প্রস্তুতকারককে নির্ধারিত বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে আবগারি শুল্ক দিতে হবে।তবে, দাখিল করা ঘোষণাপত্র যাচাই না হওয়া পর্যন্ত, প্রস্তুতকারককে মাসে উৎপাদিত থলির খুচরা বিক্রয় মূল্য এবং প্যাকিং মেশিনের সর্বোচ্চ গতি, প্রতি মিনিটে থলিতে, আবগারি দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি চিবানো তামাক উপাদনকারী মেশিনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ৫০০ থলি এবং খুচরো বিক্রয় মূল্য ২ টাকা হয়, তাহলে প্রতি মাসে প্রতি প্যাকিং মেশিনের শুল্কের হার ০.৮৩ কোটি টাকা হবে।যদি চিবানো তামাক উৎপাদনকারী মেশিনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ৫০০ থলি এবং খুচরা বিক্রয় মূল্য ৪ টাকা হয়, তাহলে প্রতি মাসে প্রতি প্যাকিং মেশিনের শুল্কের হার ১.৫২ কোটি টাকা হবে (০.৮৩ কোটি টাকা বা ০.৩৮খুচরো বিক্রয় মূল্য গ্রহণ করতে হবে)।১৪. একজন করদাতা কি প্রথম ঘোষণাপত্র দাখিল করার এবং কেন্দ্রীয় আবগারি বিভাগের ডেপুটি কমিশনার বা কেন্দ্রীয় আবগারি বিভাগের সহকারী কমিশনার কর্তৃক বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নির্ধারণের আদেশ জারির আগে একটি নতুন ঘোষণাপত্র দাখিল করতে পারেন?উক্ত বিধির ৬ নম্বর ধারা অনুসারে, কেন্দ্রীয় আবগারি বিভাগের ডেপুটি কমিশনার বা কেন্দ্রীয় আবগারি বিভাগের সহকারী কমিশনার, পূর্ববর্তী ঘোষণাপত্রের বিষয়ে বিধি ৮ এর অধীনে একটি আদেশ জারি না করা পর্যন্ত একটি নতুন ঘোষণাপত্র দাখিল করা যাবে না।১৫. আবগারি বিভাগ বার্ষিক উপাদন ক্ষমতা কীভাবে নির্ধারণ করবে?কেন্দ্রীয় আবগারি বিভাগের ডেপুটি কমিশনার অথবা সহকারী কমিশনার, যথাসম্ভব, কারখানার সরেজমিন পরিদর্শন এবং মেশিনের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য যাচাইয়ের পর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নির্ধারণ করবেন। উক্ত বিধির ৫ নম্বর নিয়ম অনুসারে, এক মাসে উৎপাদিত বলে বিবেচিত বিজ্ঞপ্তিকৃত পণ্যের পরিমাণকে ১২ (মাস) দিয়ে গুণ করে

দেশবাসীকে মহাশিবরাত্রির শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃদেশবাসীকে মহাশিবরাত্রির শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার এক্স মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি জানান যে, মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে সমস্ত দেশবাসীকে জানাই শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। আমি প্রার্থনা করি, মহাদেবের আশীর্বাদ সবার ওপর চিরকাল স্থায়ী হোক এবং আমাদের দেশ যেন উন্নতির পথে এগিয়ে যায়।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও এক্স মাধ্যমে সমস্ত দেশবাসীকে মহাশিবরাত্রির শুভেচ্ছা জানান। তিনি এক্স মাধ্যমে উল্লেখ করেন, আমি প্রার্থনা করি আদিদেব মহাদেব সর্বদা সকলের ওপর তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করুন। মহাদেবের আশীর্বাদে সকলের জন্য সমৃদ্ধি বয়ে আনুক এবং আমাদের ভারত সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছক। হর হর মহাদেব!

পঞ্চানন বর্মার জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন মুখ্যমন্ত্রীর

অরূপ নস্কর,কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জন্মবার্ষিকীতে গত শনিবার রাজ্য জুড়েই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই মহান মনীষীকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়েছে। যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে দিনটি পালিত হচ্ছে বিভিন্ন জেলায়। এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করেছেন।মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বার্তায় লিখেছেন, রাজবংশী সমাজের মহান পথপ্রদর্শক, রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জন্মবার্ষিকীতে এই প্রবাদপ্রতিম মনীষীকে জানাই আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম। রাজবংশী সংস্কৃতির বিকাশ এবং ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করতে আমাদের সরকার দায়বদ্ধ। তাঁর সম্মানে রাজ্য সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কোচবিহারে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর জন্মস্থান খলিসামারির পুণ্যভূমিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস চালু করা হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর বাসভবন সংস্কার করে 'পঞ্চান্ন বর্মা সংগ্রহশালা ও গবেষণাকেন্দ্র' নামে একটি মিউজিয়াম গড়ে তোলা হয়েছে এবং তাঁর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তিও স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্য সরকার তাঁর জন্মতিথিকে সরকারি ছুটি হিসেবেও ঘোষণা করেছে।রাজবংশী ভাইবোনদের সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্যে সরকারের নিরলস কাজের খতিয়ান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, কোচবিহারের ঐতিহ্যশালী 'নারায়ণী সেনা'র স্মরণে রাজ্য পুলিশে বিশেষ ' ব্যাটেলিয়ন গঠন করা হয়েছে। রাজবংশী ভাষাকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি কামতাপুরী, সাঁওতালী, কুরুখ, কুড়মালী, নেপালী, হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবী ও তেলুগু ভাষাকেও সরকারি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। রাজবংশী সমাজের কৃষ্টি রক্ষায় গঠিত হয়েছে রাজবংশী ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, কালচারাল একাডেমি ও ভাষা একাডেমি। প্রায় ২০০টি রাজবংশী স্কুলকে সরকারি অনুমোদনও দেওয়া হয়েছে।বীর চিলারায়ের স্মরণে ১৫ ফুট উঁচু ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপন এবং তাঁর জন্মদিনে উত্তরবঙ্গে সরকারি ছুটি ঘোষণার কথাও এদিন মুখ্যমন্ত্রী পুনরায় উল্লেখ করেন। সামগ্রিকভাবে কোচ-কামতাপুরী-রাজবংশী ঐতিহ্যের গুরুত্ব বিচার করে কোচবিহার শহরকে ' হেরিটেজ সিটি'র মর্যাদা দেওয়ার বিষয়েও রাজ্য সরকারের দায়বদ্ধতা প্রকাশ করেন তিনি। অন্যদিকে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের মাঝিআলি গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তর্গত মেহেন্দিগছ এলাকার করতোয়া নদীর তীরে চেয়রিখাড়িতে মহান সমাজ সংস্কারক ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার ১৬১তম জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে শনিবার পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষে বিপুল সংখ্যক ক্ষত্রিয় রাজবংশী সমাজের মানুষ, কুলগুরু, কুলশিষ্য এবং ভক্ত সমাজ সেবা সংস্থার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।অনুষ্ঠানের শুরুতে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। উপস্থিত বক্তারা ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার সামাজিক সংস্কার, শিক্ষার প্রসার এবং রাজবংশী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করেন। তাঁরা বলেন, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা সমাজে সচেতনতা ছা৷তে এবং অনগ্রসর মানুষের অধিকার রক্ষায় যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তা আজও সমানভাবে অনুপ্রেরণাদায়ক।এই বিশেষ দিনে কুলগুরু কুলশিষ্য এবং ভক্ত সমাজ সেবা সংস্থার জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সভাপতি করুণাকান্ত অধিকারী ও ভূপেন চন্দ্র রায়-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখার শপথ গ্রহণ করেন।

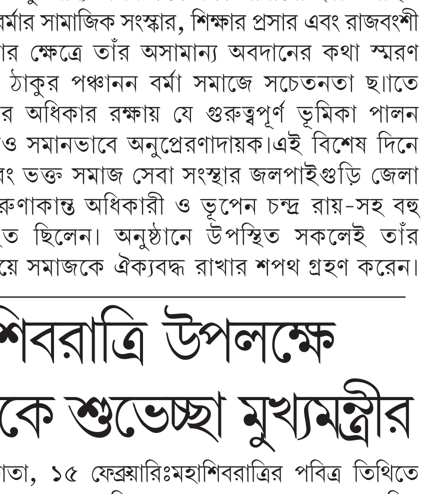

মহা শিবরাত্রি উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃমহাশিবরাত্রির পবিত্র তিথিতে বাংলার সকল মানুষকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভনন্দন জানাচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ মাধ্যমে রবিবার সকালে শুভেচ্ছাবার্তা জানালেন। তিনি লিখেছেন, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বিভিন্ন ধর্মের সহাবস্থানে সমৃদ্ধ আমাদের বাংলা। ধর্মীয় সম্প্রীতির সেই ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে রাজ্যের সকল ধর্মের বিভিন্ন ধর্মস্থানগুলির সংস্কার ও সার্বিক উন্নয়ন গত ১৫ বছর ধরে করে চলেছে আমাদের সরকার।ভগবান শিবের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিবমন্দিরগুলির সংস্কার করেছি। জলপাইগুড়ির বিখ্যাত জল্পেশ মন্দিরের সার্বিক সংস্কারের পাশাপাশি ভক্তদের সুবিধার্থে স্কাইওয়াক তৈরি করেছি।হুগলী জেলার তারকেশ্বর মন্দির ও সংলগ্ন এলাকার উন্নয়নের দিকে বিশেষ জোর দেবার লক্ষ্যে আমরা তারকেশ্বর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গঠন করেছি। মন্দির চত্বরের সার্বিক সংস্কার, সৌন্দর্যায়ন, আলোর ব্যবস্থা, দুধপুকুরের পাশে রাস্তা তৈরী ইত্যাদি বেশ কিছু কাজও আমরা করেছি।পাশাপাশি, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বেশ কিছু বিখ্যাত শিব মন্দিরের সংস্কারের কাজও আমরা করেছি, যেমন বর্ধমানের ১০৮ শিব মন্দিরের সংস্কার, কোচবিহারের হিরণ্যগর্ভ শিব মন্দির সংস্কার, উত্তর দিনাজপুরে প্রমথেশ্বর জিও শিব মন্দিরের সংস্কার, বীরভূমের বক্রেশ্বরে বিভিন্ন পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নযন, পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনের শ্যামলেশ্বর শিব মন্দিরের সংস্কার, পূর্ব বর্ধমানের কালনার ১০৮ শিব মন্দিরের আলোকসজ্জা, হুগলির চন্ডীতলার বক্সায় শিব মন্দিরের সংস্কার, হুগলির দারহাট্টার রাজেশ্বর শিব মন্দিরের সংস্কার, জাঙ্গিপাড়ার হরিরামপুরে শিব মন্দিরের সংস্কার ইত্যাদি।পাশাপাশি শিবের রুদ্ররূপ-মহাকাল কে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা শিলিগুড়িতে 'মহাকাল মহাতীর্থ' তৈরি করছি। এই মহাতীর্থে বিশ্বের সর্বোচ্চ শিব মূর্তি' স্থাপিত হবে।আজ এই শুভদিনে আমাদের সকলের জীবনে শান্তি ও ধর্মীয়।

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন জীবন শুরুর দিন। আপনি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকবেন এবং আপনার ধারণাগুলো ভাগ করে নেওয়ার প্রেরণা পাবেন। কর্মক্ষেত্রে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনার ধারণা ও পরিকল্পনাগুলো উপস্থাপন করুন, কারণ আপনার এই দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচকতা ও শক্তি প্রদর্শন করবে।
বৃষঃ নিজের খাদ্য(তালিকা) নিয়ন্ত্রণের আওতায় রাখুন এবং শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য ব্যায়াম করুন। আজ কোনও নিকট আত্মীয়ের সহায়তায় আপনি আপনার ব্যবসায় ভাল করতে পারেন এবং তা আপনাকে আর্থিকভাবেও উপকৃত করবে।
মিথুনঃ আজকে আপনি নিজের আগ্রহের বিষয়গুলির পিছনে সময় দিতে চাইবেন। আপনি পরিবারকে অনেক বেশি সময় দেবেন এবং আপনার সন্তানদের সঙ্গে যত-সম্ভব সময় কাটাবেন এবং তাদেরকে আপনার স্নেহ ও ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবেন। আজকে আপনি কল্পনাপ্রবণ এবং রোমাঃটিক মেজাজে থাকবেন।
কর্কট রাশি ঃ বিষাদ ঝেড়ে ফেলে দিন- যা আপনাকে জড়িয়ে রেখেছে এবং আপনার উন্নতিকে ব্যাহত করছে। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন।
সিংহঃ হজে আসে, সহজে যায়, এটাই সবচেয়ে ভালো উপায়, টাকাপয়সার ক্ষেত্রে। টাকা রেখে দেওয়ার চেষ্টা করুন কারণ সম্ভাবনা আছে আপনি অনেক নষ্ট করার মতো খরচা করবেন। শুভ দিন হবে
কন্যা ঃ আপনার চারপাশের মানুষ আপনার নেতৃত্বগুণ এবং সংকল্পকে স্বীকৃতি দেবে, যা আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে।
তুলাঃ ছোটোখাটো বিষয়ে মানসিক চাপ না নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। টেনশন কমাতে এবং মানসিক শান্তি পেতে, যোগ অথবা ধ্যান অভ্যাস করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
বৃশ্চিকঃআপনার পরিবার এবং বন্ধুরা আপনার অগ্রাধিকার তালিকার সর্বোচ্চ স্থানে আছে। ব্যক্তিগত এবং কর্মক্ষেত্রে জীবন অসাধারণ দেখাচ্ছে। সংসারে শান্তি আসবে।
ধনুঃ আপনি আজকে যাই কিছু করবেন তা আপনার পরিবারের সদস্যদের আশা পূরণ করার ইচ্ছা থেকে করবেন। শুভ রং আজ লাল
মকরঃ আপনি আজকে যাই কিছু করবেন তা আপনার পরিবারের সদস্যদের আশা পূরণ করার ইচ্ছা থেকে করবেন। কাজের সুযোগ।
কুম্ভঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি বিশেষ ইতিবাচক দিন এবং এটি নতুন সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ দিন। আপনি আপনার লক্ষ্যের প্রতি একটি নতুন শক্তি এবং অনুপ্রেরণা অনুভব করবেন। আপনি ব্যক্তিগত এবং পেশাগত উভয় ক্ষেত্রেই উন্নতির সুযোগ পাবেন। আপনি যদি কোনও প্রতিযোগিতা বা চ্যালেঞ্জে অংশ নেন, তবে আপনার কঠোর পরিশ্রম ফল দেবে। এটি আপনার ধারণা এবং পরিকল্পনা ভাগ করে নেওয়ার সময়, অন্যদের সঙ্গে সেগুলি ভাগ করে নেওয়া আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।
মীনঃহতাশাপূর্ণ মনোভাব উপেক্ষা করা উচিত কারণ এটি শুধু যে আপনার সম্ভাবনা হ্রাস করবে তাই নয়, তার পাশাপাশি শারীরিক সমন্বয়কেও নষ্ট করবে। অর্থ সাশ্রয়ের আপনার প্রচেষ্টা আজ ব্যর্থ হতে পারে। যদিও আপনাকে এটি নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, কারণ পরিস্থিতি শীঘ্রই উন্নতি হবে। দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত সংবাদ পুরো পরিবারের জন্য খুশির মূহুর্ত আনবে। শুভদিন হতে পারে আজকে। সংসারে শান্তি

আবহাওয়া

সকালে ও রাতে এখনও হালকা শীতের আমেজ বজায় রয়েছে। কিন্তু বেলা গড়াতেই শীত উধাও। আবহবিদদের পূর্বাভাস, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বাড়তে পারে। উত্তরবঙ্গেও কমবে শীতের আমেজ। রবিবাসরীয় সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৯ ডিগ্রি কম।আপাতত উত্তর বা দক্ষিণবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কতা নেই। দুই বঙ্গের আবহাওয়াই থাকবে মূলত শুষ্ক। দক্ষিণবঙ্গে রাতের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়বে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪-১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকতে পারে, কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় ১৭-১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকতে পারে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা৮৮ শতকরা এবং ৪৪ শতকরা হবে। বৃষ্টিপাত হয়নি

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫৫মিনিট এবং ১০রাত ৫৫টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৩০মনিটে হতে পারে।

চাঁচল ১ ব্লকের যুবশ্রী প্ল্যাটফর্মের ক্যাম্প শুরু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী চাঁচল ১ ব্লকের যুবশ্রী প্ল্যাটফর্মের ক্যাম্প বসানো হয়েছে চাঁচল পাঁচালি মাঠে। তবে ফর্ম জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। ফর্ম নেওয়ার জন্য মহিলা ও যুবকদের মধ্যে হুড়োহুড়ির পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বারবার মাইকিং করা হলেও ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে পুলিশ ও প্রশাসনকে। নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

টালিগঞ্জের ডায়মন্ড সিটি আবাসনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতায় ফের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। রবিবার সকালে টালিগঞ্জের অভিজাত আবাসন ডায়মন্ড সিটির টাওয়ার-২-এ হঠাৎ আগুন লাগাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। বহুতলের পঞ্চম তলায় আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন বড় আকার ধারণ করায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আবাসনের বাসিন্দাদের মধ্যে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের চারটি ইঞ্জিন ও পুলিশ বাহিনী। এই আবাসনেই টলিউডের একাধিক তারকার ফ্ল্যাট রয়েছে। আগুন লাগার সময় আতঙ্কে সন্তানকে নিয়ে নিচে নেমে আসেন যশ ও নুসরত। নিরাপত্তার স্বার্থে দ্রুত বাসিন্দাদের বহুতল থেকে সরিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। যেখানে আগুন লাগে তখন সেখানে কেউ উপস্থিত ছিলেন না। হতাহতের খবর মেলেনি। দমকল আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। দীর্ঘ চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। সময়মতো আগুন নিয়ন্ত্রণে না এলে তা পাশের ফ্ল্যাটগুলিতেও ছড়িয়ে বড় বিপর্যয় ঘটতে পারত বলে মনে করছেন উপস্থিত অনেকেই। বিধায়ক ও অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আবাসনে আগুন লাগার কথা শুনেছি। তবে সেই সময় আমি ওখানে ছিলাম না। বরাহনগরে ক্যাম্পে এসেছি। আমি সুস্থই আছি। ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা বহুতলটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন এবং দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। সেই ঘটনার আতঙ্ক কাটতে না কাটতেই এবার টালিগঞ্জের আবাসনে ফের অগ্নিকাণ্ডে, যা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে নাগরিক মহলে।

শিবরাত্রি দিনে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি, নদীয়া ঃ নদীয়ার কৃষ্ণনগর করিমপুর রাজ্য সড়কের পানিনালা এলাকায় পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, একটি ১০ চাকার লরি, কৃষ্ণনগর থেকে করিমপুরের দিকে যাচ্ছিল সেই সময় উল্টো দিক থেকে একটি মোটর সাইকেলের দুইজন যুবক দ্রুতগতিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার প্রায় ডানদিক অংশে চলে যায়। মুখোমুখি ধাক্কা খেয়ে নিচে পড়ে যায় বাইক আরোহী যুবক। লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ওই বাইক আরোহীর। অপর বাইক আরোহী রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে যায়।গুরুতর আহত অবস্থায় নদীয়ার শক্তিনগর জেলা হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। উল্টো দিকের একটি টোটো গাড়ি কেউ ধাক্কা মারে লরিটি, সেই কারণে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় টোটো গাড়ীটি। ঘটনাস্থলে উত্তেজিত জনতা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভও দেখায় কিছু সময়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় স্থানীয় পুলিশ, পুলিশ গিয়ে মৃত দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় শক্তিনগর হাসপাতালে, পাশাপাশি যুবকদের নাম পরিচয় সহ সামগ্রিক ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বঙ্গীয় দলিত অধিকার রক্ষা মঞ্চে পক্ষ হইতে সম্মেলন কর্মসূচি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ বাঁকুড়া জেলার, কোতুলপুর ব্লকে দেশরা কোয়াল পারা অঞ্চলে তাজপুর গ্রামে এক মেঘা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। বাবাসাহেব আম্বেদ করে ছবিতে মাল্যদান মাধ্যমে অনুষ্ঠান সূচনা হয়। এই সংগঠন থেকে৩০০ জন গরিব বিধবা মহিলা ও ছোট ছোট বাচ্চাদের জামা কাপড় বিতরণ করা হয়। এবং বেশ কিছু ক্লাবকে ফুটবল বিতরণ করা হয়, যাতে তারা খেলার প্রতি উৎসাহিত করে তোলার জন্য যুব সমাজকে। এই মেঘা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাউরী কালচার বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বঙ্গীয় দলিত অধিকার রক্ষা মঞ্চের কর্ণধর দীপক কুমার দুলে মহাশয়। বঙ্গীয় দলিত অধিকার রক্ষা মঞ্চে জেলা সভাপতি প্রদীপ বাউরী মহাশয়। কোতুলপুর বিধানসভার বিধায়ক হরকালি পতিহার মহাশয়। বঙ্গীয় দলিত অধিকার রক্ষা মঞ্চের কোতুলপুর ব্লকের সভাপতি অভিজিৎ সাঁতরা।

কলকাতা জুড়ে যুবসাথী শিবিরের অয়োজন, একাধিক কেন্দ্রে মিলবে ফর্ম

দুরন্তবার্তা, দেবশ্রী মজুমদার, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ যুবসাথী প্রকল্পকে ঘিরে কলকাতা জুড়ে একাধিক শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। জেলা স্তরে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে একটি করে শিবিরের পরিকল্পনা থাকলেও কলকাতার ঘনবসতি ও জনসংখ্যার কথা মাথায় রেখে একাধিক অফিস ও নির্দিষ্ট স্থানে ফর্ম বিলির ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে। অধিকাংশ বরো অফিস থেকেই পুরসভার সোশাল সেক্টরের আধিকারিকরা ফর্ম বিতরণ করবেন। পাশাপাশি একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট বিধায়কের উদ্যোগে পৃথক বৃহৎ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে ফিউচার ফাউন্ডেশন স্কুলের উল্টো দিকে ঋষি অরবিন্দ পার্কে বড় শিবিরের ব্যবস্থা করেছেন বিধায়ক তথা মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। একইভাবে রাসবিহারী কেন্দ্রে বরো-৮ অফিস ছাড়াও সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ে নবনালন্দা স্কুলের বিপরীতে বুলেভার্ডের মাঝখানে শিবিরের আয়োজন করেছেন দেবাশিস কুমার। বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে পার্ক সার্কাস ময়দানের পাশাপাশি বরো-৭ অফিসেও শিবির খোলা হচ্ছে। বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রে ম্যান্টনে বরো-১৪ অফিসে শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেহালা পূর্বে বরো-১৬ অফিসের পাশাপাশি আবাহন কমিউনিটি হলেও ফর্ম মিলবে। ভবানীপুর কেন্দ্রে বেলভেডিয়ার রোডের বরো-১ অফিস থেকে ফর্ম পাওয়া যাবে। পাশাপাশি পদ্মপুকুর মোড়ে কল্যাণ চক্র ক্লাব, চেতলার ৮২ নম্বর ওয়ার্ড অফিস এবং হাজরা মোড়ে ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডেও শিবির বসছে। কলকাতা বন্দর কেন্দ্রেও দু'টি শিবির থাকছে। বরো-১ অফিসের পাশাপাশি ৭৭ নম্বর ওয়ার্ডে ৯৯/১ কার্ল মার্কস সরণিতে শিবির থাকছে। বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রে শিবির থাকছে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ রোডে বরো-৩ অফিসে। চৌরঙ্গী কেন্দ্রে বরো-৬ অফিসের পাশাপাশি রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারেও শিবির থাকছে। এন্টালি কেন্দ্রে বরো-৭ অফিস ও শীল লেন ময়দানে শিবিরের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যাদবপুর কেন্দ্রে শিবির থাকছে বরো- ১১ অফিস ও শ্যামা পল্লি মাঠে। জোড়াসাঁকো কেন্দ্রে সূর্য সেন স্ট্রিটে বরো-৫ অফিস ও বড়বাজারের তারাসুন্দরী পার্কে শিবির খোলা হচ্ছে। গড়ফা মেন রোডে বরো-১২ অফিসের পাশাপাশি গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে কসবা কেন্দ্রের জন্য শিবির খোলা হচ্ছে। কাশীপুর-বেলেঘাটা কেন্দ্রে বিটি রোডের বরো-১ অফিস এবং ৫ নম্বর ওয়ার্ডে রাজা মণীন্দ্র রোডের মোহিত মঞ্চে শিবির বসছে। মানিকতলা কেন্দ্রে বিধান সরণির বরো-২ অফিস এবং ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের পি-১৭ সিআইটি রোডে ফর্ম দেওয়া হবে। মেটিয়াবুরুজ কেন্দ্রে বদরতলা মাদ্রাসা ও বরো-১৫ অফিসে শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্যামপুকুর কেন্দ্রে বরো-৪ অফিস এবং ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে কাশী বোস লেনের সুধীর মুখার্জি উদ্যানে শিবির বসবে। পুরসভা সূত্রে খবর, নাগরিকদের সুবিধার্থেই একাধিক স্থানে এই শিবির আয়োজন করা হয়েছে, যাতে ভিড় এড়ানো যায় এবং দ্রুত পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয়। কলকাতাজুড়ে যুবসাথী প্রকল্প নিয়ে ইতিমধ্যেই আগ্রহ দেখা যাচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। প্রশাসনের তরফে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ব্রিগেড সমাবেশের প্রস্তুতিতে বঙ্গ বিজেপি, প্রধান বক্তা হিসেবে সম্ভাব্য নাম মোদির

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মার্চ মাসে ব্রিগেড সমাবেশ করার ভাবনায় এগোচ্ছে বঙ্গ বিজেপি। দলের অন্দরে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এই সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতির পরিকল্পনা রয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত সভার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি। দলীয় নেতৃত্বের মতে, দক্ষিণবঙ্গের একাধিক সাংগঠনিক জোন থেকে রথযাত্রা শুরু করে সেই রথগুলি ব্রিগেড ময়দানে এনে সমাবেশকে সফল করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। দোলযাত্রার পরপরই রাজ্যে রথযাত্রা কর্মসূচি শুরু করবে বিজেপি। পরীক্ষার মরশুম শেষ হলে মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকেই বিভিন্ন জেলায় জনসভা শুরু হয়ে যাবে বলে জানা গিয়েছে। মোদি ছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় নেতার সভার সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা জোনে বড় জনসভা হিসেবে ব্রিগেডকেই বেছে নিতে চাইছে গেরুয়া শিবির। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা থেকে কর্মী-সমর্থকদের সমাবেশে নিয়ে আসার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও প্রধানমন্ত্রীর একটি বড় জনসভা আয়োজনের ভাবনা রয়েছে। এদিকে প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়াও জোরকদমে এগোচ্ছে। চলতি মাসের মধ্যেই জেলাভিত্তিক প্রার্থী তালিকা দিল্লিতে পাঠাতে চায় রাজ্য নেতৃত্ব। ২৯৪টি বিধানসভা আসনের প্রতিটির জন্য তিনটি করে নাম প্রস্তাব আকারে পাঠানো হবে বলে সূত্রের খবর। কিছু ক্ষেত্রে একাধিক সম্ভাব্য নামও থাকতে পারে। রাজ্য বিজেপির তরফে প্রাথমিকভাবে তালিকা খতিয়ে দেখে প্রতিটি আসনের জন্য চূড়ান্ত তিনটি করে নাম কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে পাঠানো হবে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় বিজেপির তরফে বিভিন্ন সমীক্ষা সংস্থা থেকেও রিপোর্ট নেওয়া হবে। জেলা নেতৃত্বের পাঠানো নামগুলির সঙ্গে সেই সমীক্ষার ফলাফল মিলিয়ে দেখা হবে। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে কয়েক দফায় প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। এদিন সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গ বিজেপির কোর কমিটির বৈঠক। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় নির্বাচনী পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদব, সহ-পর্যবেক্ষক বিপ্লব দেব-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতা। শমীক ভট্টাচার্য এবং শুভেন্দু অধিকারীও বৈঠকে যোগ দেন। শুভেন্দু কিছু সময় বৈঠকে থেকে অন্য কর্মসূচিতে যোগ দিতে বেরিয়ে যান বলে জানা যায়। বৈঠকে রথযাত্রার রূপরেখা, ব্রিগেড সমাবেশের প্রস্তুতি এবং প্রার্থী তালিকা চূড়ান্তকরণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সব মিলিয়ে মার্চ মাসকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়াচ্ছে বঙ্গ বিজেপি। ব্রিগেড সমাবেশ এবং রথযাত্রার মাধ্যমে নির্বাচনের আগে কর্মী-সমর্থকদের চাঙ্গা করাই এখন গেরুয়া শিবিরের প্রধান লক্ষ্য বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত।

শিবরাত্রিতে জনজোয়ার ! 'হর হর মহাদেব' ধ্বনিতে মুখরিত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি, নদীয়া ঃ ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে মহা শিবরাত্রি উপলক্ষে নদিয়ার সীমান্তবর্তী গ্রাম শিবনিবাসে উপচে পড়ল ভক্তদের ঢল। ভোর হতেই কাঁসর-ঘণ্টা আর সমবেত কণ্ঠে 'হর হর মহাদেব' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে মন্দির চত্বর। শিয়ালদহ-গেদে শাখার মাজদিয়া স্টেশনে নেমে টোটো বা ভ্যানে শোনঘাটা হয়ে নদী পেরিয়েই পৌঁছনো যায় ঐতিহাসিক শিবনিবাসে। ঘাট থেকেই চোখে পড়ে মন্দিরের সুউচ্চ চূড়া। হাতে কাঁসার ঘটি, ফুল, আকন্দ ও বেলপাতার ডালি নিয়ে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে পালা করে ভক্তরা জল ঢালছেন রাজরাজেশ্বরের শিবলিঙ্গে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই মন্দির

প্রতিষ্ঠা হয়েছিল নদিয়ার মহারাজা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র-এর রাজত্বকালে। বর্গি আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতেই তিনি রাজধানী কৃষ্ণনগর থেকে সরিয়ে আনেন শিবনিবাসে। ১৭৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত মূল মন্দির রাজরাজেশ্বর মন্দির আজও অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্থানীয়দের কাছে এটি 'বুড়োশিবের মন্দির' নামেও পরিচিত। প্রায় ৯ ফুট উচ্চতার কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ বলে মনে করা হয়। রাজরাজেশ্বরের পাশেই ১৭৬২ সালে নির্মিত রাজীশ্বর মন্দির এবং সংলগ্ন রাম-সীতার মন্দিরেও ভক্তদের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। মন্দিরের পুরোহিতদের কথায়, একসময় এখানে ১০৮টি শিবমন্দির ছিল, বর্তমানে তিনটি অবশিষ্ট রয়েছে। তবু ভক্তির উন্মাদনায় ভাঁটা পড়েনি। শিবচতুর্দশী উপলক্ষে প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ভক্তদের সুবিধার্থে পানীয় জল, আলো ও শৃঙ্খলা রক্ষায় স্বেচ্ছাসেবকদেরও মোতায়েন করা হয়েছে। ঐতিহ্য, ইতিহাস ও অটুট বিশ্বাস;এই তিনের মিলনে শিবনিবাস আজ মহা শিবরাত্রির পবিত্র তীর্থক্ষেত্র।

রামকৃষ্ণ সেবা সংঘে মন্দিরের উদ্বোধন

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, হিঙ্গলগঞ্জ, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ হিঙ্গলগঞ্জের বায়লানি বাজার সংলগ্ন হুলারচক রামকৃষ্ণ সেবা সংঘে নবনির্মিত শ্রী মন্দিরের উদ্বোধন হলো। রবিবার মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন টাকী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক, সুন্দরবন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের সভাপতি স্বামী পরিশুদ্ধা নন্দজী মহারাজ। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে নগর পরিক্রমার পর শ্রী মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটিত হয়। শিবরাত্রির দিন মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে ছিলো বিশেষ পুজা অর্চনা, নরনারায়ণ সেবা সহ ধর্মীয় আলোচনা সভা ও সন্ধ্যায় শিবরাত্রির ব্রত পালনের আয়োজন। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রের সন্ন্যাসীরা ছাড়াও দুর দুরান্ত থেকে ভক্তরা উপস্থিত হন এই মন্দিরে। স্বামী পরিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ বলেন, শহর থেকে অনেক দুরে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা হওয়া বড় ব্যাপার। এই মন্দিরের পারিপার্শ্বিক মানুষজন খুবই

গরীব তবুও তারা নিজেরা সক্রিয় হয়ে রামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ সারদা দেবীর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন, এই মন্দিরের গুরুত্ব অনেক বেশি। তার কথায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শান্তির বাণী ও স্বামী বিবেকানন্দের শিব জ্ঞানে জীব সেবার আদর্শ যাতে সকলের মধ্যে প্রচারিত হয়, সকলে যাতে উজ্জীবিত হয় দেশ ও দশের কল্যাণ হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। তিনি আরো বলেন, হুলার চক রামকৃষ্ণ সেবা সংঘ শুধু যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে তাই নয় শীতের আগে কম্বল প্রদান, পূজার সময় বস্ত্র দান, ছোট ছোট বাচ্চাদের পড়াশুনার জন্য চাইল্ড কেয়ার প্রজেক্ট, বন্যা ঝড় সহ যেকোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এই সেবা সংঘ প্রাণ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষের সেবা করে। হুলার চক রামকৃষ্ণ সেবা সংঘের সভাপতি সূর্যকান্ত সিং বলেন, মন্দির নির্মাণে সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ সহ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তরা সহযোগিতা করেছেন। আগামী দিনে সুন্দরবনের জন্য কাজ করার জন্য তারা এভাবেই এগিয়ে আসবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। দক্ষিন বিশপুর স্বামীজি সেবা সংঘের সম্পাদক বলেন স্বামীজির স্বপ্নকে পূরণ করার জন্যই এই সেবা সংঘের পথ চলা, অসহায় মানুষরাই আমাদের দেবতা তাদের উপকার সাধনের জন্যই বিভিন্ন সেবা মূলক কাজ করে এই সংঘ, আগামীদিনেও এই সেবা কাজের মাধ্যমেই মানুষের পাশে থাকবে এই সংঘ।

লক্ষীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে মৌমাছি পালন প্রশিক্ষণ, স্বনির্ভরতার বার্তা পড়ুয়াদের

দুরন্তবার্তা, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, ১৪ ফেব্রুয়ারি, পূর্বস্থলী ঃ পূর্বস্থলী ২ ব্লকের মাজিদা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত লক্ষীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে হল মৌমাছি পালন সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। বর্তমান সময়ে পড়াশোনার পাশাপাশি দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। সেই লক্ষ্যেই বিদ্যালয়ের ভোকেশনাল বিভাগের উদ্যোগে এই অভিনব প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। গ্রামীণ পরিবেশে স্বল্প খরচে লাভজনক উদ্যোগ হিসেবে মৌমাছি পালন এক সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র, এই বার্তাই তুলে ধরা হচ্ছে পড়ুয়াদের সামনে। বিদ্যালয়ের ভোকেশনাল শিক্ষক জানান, এই শিক্ষার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই বহু ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বনির্ভর হয়েছে। কেউ ছোট ব্যবসা শুরু করেছে, কেউ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরিও পেয়েছে। মৌমাছি পালন একটি অত্যন্ত ভালো প্রজেক্ট। সঠিক প্রশিক্ষণ পেলে ছাত্র-ছাত্রীরা ভবিষ্যতে এটিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে। এর মাধ্যমে কিছুটা হলেও বেকারত্ব দূর করা সম্ভব। এই প্রশিক্ষণে শুধু তাত্ত্বিক শিক্ষা নয়, সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে। পড়ুয়াদের শেখানো হচ্ছে মৌচাক তৈরির পদ্ধতি, মৌমাছির পরিচর্যা, মৌমাছির প্রজাতি চেনার উপায়, এবং কীভাবে সঠিকভাবে ও নিরাপদে মধু সংগ্রহ করতে হয়। এছাড়াও মধু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের প্রাথমিক ধারণাও দেওয়া হচ্ছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা হাতে-কলমে পুরো প্রক্রিয়াটি শিখতে পারছে। মৌমাছি পালন কীভাবে কাজ করে, তাও বিস্তারিতভাবে বোঝানো হচ্ছে প্রশিক্ষণে। মৌমাছিরা ফুল থেকে মধুরস সংগ্রহ করে মৌচাকে জমা করে, যা পরবর্তীতে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় মধুতে পরিণত হয়। একটি নির্দিষ্ট বাক্স বা কাঠের চাকে মৌমাছিদের বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা হয়।

নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পরিচর্যার মাধ্যমে কয়েক মাসের মধ্যেই মধু সংগ্রহ করা সম্ভব। কম পুঁজি, অল্প জায়গা এবং সীমিত পরিশ্রমেই এই কাজ শুরু করা যায় যা গ্রামীণ এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিশেষভাবে উপযোগী। এই উদ্যোগের ফলে পড়ুয়াদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে, তারা ছোট থেকেই উদ্যোগপতি হওয়ার মানসিকতা গড়ে তুলতে পারবে। ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি বাড়িতে বসেই তারা অতিরিক্ত আয়ের পথ তৈরি করতে পারবে। একই সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়ও মৌমাছির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, কারণ পরাগায়ণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তাই এই প্রশিক্ষণ শুধু আয়ের পথই খুলে দিচ্ছে না, বরং পরিবেশ সচেতনতা ও টেকসই উন্নয়নের দিকেও এক বড় পদক্ষেপ হয়ে উঠছে.

ভোটের অগে মালদায় বহিরাগত মোটরসাইকেল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিহারের নাম্বার প্লেট লাগানো ১৪টি মোটর বাইক ঢুকলো মালদার বিজেপি কার্যালয়ে। যা নিয়ে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে দুষ্কৃতীমূলক কাজকর্মের জন্য এই মোটরবাইকগুলি আনা হয়েছে অপরদিকে বিজেপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে বিহারে নির্বাচন শেষ হয়েছে সেই কারণে যেহেতু বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে সেই কারণে দলের কর্মীরা যাতে এই বাইকগুলি নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারে সেই কারণে বাইক গুলি আনা হয়েছে।

শিবরাত্রি উপলক্ষে ভক্তদের ভিড় মায়ের ইচ্ছা কালিবাড়িতে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ শিবরাত্রি উপলক্ষে আজ সকাল থেকেই ভক্তদের ভিড় দেখা গিয়েছে মায়ের ইচ্ছা কালই বাড়িতে। মায়ের ইচ্ছা কালিবাড়ি কে সবাই জাগ্রত কালীবাড়ি বলে মনে করেন। মায়ের কাছে এসে যেকোনো প্রার্থনা করলেই সেটা ফল দেন মা। এই ধারণাই আছে ভক্তদের মধ্য, শিলিগুড়িতে কাছারি রোডে মায়ের ইচ্ছা কালিবাড়ি শিলিগুড়ির অন্যতম জনপ্রিয় কালীবাড়ি হিসাবে পরিচিত। আজকে শিবরাত্রি বলা যেতে পারে মহা শিবরাত্রি, এই উপলক্ষে ভক্তরা সকাল থেকেই মন্দিরে চলে এসেছেন। তবে এখনো শিবরাত্রি শুরু হয়নি, বিকেল থেকেই শিবরাত্রি শুরু হবে। তাই অপেক্ষায় পুরোহিত থেকে ভক্তরা সকলেই। মহা শিবরাত্রি উপলক্ষে মানুষ প্রস্তুতি নিচ্ছেন গত কয়েকদিন আগে থেকেহ। আজ যেন তার সময় এসে গেছে, শিবরাত্রি উপলক্ষে মানুষের ফুল বেল পাতা এবং ধুতরা ফুল কেনার হিড়িক বেড়েছে অনেকটাই। ভগবান শিবের মাথায় জল ঢেলে তার কাছে প্রার্থনা করে কাঙ্খিত ফল পাবার আশায়, প্রত্যেক ভক্তরা এখন মন্দিরের পথে, শিব ঠাকুর অল্পেতেই সন্তুষ্ট হন। তাকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই মনে সব ইচ্ছে পূরণ হবে এই ধারণাতেই আজকে মা শিব রাত্রি পালন করছেন অগণিত শিব ভক্ত।

'যুব সাথী' প্রকল্পের আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হাওড়াতেও

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি, হাওড়া ঃ 'যুব সাথী' প্রকল্পের আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে হাওড়াতেও, প্রথম দিন থেকেই প্রকল্প ঘিরে যুবদের মধ্যে উৎসাহ তুঙ্গে। মন্ত্রী, বিধায়করাও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ক্যাম্পে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত যুবদের আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে 'যুব সাথী' প্রকল্পের আবেদন প্রক্রিয়া রবিবার ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে সারা বাংলা জুড়ে শুরু হয়েছে। হাওড়ার শরৎ সদনে মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের নির্ধারিত শিবিরে এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী তথা মধ্য হাওড়ার বিধায়ক অরূপ রায়। এদিন তিনি ক্যাম্পে আসা যুবদের উৎসাহিত করেন। এবং এর পাশাপাশি তিনি প্রকল্পের কাজে কর্মরত অধিকারিকদেরও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অন্যদিকে, এই প্রকল্পের জন্য শিবপুর বিধানসভায় 'যুব সাথী' শিবির খোলা হয়েছে হাওড়ার চ্যাটার্জিপাড়া মোড়ে ব্যাঁটরা সম্মিলনীর মাঠে। সেখানে ৮, ৯, ২১, ২৩, ৪৩, ৪৭, ৪৮, ৪৯ ও ৫০ নং ওয়ার্ডের ও বেলিলিয়াস পার্ক সন্নিহিত সমাজকল্যাণ সংঘে ২২নং ওয়ার্ডের 'যুব সাথী' প্রকল্পের আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ব্যাঁটরা সম্মিলনীর মাঠে শিবিরে এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওই কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'ক্যাম্প খুলে 'যুব সাথী'-র ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। পানীয় জলের ব্যবস্থা ও মেডিকেল বুথ রাখা হয়েছে যাতে ক্যাম্পে এসে কারও কোনও সমস্যা না হয়। যুবকদের জন্য এইরকম পরিকল্পনা বাংলার সরকার ছাড়া আর কেউ কোনওদিন ভাবতেও পারেনি।' এর পাশাপাশি এদিন থেকে 'যুব সাথী' প্রকল্পের রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্পে ফ্রম ফিল আপের কাজ শুরু হয়েছে হাওড়ার বালিতেও। বালিতে ক্যাম্প পরিদর্শন করেন বিধায়ক ডাঃ রানা চ্যাটার্জি এবং হাওড়া জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র। প্রথম দিনেই শিবিরে আসা বেলুড়ের বাসিন্দা আদিত্য বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মহীন যুবক যুবতীদের জন্যে এই 'যুব সাথী' প্রকল্প চালু করেছেন। এটা আমাদের উপকারে লাগবে। প্রথম দিনেই এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে এসেছি। অনেকেই এসেছেন।' হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র বলেন, 'এই 'যুব সাথী' ক্যাম্পের জন্য আমরা সব ধরনের ব্যবস্থা রেখেছি। পানীয় জলের বন্দোবস্ত রাখা হয়েছে। ফর্ম ফিল আপের জন্যও সহায়তা করা হচ্ছে। এই প্রকল্প চালু করার জন্য আজকে যুব সমাজ দিদিকে দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করছেন।' বালির বিধায়ক ডাঃ রানা চ্যাটার্জী বলেন, 'বালি বিধানসভা অঞ্চলের দুটি ক্যাম্পেই আজ গিয়েছিলাম। যুবক যুবতীদের মধ্যে অসাধারণ উৎসাহ লক্ষ্য করলাম।

রাজ্য জুরে চালু হল যুব সাথী প্রকল্পের রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্প

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী রবিবার ১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্য জুরে চালু হল যুব সাথী প্রকল্পের রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্প। ক্যাম্প চালু হল মালদাতেও। রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভার সাথে এদিন ইংরেজবাজার বিধানসভা এলাকাতেও যুব সাথীর ক্যাম্প চালু হয়। ইংরেজবাজার পৌরসভার ২৯টি ওয়ার্ডের জন্য ক্যাম্প আয়োজন করা হয় মালদা শহরের ১৭নং ওয়ার্ড এলাকায় অবস্থিত পেডি সিল্ক ইনস্টিটিউটে। অন্যদিকে ইংরেজবাজার গ্রামীণ এলাকার জন্য ক্যাম্প করা হয় মালদা ইংলিশ মিডিয়াম গভমেন্ট মডেল মাদ্রাসায়। রবিবার সকাল ১০টায় পেডি সিল্ক দপ্তরে ক্যাম্পের সূচনা পর্বে হাজির ছিলেন ইংরেজবাজার পৌরসভার ১৭নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শুভময় বসু, ১৬নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উদয় চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। জানা গেছে, যুবসাথী প্রকল্পে আবেদনকারীদের নাম রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্প ১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে আগামী ২৬শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। এই ক্যাম্পে মাধ্যমিক পাশ ২১ বছর থেকে ৪০ বছর বয়সী বেকার যুবক-যুবতীরা আবেদন করতে পারবেন। আবেদন মঞ্জুর হলে আগামী এপ্রিল মাস থেকে সর্বাধিক ৫ বছর পর্যন্ত মিলবে মাসিক ১৫০০ টাকা করে ভাতা।

জয়নগর পুলিশের তৎপরতায় ডাকাতির আগেই গ্রেফতার তিন

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আবার পুলিশের তৎপরতায় ডাকাতির আগেই গ্রেপ্তার তিন জন জয়নগরে।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি সমরেশ ঘোষের নির্দেশ মেনে জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিম জয়নগর থানার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার দত্ত বাজার এলাকায় শনিবার রাতে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তিন জনকে প্রথমে আটক করে জিজ্ঞেসাবাদ করে ও তারপরে তাদের গ্রেপ্তার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতরা হল, মফিজুল গাজী অরফে ভোলা (২৬), বাড়ি জয়নগর থানার রামচন্দ্রপুর গাজী পাড়া এলাকায়, মনিরুদ্দিন গাজী অরফে খোকন (৪২), বাড়ি জয়নগর থানার রামচন্দ্রপুর গাজী পাড়া এলাকায়, ইয়ার আলি গাজী অরফে ইয়ারব (৪৮), বাড়ি জয়নগর থানার রামচন্দ্রপুর গাজী পাড়া এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে শাবল, হাতুড়ি, রড, স্ক্রু সহ একাধিক জিনিস। ধৃত তিন জনকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে মহামান্য বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশের বিরুদ্ধে হুমকি ! ভোটের আগে বিস্ফোরক হুমায়ুন

দুরন্তবার্তা, গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার আবহের মধ্যেই নদীয়ার পলাশীপাড়ায় রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে উঠল। জনতা উন্নয়ন পার্টির স্রষ্টা ও মুখপাত্র হুমায়ুন কবিরকে শনিবার সন্ধ্যায় মাইক হাতে পুলিশের বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্য করতে শোনা গেলো। জানা গিয়েছে, বাবরি মসজিদ ভিত্তি স্থাপনের দাবিকে সামনে রেখে পলাশী থেকে একটি 'বাবরি যাত্রা' রেলি শুরু করেছে তাঁর দল। জাতীয় সড়ক ধরে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত যাওয়ার কর্মসূচি রয়েছে বলে দলীয় সূত্রে খবর। সেই রেলির মধ্যেই পলাশীপাড়ায় সভা করে হুমায়ুন কবির পুলিশের উদ্দেশে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দেন। তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, '৫ মার্চের পর আমার সঙ্গে বুঝে নেবেন। কোনও ওসি যদি সাধারণ মানুষের উপর অন্যায় অত্যাচার করেন, তাদের চেয়ার থেকে তুলে নেব।' তাঁর এই মন্তব্যের পর উপস্থিত সমর্থকদের হাততালি শোনা যায়। ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এই ধরনের মন্তব্যে বিতর্ক আরও বাড়বে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। যদিও প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। পরীক্ষার সময়ে উচ্চস্বরে মাইক ব্যবহারের বিষয় নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, পরীক্ষার আবহে এ ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি অনভিপ্রেত। ঘটনার পর এলাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও রাজনৈতিক উত্তাপ যে বাড়ছে, তা স্পষ্ট।

দোলে ডিজে নিষিদ্ধ, শুধু খোল করতালেই শোভাযাত্রা !

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আসন্ন দোল উৎসব ২০২৬-কে ঘিরে কড়া বার্তা দিল প্রশাসন। নবদ্বীপ থানায় আয়োজিত সমন্বয় সভায় জানানো হলো; ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র ছাড়া কোনও রকম অতিরিক্ত বা জোরালো সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করা যাবে না। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সমিত মণ্ডল স্পষ্ট করে দেন, দোলযাত্রা ও গৌর পূর্ণিমার শোভাযাত্রায় শুধুমাত্র খোল, করতাল, কাঁসর প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্রই ব্যবহার করা যাবে। ডিজে বা উচ্চ শব্দের আধুনিক বাদ্যযন্ত্র সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছর সরস্বতী পুজোর বিসর্জনে অতিরিক্ত সাউন্ড সিস্টেম ও উদ্দাম নাচের ঘটনায় শহরজুড়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এবার আগাম সতর্কতা। উল্লেখ্য, নবদ্বীপ;যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-র জন্মভূমি হিসেবে বিশ্বজুড়ে পরিচিত;দোলযাত্রার কয়েকদিন আগে থেকেই বিভিন্ন পরিক্রমা ও ধর্মীয় শোভাযাত্রায় মুখরিত থাকে। দেশ-বিদেশ থেকে আগত ভক্তদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে মোবাইল পুলিশ টহল থাকবে বলে জানানো হয়েছে। এদিন সভায় উপস্থিত পৌরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা টোটো চালকদের উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে আবেদন জানান, উৎসবের সময় কোনওভাবেই অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়া যাবে না। তিনি বলেন, অবদ্বীপের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সকলকে দায়িত্বশীল হতে হবে। এখানে বড় শিল্প নেই, অনেকেই টোটো চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন;তাই নরম মনোভাব থাকলেও অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়া অনুচিত।দ তবে আসন্ন দোল উৎসবে প্রশাসনের ঐতিহ্য রক্ষায় কড়াকড়ি ও টোটো ভাড়ায় সংযমের আবেদনকে সাধুবাদ জানিয়েছে সভায় উপস্থিত সকলেই।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৭৭ সংখ্যা, সোমবার, ৩ ফাল্গুন, ১৪৩২

যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ, মরিবার হলো তার সাধ

সম্পাদকীয়

'পৃথিবীটা আমার জন্য নয়। আমি মানসিক অবসাদে রয়েছি।' হোস্টেলের ন'তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করার আগে এই কথাগুলি লিখেছিল বম্বে আইআইটি-র সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ২১ বছর বয়সি এক মেধাবী ছাত্র, রাজস্থানের নমন আগরওয়াল। নতুন বছরের শুরুতে, ফেব্রুয়ারি মাসে এই আত্মহত্যা আবারও প্রশ্ন তুলে দিলো যে, দেশের সব থেকে নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার্থীরা কেন এই ভাবে অবসাদে ভুগবে? কেনই বা বেছে নেবে আত্মহত্যার চরম পথ? ভারতের শিক্ষা মন্ত্রক এবং প্রাক্তন ছাত্রদের বিভিন্ন সংগঠনের রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে, বিগত পাঁচ বছরে শুধুমাত্র আইআইটি-গুলিতেই মোট ৬৫ জন ছাত্র আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। যদি আরও একটু বিস্তৃত সময়সীমায় যাই, তা হলে দেখতে পাচ্ছি, ২০০৪ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত দুই দশকে এই সংখ্যা ছিল ১১৫। অর্থাৎ বিগত পাঁচ বছরে আত্মহত্যার হার বিগত পনেরো বছরের তুলনায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এদের মধ্যে অবসাদে ভুগে- ছায়াছবির সেই ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের মতো 'আই কুইট' বলে চলে যাওয়ার সংখ্যাই বেশি। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো-র রিপোর্ট অনুযায়ী, বিগত এক দশকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার হার ৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সংখ্যার হিসেবে, ২০২২ সালে, সারা দেশে সেটি ছিল ১৩ হাজারের সামান্য ওপরে। আর ২০২৩ সালে সেই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়ে হলো ১৩ হাজার ৮৯২ জন। নথিভুক্ত না হওয়া আরও কত জন যে আছে, তা জানার অবশ্য উপায় নেই। অবস্থা এতটাই উদ্বেগজনক যে, শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার 'মহামারী' ঠেকানোর জন্য দেশের সর্বোচ্চ আদালতকে এগিয়ে আসতে হয়েছে। কী ভাবে এই প্রবণতা বন্ধ করা যায়, তার জন্য বিশেষ গাইডলাইন তৈরি করতে বলা হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে। ছাত্রদের মধ্যে আত্মহত্যার এই প্রবণতার কারণগুলি খুঁজতে গিয়ে 'বর্ধিত অ্যাকাডেমিক চাপ' শব্দবন্ধকে বোধ হয় আর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তার বদলে 'অত্যন্ত কঠোর' ও 'চূড়ান্ত অপরিকল্পিত পাঠ্যক্রম'-কেই দায়ী করছেন সর্বোচ্চ আদালত। সঙ্গে যোগ হয়েছে যোগ্য শিক্ষকের অভাব, অনভিজ্ঞ অতিথি শিক্ষকের উপর নির্ভরশীলতার মতো বিষয়গুলি। প্রমাণিত হয়েছে, গবেষণা করেও আজ ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত নয়। তবে ছাত্রদের আত্মহত্যার পিছনে শুধুমাত্র এগুলিই কারণ নয়। বরং তার জন্য বহুলাংশে দায়ী মানসিক অবসাদ। আর তার জন্য পরিবারগুলি নিজেদের দায় এড়াতে পারে না। আসলে সামাজিক কারণেই ভারতের মতো দেশে শিক্ষাকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী- দেশের ৭৫ শতাংশ পরিবার মনে করে, জয়েন্ট এনট্রান্স, জেইই, নিট, ইউপিএসসি ইত্যাদি পরীক্ষায় সাফল্য শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নয়, বরং পারিবারিক সাফল্য। কেননা সফল পড়ুয়ার পেছনে থাকে পুরো পরিবারের অবদান। এই সব পরীক্ষায় সাফল্য পাওয়ার জন্য, শুধুমাত্র কোচিংয়ের ক্ষেত্রে পরিবারগুলি ছাত্রপিছু মাসে গড়ে ২৫ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা খরচ করে। তারা মনে করে, এই সব পরীক্ষায় সাফল্য মানেই নিজেদের অবস্থান বদলে যাওয়া, সামাজিক ভাবে গর্বের স্থান অর্জন করা। সঙ্গে থাকে আর্থিক স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা। ফলে, যারা এই পরীক্ষাগুলি দিচ্ছে, তাদের ওপর সৃষ্টি হয় প্রবল চাপ। এই চাপ সহ্য করতে না পেরে অন্তত ৪২ শতাংশ শিক্ষার্থী চলে যায় অবসাদে। প্রচণ্ড মানসিক চাপে ভোগে ৬৫ শতাংশ শিক্ষার্থী। আর এদের মধ্যেই কেউ কেউ বেছে নেয় চরম পথ। একটি পরিসংখ্যানই এখানে যথেষ্ট। রাজস্থানের কোটায় কোচিং নিতে গিয়ে ২০২৩ সালে মানসিক অবসাদে ভুগে ২৮ জন আত্মহত্যা করেছিল। পরবর্তী দুই বছরে সেই সংখ্যা কিছুটা কমলেও, আত্মহত্যা থামেনি। এমনিতেই মানসিক অবসাদ এই যুগের অন্যতম কঠিন সমস্যা। সারা বিশ্বে অবসাদে ভুগছেন এমন মানুষের হার আনুমানিক ৩.৮ থেকে ৮ শতাংশ। এদের মধ্যে আবার মহিলাদের সংখ্যা ৬.৯ শতাংশ যা পুরুষদের (৪.৬ শতাংশ) থেকে অনেকটা বেশি। আবার অবসাদগ্রস্ত এই বিপুল পরিমাণ মানুষদের মধ্যে যদি বয়স অনুযায়ী ভাগ করা যায়, তা হলে দেখা যাচ্ছে, অবসাদ ২০ থেকে ২৯ বছর বয়সিদের সব থেকে বেশি প্রভাবিত করেছে এবং বিশ্বব্যাপী ১৫ থেকে ২৯ বছরের তরুণদের মধ্যে তা আত্মহত্যার মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে অবসাদগ্রস্ত মানুষ মোট জনসংখ্যার ৪.৫ শতাংশ, অর্থাৎ প্রতি ২০ জন্যে ১ জন। এই ব্যাপারে পিছিয়ে নেই গ্রামীণ ভারত। অবিশ্বাস্য ভাবে ভারতের গ্রামাঞ্চলে ৯.৮ শতাংশ মানুষ অবসাদে ভুগছে। তুলনামূলক ভাবে শহরে তা কম, ৬.২ শতাংশ। আশ্চর্যের বিষয় হলো, অবসাদগ্রস্ত ভারতীয়দের হার যে বয়স-সীমায় সব থেকে বেশি, সেটি হলো ১৫ থেকে ২৯ বছর। অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে, এই মুহূর্তে ভারত সারা পৃথিবীতে অবসাদে ভুগে ছাত্র-আত্মহত্যার শীর্ষে থাকা দেশগুলির অন্যতম। ইউনিসেফ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছে, 'ভারতে পনেরো থেকে চব্বিশ বছর বয়সি প্রতি সাতজন তরুণের মধ্যে একজন মানসিক অবসাদে ভোগে। আরও দুর্ভাগ্য যে, এই বিপুল পরিমাণ অবসাদগ্রস্ত তরুণের মধ্যে মাত্র ৪১ শতাংশ সাহায্য চায়।' বাকিরা হারিয়ে যায় অবসাদের তীব্রতর অন্ধকারে। এই রাজ্যের অবস্থা কী এই ব্যাপারে? একটি লাইনই যথেষ্ট- 'অবসাদে ভোগা ছাত্রদের আত্মহত্যার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ দেশের প্রথম পাঁচটি রাজ্যের অন্যতম'। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো-র তথ্য অনুযায়ী এই রাজ্যে ছাত্র আত্মহত্যার হার ৭.৪ থেকে ১১ শতাংশে ঘোরাফেরা করে। মুশকিল হলো, অবসাদ থেকে মুক্তির নির্দিষ্ট কোনও চিকিৎসা নেই। তবে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় কাউন্সেলিং, সাইকো-ডায়নামিক ও কগনিটিভ সাইকোথেরাপি ইত্যাদির পাশাপাশি, জন হপকিন্স হাসপাতালের মতো অত্যন্ত নামী প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ ও খাদ্য-তালিকাকেও প্রাধান্য দিচ্ছে। কিন্তু এ সবই বাহ্য। অবসাদে ভোগা মানুষের কাছে অনেক বেশি প্রয়োজন সঠিক পথে নিজেকে পরিচালনা করা। আর এই ব্যাপারে রাষ্ট্র থেকে পরিবার যদি তার পাশে না দাঁড়ায়, তা হলে কোনও ভাবেই অবসাদ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। এই ব্যাপারে রাষ্ট্রের যেমন উচিত তরুণদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত করা, পরিবারগুলিকেও চাপমুক্ত পরিবেশে ছাত্রদের নিজেদের মতো এগিয়ে যেতে দিতে হবে। ছাড়তে হবে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির অলীক স্বপ্ন। এই বিপুল জনসংখ্যার দেশে, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রবল চাপ নিয়ে আগামী প্রজন্ম সেই সহায়তা পাবে কিনা, সেই ব্যাপারে সন্দেহ থেকেই যায়। এই মুহূর্তে সেটিই বোধ হয় দেশের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

ভগিনী নিবেদিতা অমৃত কথা

আমি বিশ্বাস করি যে ভারত এক, অবিচ্ছেদ্য, অবিভাজ্য। জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে সাধারণ ঘর, সাধারণ স্বার্থ এবং সাধারণ ভালোবাসার উপর। কেউই আসলে অন্য কারো দ্বারা শেখানো হয় না। প্রকৃত শিক্ষা সর্বদা স্ব-শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষা হল স্ব-শিক্ষা। আদর্শের প্রতি আমাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং এর উচ্চতায় পৌঁছানোর জন্য আমাদের নিজস্ব সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা সত্যিই উন্নতি লাভ করি অন্য কোনও উপায়ে নয়। পরাজয় থেকে পালিয়ে যেয়ো না, হতাশাকে আলিঙ্গন করো। সুখ ও আরাম থেকে ব্যথা বেদনা (মূলবোধে) পৃথক নয়। ব্রহ্মচর্যের মধ্যেই সমস্ত শক্তি ও মহত্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতাই জীবনের সামগ্রিক অর্থ। আমার সেই প্রিয়তমই এই বাতায়নের মধ্য দিয়ে দেখছেন, দ্বারে ডাক দিচ্ছেন। তার কোনো অভাব নেই, তবুও তিনি মানুষের অভাবের সাজ গ্রহণ করে আসেন, যাতে তার সেবায় সুযোগ লাভ করি। তাঁর ক্ষুধা নেই, তবুও তিনি প্রার্থী হয়ে আসেন, যাতে তাকে দিতে পারি। তিনি সাক্ষা করতে আসেন, যাতে তাকে আসন দিতে পারি। আমার যা কিছু সবই যে তার। একান্তভাবেই তার। আমার আমিত্ব কে সম্পূর্ণ। লোপ করে তিনি সেইখানে প্রকাশিত হোন-এই প্রার্থনা। অর্থ, মান, যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হ'য়ো না, সাবধান হওঠকবে তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে কেহ তোমার কেন্দ্রও নয়, ঠাকুরও নয়-ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা।

সত্যজিৎ-ঋত্বিকের বাংলা সিনেমা আজ কেন পরিচয়ের সংকটে লড়ছে

বিশেষ প্রতিনিধি

সবকিছুর পরেও আশার আলো পুরোপুরি নিভে যায়নি। ২০২৪ সালে 'খাদান' ও 'বহুরূপী'র মতো ছবির বক্স অফিস সাফল্য প্রমাণ করেছে, ভাল কনটেন্ট হলে দর্শক এখনও প্রেক্ষাগৃহে আসেন। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নতুন নির্মাতাদের সুযোগ দিচ্ছে। 'মন্দার'-এর মতো সিরিজ সাহসী গল্প বলার উদাহরণ। নতুন প্রজন্মের পরিচালকরা প্রযুক্তি ও সাহিত্যকে মিলিয়ে নতুন পথ খুঁজছেন। সরকারও সাম্প্রতিক সময়ে বাংলা ছবির প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করার মতো পদক্ষেপ নিয়েছে। বাংলা সিনেমাকে কে শেষ করছে, এই প্রশ্নের কোনও একক উত্তর নেই। এটি বহু বছরের ভুল সিদ্ধান্ত, সাহিত্য সংকট, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, রিমেক সংস্কৃতি ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সম্মিলিত ফল। আজ বাংলা সিনেমা এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। একদিকে হারিয়ে যাওয়ার পথ, অন্যদিকে নিজের শিকড়ে ফিরে নতুন করে দাঁড়ানোর সুযোগ।

কখনও কি ভেবে দেখেছেন, যে বাংলা একদিন ভারতীয় সিনেমাকে পথ দেখিয়েছিল, আজ সেই বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি কেন অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে? একসময় কলকাতার গলি থেকে উঠে আসা গল্পগুলোই বিশ্ব সিনেমার ভাষা বদলে দিয়েছিল। আর আজ সেই একই শহরের সিনেমা হলগুলো ভরে উঠছে বলিউড ও দক্ষিণী ছবির পোস্টারে। যে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি একসময় ভারতের সাংস্কৃতিক গর্ব ছিল, আজ সে কেন ধীরে ধীরে গুমনামির অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে? সাহিত্য সংকট, রাজনীতির হস্তক্ষেপ না কি বাইরের ইন্ডাস্ট্রির চাপ, আসল 'ভিলেন' কে? এই প্রতিবেদনে একে একে সেই সব কারণের খোঁজ করার চেষ্টা করব, যেগুলি মিলেই বাংলা সিনেমার বর্তমান অবস্থার ভিত গড়ে দিয়েছে। এটি শুধু একটি ইন্ডাস্ট্রির পতনের গল্প নয়, বরং একটি সম্পূর্ণ সংস্কৃতির উপর নেমে আসা সংকটের কথাও।

● যখন বাংলা সিনেমা ছিল আন্দোলন, শুধু বিনোদন নয়

আজকের বাস্তবতা বুঝতে হলে ফিরে যেতে হবে ১৯৫০, ৬০ ও ৭০-এর দশকে। সেই সময় বাংলা সিনেমা শুধুমাত্র ছবি তৈরি করত না, সে ছিল এক ধরনের সাংস্কৃতিক আন্দোলন। ১৯৫৫ সালে 'পথের পাঁচালি' মুক্তি পাওয়ার পর শুধু ভারতেই নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেও বাংলা সিনেমা আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে। কান চলচ্চিত্র উৎসবে এই ছবি সম্মানিত হয় এবং বিশ্ববাসী প্রথমবার গ্রামবাংলার জীবনের নিখাদ, নির্মোহ চিত্র দেখার সুযোগ পায়। 'পথের পাঁচালি', 'অপরাজিত' ও 'অপুর সংসার'- এই অপু ট্রিলজির মাধ্যমে সত্যজিৎ রায় প্রমাণ করেছিলেন, বড় সেট বা অতিরঞ্জিত মেলোড্রামা ছাড়াও গভীর গল্প বলা যায়। একই সময়ে ঋত্বিক ঘটক তাঁর 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিতে দেশভাগের যন্ত্রণা এমনভাবে তুলে ধরেন, যা আজও দর্শককে নাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে মৃণাল সেন তাঁর ছবির মাধ্যমে সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার নির্ভীক বিশ্লেষণ করেন। এই তিন পরিচালকের হাত ধরে বাংলা সিনেমা এমন এক বৌদ্ধিক উচ্চতায় পৌঁছেছিল, যেখানে পৌঁছনো অন্য ভারতীয় ইন্ডাস্ট্রির কাছেও ছিল স্বপ্নের মতো। তখন উত্তম কুমার ও সুচিত্রা সেনের মতো তারকারা জনপ্রিয় ছিলেন ঠিকই, কিন্তু গল্প ও কনটেন্ট কখনও তারকাখ্যাতির আড়ালে হারিয়ে যায়নি।

● সাহিত্য ছিল বাংলা সিনেমার প্রাণ

সত্যজিৎ রায়ের ছবির মূলে ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যিকদের লেখা। 'পথের পাঁচালি' থেকে 'চারুলতা' সব ছবির ভিত্তি ছিল শক্তিশালী সাহিত্য। পরিচালকের কাজ ছিল সেই সাহিত্যকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্দায় তুলে ধরা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সাহিত্যিক ভাণ্ডার ক্রমশ শুকোতে থাকে। নিজের শেষ জীবনে সত্যজিৎ রায় নিজেই সতর্ক করেছিলেন, বাংলা সাহিত্যে গভীর পর্যবেক্ষণ ও তীক্ষ্ণ সামাজিক বোধ কমে যাচ্ছে। আজ তাঁর সেই আশঙ্কাই বাস্তব হয়ে উঠেছে। উদারীকরণের পরবর্তী প্রজন্ম বড় হয়েছে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষায়। মাতৃভাষা থেকে দূরত্ব বেড়েছে, বই পড়ার অভ্যাস কমেছে। নতুন সাহিত্যেও আগের মতো সামাজিক দায়বদ্ধতা ও গভীরতা অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। আজকের অনেক নির্মাতাই স্বীকার করেন, বাংলা সিনেমার সবচেয়ে বড় সংকট এখন লেখার অভাব।

● রাজনীতি ও সিস্টেমের অদৃশ্য শিকল

সাহিত্য সংকটের পাশাপাশি রাজনীতির প্রভাবও বাংলা সিনেমাকে ধীরে ধীরে দুর্বল করেছে। সত্তরের দশকের শেষ দিক থেকে রাজনৈতিক প্রভাব শিল্পে ঢুকতে শুরু করে। শুরুতে ভাল সিনেমাকে উসাহ দেওয়ার কথা বলা হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই 'সংরক্ষণ' রূপ নেয় নিয়ন্ত্রণে। ফিল্ম সেটে কে কাজ করবেন, কীভাবে কাজ হবে, এসব অনেক সময় রাজনৈতিক সমীকরণের ওপর নির্ভর করতে শুরু করে। স্বাধীন মত ও সৃজনশীলতা ক্রমশ সংকুচিত হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকার এলেও এই হস্তক্ষেপ কমেনি। এর ফলে শিল্পের মূল্যায়ন কম হয়েছে শিল্পগুণে, বেশি হয়েছে রাজনৈতিক পরিচয়ে।

● রিমেক সংস্কৃতি ও বাইরের চাপ

নব্বইয়ের দশকে বলিউড এবং দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রি বিশাল বাজেট ও বিপণনের মাধ্যমে গোটা দেশ দখল করতে শুরু করে। বাংলা সিনেমা এই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। তখন সহজ রাস্তা হিসেবে বেছে নেওয়া হয় দক্ষিণী ছবির রিমেক। এই রিমেক সংস্কৃতি বাংলা সিনেমার মৌলিকত্বকে বড় ধাক্কা দেয়। দর্শক ইতিমধ্যেই হিন্দি ডাব করা আসল ছবিগুলি দেখে ফেলতেন। ফলে দুর্বল কপি দেখার আগ্রহ হারান। এর ফলে দর্শক আরও দূরে সরে যায়।

● ইন্ডাস্ট্রির ভিতরের সমস্যা

সমস্যা শুধু বাইরের নয়। বড় প্রোডাকশন হাউসগুলির একচেটিয়া দখল, ডিস্ট্রিবিউশন মনোপলি, অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ইন্ডাস্ট্রিকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে যেখানে প্রায় ১৩৪টি বাংলা ছবি তৈরি হয়েছিল, ২০২৪ সালে সেই সংখ্যা নেমে আসে প্রায় ৪০-এ। এটি সংকটের গভীরতাই বোঝায়।

● তবুও কি আশা বাকি?

সবকিছুর পরেও আশার আলো পুরোপুরি নিভে যায়নি। ২০২৪ সালে 'খাদান' ও 'বহুরূপী'র মতো ছবির বক্স অফিস সাফল্য প্রমাণ করেছে, ভাল কনটেন্ট হলে দর্শক এখনও প্রেক্ষাগৃহে আসেন। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নতুন নির্মাতাদের সুযোগ দিচ্ছে। 'মন্দার'-এর মতো সিরিজ সাহসী গল্প বলার উদাহরণ। নতুন প্রজন্মের পরিচালকরা প্রযুক্তি ও সাহিত্যকে মিলিয়ে নতুন পথ খুঁজছেন। সরকারও সাম্প্রতিক সময়ে বাংলা ছবির প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করার মতো পদক্ষেপ নিয়েছে। বাংলা সিনেমাকে কে শেষ করছে, এই প্রশ্নের কোনও একক উত্তর নেই। এটি বহু বছরের ভুল সিদ্ধান্ত, সাহিত্য সংকট, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, রিমেক সংস্কৃতি ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সম্মিলিত ফল। আজ বাংলা সিনেমা এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। একদিকে হারিয়ে যাওয়ার পথ, অন্যদিকে নিজের শিকড়ে ফিরে নতুন করে দাঁড়ানোর সুযোগ। কোন পথ বেছে নেওয়া হবে, তা ঠিক করবেন নির্মাতা, শিল্পী এবং সর্বোপরি দর্শকরাই।

আমেরিকার থুসাইডিডিয়ান মুহূর্ত

বিশেষ প্রতিনিধি

'থুসাইডিডিয়ান মুহূর্ত' বলতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে একটি উদীয়মান শক্তি যখন একটি প্রতিষ্ঠিত পরাশক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে, তখন যুদ্ধ বা সংঘাতের তীব্র আশঙ্কা নির্দেশ করে। এটি প্রাচীন গ্রিক ইতিহাসবিদ থুসাইডিডেসের ধারণা থেকে এসেছে, যেখানে এথেন্সের উত্থান এবং স্পার্টার ভীতিই পেলোপোনেশিয়ান যুদ্ধের কারণ ছিল। বর্তমান ভূ-রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র বনাম চিনের সম্পর্ককে আধুনিক যুগের থুসাইডিডিয়ান মুহূর্তের সবচেয়ে ব। উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা হয়। থুসাইডিডেস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০-৪০০) ছিলেন একজন প্রাচীন গ্রিক ঐতিহাসিক এবং এথেনীয় জেনারেল। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'হিস্ট্রি অব দ্য পেলোপনেশিয়ান ওয়ার'-এর জন্য পরিচিত, যা এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যকার যুদ্ধের বিবরণ দেয়। তাঁকে 'বৈজ্ঞানিক ইতিহাস'-এর জনক হিসেবে গণ্য করা হয়। থুসাইডিডেস যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তাহলে বর্তমান বৃহ শক্তিগুলোর অহংকার অথবা আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে সংজ্ঞায়িত করে এমন ভূ-রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখে খুব কমই অবাক হতেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক কাঠামোগত অবস্থাটি নির্ভুলভাবে বর্ণনা করেছিলেন। পেলোপোনেশীয় যুদ্ধের ইতিহাসে দেখানো হয়েছে, কার্যকর বিধি-নিষেধের অভাবে শক্তিশালীরা আইন, রীতিনীতি বা নৈতিক নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ না হয়ে দুর্বলদের ওপর তাদের ইচ্ছাগুলো চাপিয়ে দেয়। এগুলো কোনো বিচ্যুতি নয়, বরং এমন একটি ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তিমূলক বিধান, যেখানে ক্ষমতাই আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রধান মুদ্রা। সবচেয়ে প্রকাশ্য দুটি উদাহরণ হলো মেলোসের প্রতি এথেন্সের আচরণ এবং স্পার্টার প্লাটিয়ার গণহত্যা। মূল বার্তাটি হলো, 'সুযোগ উপস্থিত হলে এবং খরচ পরিচালনাযোগ্য বলে মনে হলে শক্তিশালীরা খুব কমই দুর্বলদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে দ্বিধা করে।' এথেনিয়ানরা মেলোসের বাসিন্দাদের মাধ্যমে একটি কঠোর আলটিমেটামের মুখোমুখি হয়েছিল। সেটি হচ্ছে 'আত্মসমর্পন অথবা যুদ্ধ'। যখন ক্ষমতা অসম হয়, তখন 'শক্তিশালীরা যা করতে পারে, তা-ই করে এবং দুর্বলদের যা করতে হয়, তা হচ্ছে ক্ষমতাবানদের চাপিয়ে দেওয়া দণ্ড চোখ বুজে মেনে নেওয়া।' লর্ড অ্যাক্টনের সতর্কবাণী এখনো প্রযোজ্য-'ক্ষমতা দুর্নীতিগ্রস্ত করে এবং পরম ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে দুর্নীতিগ্রস্ত করে।' অসংযত ক্ষমতা প্রায়ই অহংকারের জন্ম দেয়। কিন্তু অহংকার পরিবর্তে প্রতিরোধের জন্ম দেয়। থুসাইডিডেস এই বিষয়টি নির্মম স্পষ্টতার সঙ্গে তুলে ধরেন। মেলিয়ান সংলাপের অব্যবহিত পরে, তিনি দেখান যে কিভাবে এথেনীয় অহংকার সিসিলিয়ান অভিযানে পরিণত হয়েছিল এবং বিপর্যয়ে শেষ হয়েছিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির আরো টেকসই নিয়মগুলোর মধ্যে একটি হলো ক্ষমতা ক্ষমতার দ্বারা ভারসাম্যপূর্ণ হয়। ঠিক এটিই সিসিলিতে ঘটেছিল,

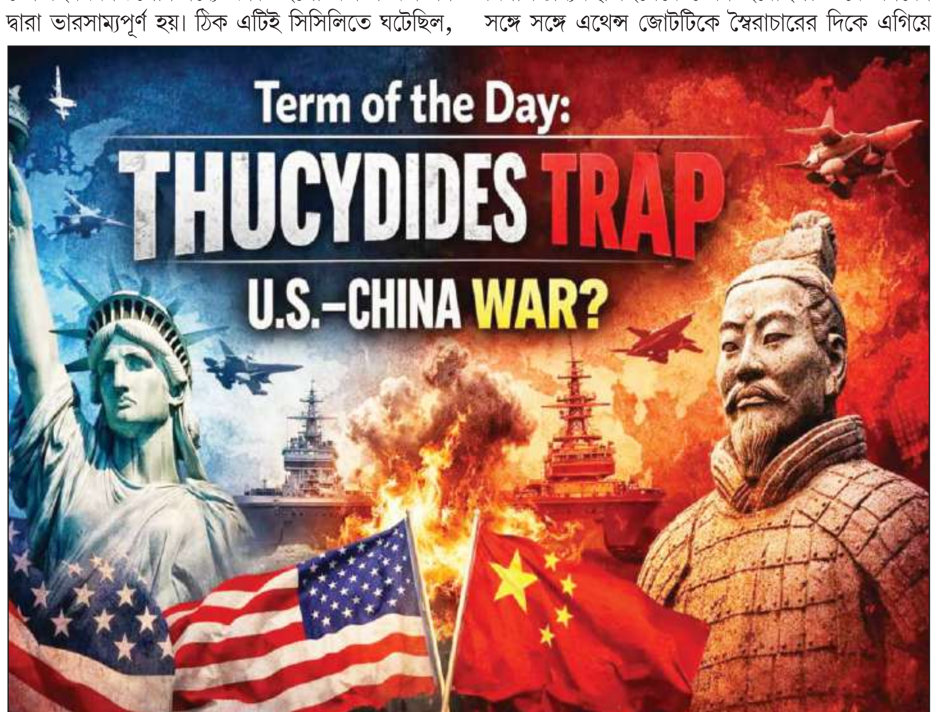

যেখানে এথেন্সের বিরুদ্ধে একটি প্রতিপক্ষ জোট গঠিত হয়েছিল। গ্রিনল্যান্ড নিয়ে ওয়াশিংটনের বাগাড়ম্বরের প্রতি ইউরোপের প্রতিক্রিয়া এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তুলেছে-ফরাসি এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ানরা প্রতিরোধের পতাকা তুলে ধরেছে, পূর্ব ইউরোপীয়রা বিষয়টিকে তাদের উদ্বেগের বিষয় বলে মনে করেনি, আর জার্মান ও ব্রিটিশরা আরো সতর্ক, দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থান বেছে নিয়েছে। সিসিলিতে ক্ষমতার ভারসাম্যের যুক্তি শেষ পর্যন্ত এথেন্সের জন্য ধ্বংসাত্মক পরিণতি নিয়ে কাজ করেছিল। কেবল সিসিলিয়ানরাই নয়, স্পার্টান এবং পরে পারস্যরাও তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। এই পরাজয় পেলোপোনেশিয়ান যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতি এবং এথেনীয় সাম্রাজ্যের পতনের জন্য নির্ণায়ক প্রমাণিত হয়েছিল। মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্রমেই ক্ষয় এথেন্সের পতনকে আরো জটিল করে তুলেছিল। ডেলিয়ান লীগ অনেকটা ন্যাটোর মতোই অস্তিত্বগত হুমকির বিরুদ্ধে সম্মিলিত নিরাপত্তাব্যবস্থা হিসেবে তৈরি হয়েছিল। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এথেন্স জোটটিকে স্বৈরাচারের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মতো কিছুতে রূপান্তর করেছিল। আজ ন্যাটোতেও তুলনামূলক মতবিরোধ লক্ষ করা যায়। কারণ যুক্তরাষ্ট্র তার নিজস্ব মিত্রদের প্রতি ক্রমবর্ধমানভাবে জোরপূর্বক অবস্থান গ্রহণ করছে। থুসাইডিডেস মিত্রদের ওপরও যথেষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করেন, যারা তাদের সামরিক প্রস্তুতিতে অবহেলা করেছিল এবং নিজেদের এথেন্সের ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছিল। আমেরিকার ইউরোপীয় মিত্ররা একই পথ অনুসরণ করেছে, কয়েক দশক ধরে মার্কিন নিরাপত্তা ছাতা থেকে উপকৃত হয়েছে এবং তাদের নিজস্ব প্রতিরক্ষায় কম বিনিয়োগ করেছে। তারা এখন নিজেদের নির্ভরশীলতার সম্পর্কে আটকা পড়েছে, যা ওয়াশিংটন কাজে লাগাতে সক্ষম। আমেরিকার ইউরোপীয় মিত্ররা এখন রাশিয়ার সামরিক ও হাইব্রিড হুমকি, চিনের ভূ-অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ধ্বংসাত্মক প্রভাবের মুখোমুখি হচ্ছে। থুসাইডিডেস রাষ্ট্রীয় আচরণের উদ্দেশ্যগুলোকে একটি ত্রিমাত্রিক রূপে ব্যাখ্যা করেছিলেন-ভয়, আগ্রহ এবং সম্মান। সমসাময়িক আমেরিকান কৌশল বোঝার জন্য এই কাঠামোটি এখনো লক্ষণীয়ভাবে কার্যকর। চিনা শক্তির দ্রুত উত্থান নিয়ে ওয়াশিংটন ক্রমেই উদ্বিগ্ন। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্র তুলনামূলকভাবে একটি কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হচ্ছে। চিনের অর্থনীতি এরই মধ্যে ক্রয়ক্ষমতার দিক থেকে (পিপিপি) প্রায় ৩০ শতাংশ বড় এর শিল্প ভিত্তি এবং জ্বালানি উপাদন প্রায় দ্বিগুণ বড় এবং এর নৌবাহিনী এই দশকের শেষ নাগাদ ৫০ শতাংশ বড় হওয়ার পথে। যুদ্ধ-পরবর্তী ব্যবস্থা, যা আমেরিকা নিজেই তৈরি করেছিল, এখন ক্রমবর্ধমানভাবে চিনের সুবিধার জন্য কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে। এটি ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে কেন ওয়াশিংটন এর বিরুদ্ধে গেছে। বেইজিংকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা পশ্চিম গোলার্ধে শুরু হয়, ভেনেজুয়েলা একটি উজ্জ্বল উদাহরণ এবং তা মধ্যপ্রাচ্যে বিস্তৃত হয়, যেখানে ইরানকে চিনের সঙ্গে যুক্ত বৃহত্তর ইউরেশিয়ান অক্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ নোড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সমান্তরালভাবে ওয়াশিংটন রাশিয়াকে বেইজিং থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চায়, একটি যুক্তি যা ইউক্রেনের প্রতি তার সহানুভূতিশীল অবস্থান ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে। আগ্রহ দ্বিতীয় উদ্দেশ্য প্রদান করে-পশ্চিম গোলার্ধে মার্কিন প্রভাব সুসংহত করা এবং ভেনেজুয়েলার তেল থেকে শুরু করে গ্রিনল্যান্ডের খনিজ সম্পদসহ গুরুত্বপূর্ণ সব সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা। সম্মান তৃতীয় উদ্দেশ্য প্রদান করে। এমন এক সময়ে যখন প্রতিদ্বন্দ্বীরা যুক্তরাষ্ট্রকে অপরিবর্তনীয় পতনের দিকে পরিচালিত সাম্রাজ্য হিসেবে চিত্রিত করে, তখন ঘন ঘন এবং প্রায়ই সফল সামরিক শক্তির প্রদর্শন আমেরিকার প্রাধান্যের দাবিকে আরো শক্তিশালী করে। পেলোপোনেশিয়ান যুদ্ধে এথেন্সের জোট ভেঙে যাওয়া স্পার্টার উপকার করেছিল বৃহত্তর গ্রিক অনৈক্য পারস্যকে উপকৃত করেছিল। একইভাবে পশ্চিমের বর্তমান বিভাজন চিনের সুবিধার জন্য কাজ করছে। পদ্ধতিগত পরিবর্তনের সময়কালে নেতৃত্বের গুণমান নির্ধারক হয়ে ওঠে। এটি ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি করতে পারে অথবা তা নষ্ট করতে পারে। এটি থুসাইডিডেসের সবচেয়ে স্থায়ী শিক্ষাগুলোর মধ্যে একটি।

দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনে আগুন কাটোয়া স্টেশনেঃ তদন্তে রেল আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ভোরের নিস্তব্ধতা ভেঙে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের একটি কামরায় আচমকা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া রেল স্টেশন-এ। রবিবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল কাটোয়া-আজিমগঞ্জ লোকাল। সেই সময় যাত্রীরা ট্রেনের একটি বগি থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে এবং দ্রুত পুরো কামরায় ছড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ আগুন দেখে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জিআরপি ও আরপিএফ। খবর দেওয়া হয় দমকল দফতরে। দমকলের দুটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। সৌভাগ্যবশত, ওই কামরায় কোনও যাত্রী উপস্থিত ছিলেন না। পরিস্থিতি সামাল দিতে সাময়িকভাবে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়। পরে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এলে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। প্রাথমিকভাবে শর্টসার্কিট থেকেই আগুন লাগার আশঙ্কা করা হলেও, সঠিক কারণ খতিয়ে দেখছেন রেলের আধিকারিকরা। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। এদিনই রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা কাটোয়া স্টেশনে এসে ঘটনার বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। যে বগিতে আগুন লাগে, সেটি রেলের তরফে সিল করে দেওয়া হয়েছে।

জলপাইগুড়ি- শিলিগুড়ি ফ্লাইওভারে যুবকের রহস্যময় মৃত্যু, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি- শিলিগুড়ি জাতীয় সড়কের গৌরীহাট সংলগ্ন ফ্লাইওভারে এক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যু এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। রবিবার ভোরের দিকে ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ৩৬ বছর বয়সী রাজ থাপা নিহত হন। রাজ শহরের নয়াবস্তি এলাকার বাসিন্দা এবং তার বাবা পুলিশকর্মী। প্রাথমিকভাবে পুলিশ অনুমান করছে, পথ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন তিনি। তবে প্রকৃত কারণ এখনো নিশ্চিত নয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাজ শিলিগুড়ি থেকে বাইক নিয়ে জলপাইগুড়ি ফিরছিলেন। ভোররাত প্রায় ৪টের সময় ফ্লাইওভারের উপর তাঁর বাইক পড়ে থাকতে দেখা যায়। নয় ফুট নিচে রাস্তার ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় যুবকের দেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। প্রাথমিক অনুমান, কোনো দ্রুতগামী যানবাহনের ধাক্কায় তিনি নিচে সজোরে পড়ে যেতে পারেন। তবে দুর্ঘটনা নাকি অন্য কোনো কারণ তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সঙ্গে কারও দোষ আছে কি না, তা তদন্তের আওতায় রাখা হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত সিসিটিভি ফুটেজ ও চোখে দেখা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সংগ্রহ করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য, কিছুদিন আগে ডুয়ার্স থেকে সিকিম যাওয়ার পথে ২৯ মাইল এলাকায় তিস্তায় পড়ে গিয়ে একটি গাড়িতে দুজনের মৃত্যু হয় এবং দুইজন আহত হন। সেই দুর্ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই উত্তরবঙ্গের রাস্তায় ফের প্রাণহানির ঘটনা ঘটলো। জানা যায়, গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উপর থেকে নিচে পড়ে যায়। দুমড়ে- মুচড়ে যায় গাড়িটি। স্বাভাবিক ভাবেই এই ধরনের দুর্ঘটনা স্থানীয় মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

সক্রিয় পাচার চক্র! নিখোঁজ শিশু বিহার থেকে উদ্ধার হতেই পর্দাফাঁস মালবাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বাড়ির পাশেই সক্রিয় পাচার চক্র! শিশু নিখোঁজের তদন্তে নেমে শিশু পাচার চক্রের হদিশ পেল মালবাজার পুলিশ। এলাকার একটি শিশুকে পড়শি রাজ্য বিহারে বিক্রির অভিযোগে গ্রেপ্তার দম্পতি। পুলিশের জালে ‘ক্রেতা’ তাঁদের বিরুদ্ধে শিশু

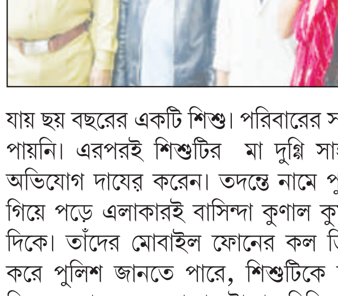

ও মানবপাচারের মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। রবিবার তিন অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে শিশুটিকে। ঘটনাটি মালবাজারের ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার। গত ১২ ফেব্রুয়ারি হিন্দি স্কুল এলাকা থেকে হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায় ছয় বছরের একটি শিশু। পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি করলেও সন্ধান পায়নি। এরপরই শিশুটির মা দুগ্নি সাহানি মালবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নামে পুলিশ। তদন্ত শুরু হতেই সন্দেহ গিয়ে পড়ে এলাকারই বাসিন্দা কুণাল কুমার ও তাঁর স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা খাতুনের দিকে। তাঁদের মোবাইল ফোনের কল ডিটেলস ও একাধিক তথ্য সংগ্রহ করে পুলিশ জানতে পারে, শিশুটিকে বিহারের পূর্ণিয়ার বাসিন্দা সুরেশ সিংয়ের কাছে ৩০ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। তথ্য নিশ্চিত হতেই মালবাজার পুলিশ একটি বিশেষ দল গঠন করে শনিবার রাতে বিহারের পূর্ণিয়ায় অভিযান চালায়। স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় অভিযান চালিয়ে শিশুটিকে সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। একই সঙ্গে অভিযুক্ত সুরেশ সিংকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে কুনাল কুমার ও প্রিয়াঙ্কা খাতুনকেও গ্রেপ্তার হয়। মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ জানান, শিশু নিখোঁজের অভিযোগ পাওয়া মাত্রই আমরা তদন্ত শুরু করি। তদন্তে ৩০ হাজার টাকার বিনিময়ে শিশুটিকে বিক্রি করার তথ্য সামনে আসে। দ্রুত পদক্ষেপের ফলেই শিশুটিকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই পাচারের পিছনে বড় কোনও শিশু পাচার চক্র জড়িত আছে কিনা, খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

চেন্নাইয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু- বীরভূমের যুবকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ চেন্নাইয়ে আবারও বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। বীরভূমের কীর্ণাহার থানার কাফেরপুর গ্রামের ২৩ বছর বয়সী যুবক বাপ্পা শেখের মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার পেছনে রহস্য রয়েছে বলে মনে করছেন পরিবারের একাংশ। স্থানীয় ও পরিবারের সূত্রে জানা গেছে, বাপ্পা শেখ ছোটবেলা থেকেই মা-বাবা না থাকায় দাদুর কাছে বড় হয়েছেন। পরিবারে একমাত্র রোজগেরে ছিলেন তিনি। প্রায় ৯ মাস আগে তিনি চেন্নাইয়ের মানিবক্কম এলাকায় রাজমিস্ত্রির কাজের জন্য গিয়েছিলেন। দিনরাত পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই সংসারের দায়িত্ব পালন করছিলেন বাপ্পা। আর ভিনরাজ্যে বাপ্পার এহেন মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবেই একাধিক প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। গতকাল, শনিবার রাতে তিনি মারা গিয়েছেন বলে খবর। জানা গেছে, রাতে খাওয়াদাওয়ার পর কোম্পানির গাড়িতে রাখা জিনিস নামিয়েছিলেন। সেই কাজ শেষে রাত ১২ টা নাগাদ শুরু হয় অস্বস্তি। মাথা ঘোরা, বমির সমস্যা দেখা যায়। কিছু সময়ের মধ্যে হাত-পা টান্টান হয়ে যায়। সহকর্মীরা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনাটি স্থানীয় থানায় জানানো হয়। গভীর রাতেই কীর্ণাহারের বাড়িতে মৃত্যুর খবর পৌঁছায়। পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনরা এই খবর শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েন। কী এমন হল যে জলজ্যান্ত যুবক মারা যাবে? মৃত্যুর পিছনে কি কোনও রহস্য আছে? সেসবই প্রশ্ন উঠেছে।

‘যুব সাথী’ শিবির পরিদর্শনে বীরবাহা হাঁসদা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ রবিবার থেকে জঙ্গলমহলের যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন ব্লকে শুরু হল ‘যুব সাথী’ প্রকল্পের রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্প। জেলার রবীন্দ্র পার্কে আয়োজিত ক্যাম্পে ফর্ম ফিলাপ প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখতে উপস্থিত হন রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই ক্যাম্পগুলির উদ্দেশ্য যোগ্য প্রার্থীদের সরকারি সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের আওতায় নিয়ে আসা। ঝাড়গ্রাম সদর ছাড়াও বিনপুর, বেলপাহাড়ি, জামবনি ও গোপীবল্লভপুরের মতো প্রান্তিক এলাকায়ও এই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিটি ক্যাম্পে হেল্প ডেস্কের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যেখানে স্বেচ্ছাসেবক ও আধিকারিকরা স্থানীয় ভাষায় প্রকল্পের বিভিন্ন দিক বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এদিন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বেকার যুবক-যুবতীদের যে দেড় হাজার টাকা দিচ্ছেন, সেটিকে ভাতা হিসেবে না দেখে বিভিন্ন পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ ও ফি বাবদ সহায়তা হিসেবে দেখা উচিত। পাশাপাশি তিনি বিরোধীদের সমালোচনা করে জানান, তারা অনেক প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে কাজ কম করে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল চালাবে চার জোড়া হোলি স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতীয় রেলওয়ে এই উৎসবের ভিড়ে স্পেশাল ট্রেন চালু করে যাত্রীদের সুবিধার প্রতি তার প্রতিশ্রুতি

আবারও প্রদর্শন করেছে। ভারতীয় রেলওয়ে প্রধান রুটগুলিতে সুগম, আরও আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করতে এই বছর ১৫০০ টি স্পেশাল ট্রেন পরিচালনা করতে প্রস্তুত। এই সক্রিয় পরিকল্পনা ভারতীয় রেলওয়ের উৎসবের চাহিদা মেটাতে এবং লক্ষ লক্ষ যাত্রীদের জন্য নির্ভরযোগ্য ভ্রমণের বিকল্প প্রদানের জন্য উৎসর্গীকরণকে তুলে ধরে। এই পদক্ষেপের সাথে সামঞ্জস্য এবং হোলির উৎসবের মরসুমে বর্ধিত যাত্রীর চাহিদা পূরণ করার জন্য, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আপাতত চার (০৪) জোড়া স্পেশাল ট্রেনের পরিকল্পনা করেছে, আগামী দিনে আরও ট্রেনের ঘোষণা করা হবে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলি নারেঙ্গি- গোরখপুর-নারেঙ্গি, কাটিহার-অমৃতসর-কাটিহার, ডিব্রুগড়-ঝাঁঝড়পুর-ডিব্রুগড় এবং ডিব্রুগড়- কলকাতা- ডিব্রুগড়ের মধ্যে চলবে। স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৬৩৩ (নারেঙ্গি-গোরখপুর) ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার চলবে, যা নারেঙ্গি থেকে ১৩.২০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৩.০০ ঘন্টায় গোরখপুর পৌঁছাবে। একইভাবে, স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৬৩৪ (গোরখপুর- নারেঙ্গি) ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার চলবে, যা গোরখপুর থেকে ১৬.৫৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে এবং পরের দিন ২১.৪০ ঘন্টায় নারেঙ্গি পৌঁছাবে। দুটি ট্রেনই ০৬টি করে ট্রিপের জন্য চলবে। স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৭৩৬ (কাটিহার- অমৃতসর) ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি বুধবার চলবে, যা কাটিহার থেকে ২১.০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে শুক্রবার ০৯.৪৫ ঘন্টায় অমৃতসর পৌঁছাবে। একইভাবে, স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৭৩৫ (অমৃতসর-কাটিহার) ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার চলবে, যা অমৃতসর থেকে ১৩.২৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে এবং পরের দিন ২৩.৪৫ ঘন্টায় কাটিহার পৌঁছাবে। দুটি ট্রেনই ০৬ টি করে ট্রিপের জন্য চলবে। স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৯৭৪ (ডিব্রুগড়-ঝাঝড়পুর) ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার চলবে, যা ডিব্রুগড় থেকে ০৫.২০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১১.৩০ ঘন্টায় ঝাঝড়পুর পৌঁছাবে। একইভাবে, স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৯৭৩ (ঝাঝড়পুর-ডিব্রুগড়) ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি বুধবার চলবে, যা ঝাঝড়পুর থেকে ১৩০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে এবং পরের দিন ২০.২০ ঘন্টায় ডিব্রুগড় পৌঁছাবে। দুটি ট্রেনই ০৭টি করে ট্রিপের জন্য চলবে। স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৯৩২ (ডিব্রুগড়-কলকাতা) ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি শনিবার চলবে, যা ডিব্রুগড় থেকে ১৭.০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে সোমবার ০০.৩০ ঘন্টায় কলকাতা পৌঁছাবে। একইভাবে, স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৯৩১ (কলকাতা-ডিব্রুগড়) ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি সোমবার চলবে, যা কলকাতা থেকে ০২.৩০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে এবং পরের দিন ০৬.৩০ ঘন্টায় ডিব্রুগড় পৌঁছাবে। দুটি ট্রেনই ০৩টি করে ট্রিপের জন্য চলবে। এই ট্রেন পরিষেবাগুলির লক্ষ্য হল মূল গন্তব্যগুলিকে সংযুক্ত করা এবং নিয়মিত ট্রেনগুলিতে ভিড় কমানো, যার ফলে নিশ্চিত করা যায় যে যাত্রীরা তাদের পরিবারের সাথে সুরক্ষিত, সুবিধাজনক এবং সময়মত রঙের উৎসব উদ্‌যাপন করতে পারে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলির স্টপেজ এবং সময়সূচীর বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতেও অধিসুচিত করা হচ্ছে। যাত্রীদের তাদের যাত্রা শুরু করার আগে বিস্তারিত যাচাই করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলে ছাত্রের রহস্যমৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেল থেকে এক ডাক্তারি ছাত্রের রহস্যজনকভাবে মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিল্পশহর জুড়ে। শনিবার গভীর রাতে একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের বয়েজ হোস্টেলের বাথরুম থেকে ওই ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ছাত্রের নাম লাবণ্য প্রতাপ (২২)। তিনি বিহারের পাটনার বাসিন্দা এবং কলেজের এমবিবিএস এর পড়ুয়া ছিলেন। হাসপাতাল ভবনের বয়েজ হোস্টেলের পাঁচতলায় ৫১১ নম্বর ঘরে থাকতেন তিনি। শনিবার রাতে হোস্টেলের বাথরুমে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ দুর্গাপুর থানায় খবর দেয়। মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যার সম্ভাবনার কথা উঠে এলেও, অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। জানা গেছে, লাবণ্য প্রতাপ একাধিকবার একটি সেমিস্টারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। তদন্তকারীদের অনুমান, পরীক্ষার ফলাফলজনিত মানসিক চাপ থেকেই এই ঘটনা ঘটতে পারে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। খবর পেয়ে দুর্গাপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। রবিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় এবং বিষয়টি জানানো হয় ছাত্রের পরিবারকে। মৃতের বাবা অনিল কুমার রবিবার সকালে দুর্গাপুরে পৌঁছান। তিনি বলেন, ছেলের থিওরিতে নম্বর ভালো ছিল, প্র্যাক্টিকালে কম নম্বর পাওয়া নিয়ে ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল। কলেজ কর্তৃপক্ষ আরও সংবেদনশীল হলে হয়তো বিষয়টি অন্যভাবে সামলানো যেত। এদিকে, কলেজ কর্তৃপক্ষ একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভাগীয় ডিন মৃত ছাত্রের বাবাকে ফোনে বিষয়টি জানান। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আমরা এই ঘটনায় গভীরভাবে শোকাহত। পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা। পুলিশ তদন্ত করছে এবং আমরা সমস্ত রকম সহযোগিতা করছি। উল্লেখ্য, এই মেডিক্যাল কলেজকে ঘিরে গত বছর এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে, যা নিয়ে এখনও আদালতে মামলা বিচারাধীন। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ছাত্রের রহস্যমৃত্যু নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে কলেজ ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা ও ছাত্রছাত্রীদের মানসিক সহায়তা ব্যবস্থা নিয়ে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে। সব দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত চলছে।

ছাতনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে বিকেলের বহির্বিভাগ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বাঁকুড়া জেলার ছাতনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চালু হল বিকেলের বহির্বিভাগ চিকিৎসা পরিষেবা। জেলার মধ্যে প্রথমবার ছাতনায় ‘ইভিনিং ওপিডি’ পরিষেবা শুরু হওয়ায় কর্মজীবী মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে। রবিবার হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বাস্থ্য দফতরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোম থেকে শনিবার প্রতিদিন বিকেল ৩ টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই পরিষেবা পাওয়া যাবে। প্রাথমিকভাবে শিশু বিভাগের আউটডোর চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিভাগও এই পরিষেবার আওতায় আনা হবে বলে জানানো হয়েছে। হাসপাতাল সুপার ডা. বুদ্ধদেব মুর্মু জানান, সকালবেলায় কাজের চাপে বহু শ্রমিক, দিনমজুর ও কৃষিজীবী মানুষ হাসপাতালে আসতে পারেন না। তাঁদের কথা মাথায় রেখেই বিকেলের আউটডোর পরিষেবা চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরিষেবা শুরু হওয়ার পর থেকেই রোগীর সংখ্যা বা।ছে বলেও তিনি দাবি করেন। স্থানীয় বাসিঃদাদের একাংশ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। ছাতনার সবজি বিক্রেতা অমল দত্ত ও কৌস্তব চ্যাটার্জি জানান, অঞ্চলটি কৃষিনির্ভর হওয়ায় সকালবেলা চাষের কাজে ব্যস্ত থাকেন অনেকেই। বিকেলের আউটডোর পরিষেবা কর্মজীবী মানুষের জন্য কার্যত বড় স্বস্তি। তবে স্থানীয়দের আর একাংশ এই উদ্যোগ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের দাবি, সামনে বিধানসভা নির্বাচন থাকায় এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, সকালবেলার আউটডোর পরিষেবায় চিকিৎসকদের পর্যাপ্ত গুরুত্ব না দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। কিছু বাসিন্দার বক্তব্য, অতীতেও চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে এই হাসপাতালকে ঘিরে। এদিকে হাসপাতাল সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, স্বাস্থ্য দফতরের পরিকল্পনা অনুযায়ী আশা কর্মীদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে প্রচার চালিয়ে এই নতুন পরিষেবা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা হবে। যদিও স্থানীয় মহলের একাংশের মতে, অতীতে সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প প্রচারের জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য ব্যবস্থাগুলি কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আশা কর্মীদের ওপর অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপানো হচ্ছে।

পুরুলিয়ার জঙ্গলমহলে ফের রহস্যময় মাওবাদী পোস্টার-রাজনৈতিক চর্চা শীর্ষে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ পুরুলিয়ার জঙ্গলমহলে আবারও সাদা কাগজে লাল কালিতে লেখা মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার উদ্ধার হওয়ার ঘটনা এলাকায় আতঙ্ক ও বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। বোরো থানার আঁকরোর পর রবিবার সকালে বান্দোয়ানের কুমড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের যশপুর অঞ্চলে তৃণমূলের স্থানীয় কার্যালয় এবং একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দেওয়ালে একাধিক পোস্টার পাওয়া যায়। পোস্টারগুলিতে তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেস, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা এবং ঝাড়খণ্ড পার্টি (আদিত্য)-র স্থানীয় নেতাদের নাম উল্লেখ করে ‘বেনিয়ম এবং ‘গণ আদালতে বিচার’ হুমকির কথা লেখা ছিল। পুলিশের প্রাথমিক তদন্ত ও জঙ্গলমহলের রাজনৈতিক মহলের অনুমান অনুযায়ী, এই পোস্টারগুলি প্রকৃত মাওবাদীদের নয়। এটি একেবারে ভুয়ো পোস্টার বলে ধারণা করা হচ্ছে। বান্দোয়ান থানার পুলিশ খবর পাওয়া মাত্রই পোস্টারগুলো উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, পোস্টারগুলির পেছনে কে বা কারা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুরুলিযার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অভিযান) রসপ্রীত সিং বলেন, ওই পোস্টারগুলি কারা দিয়েছে, তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। দেশজুড়ে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার কঠোর অভিযান চালাচ্ছে। ৩১ মার্চের মধ্যে সিপিআই (মাওবাদী) নির্মূল করার লক্ষ্যে বিশেষ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা হযেছে। কিন্তু এই পোস্টারগুলোতে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ ছিল না। মাওবাদীদের সাধারণ পোস্টারে, যেমন সিপিআই (মাওবাদী)-এর নীতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী, লেখা এবং গ্রাফিক্স অত্যন্ত সুসংহত ও স্বচ্ছ থাকে, বানান ভুল বা বাক্য গঠনের অসঙ্গতি থাকে না। আর বোরো আঁকরোতে উদ্ধার হওয়া পোস্টারগুলিতে এই ধরনের কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর জঙ্গলমহলে মাওবাদীদের কার্যকলাপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। বিশেষ করে বান্দোয়ান ব্লকে এই ধরনের কার্যকলাপ এখন নেই। তৃণমূলের অভিযোগ, এই পোস্টারগুলির পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লুকিযে আছে। কুমড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান নেতৃত্ব শাসক বিরোধী মহাজোটের হাতে রয়েছে। প্রধান ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা থেকে নির্বাচিত, এবং উপপ্রধান কংগ্রেসের। রাজ্যের শাসক দল ক্ষমতায় থাকলেও এই অঞ্চলের বিরোধী মহাজোট পরিচালিত পঞ্চায়েতের রাজনৈতিক সংঘর্ষের ছাপ স্পষ্ট। এই পোস্টারগুলিতে বিজেপি ব্যতীত প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য হলো, কুমড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির কোনও সদস্য নেই। পোস্টারে উল্লেখিত প্রথম নাম হলো ভবতোষ দাস, তিনি কুমড়া অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি। পোস্টারে অভিযোগ করা হয়েছে, তিনি পার্টির নাম করে অর্থ গ্রহণ করেছেন। পোস্টারে আরও হুমকির মাধ্যমে স্থানীয় সিপিএম নেতা সুধাংশু মহাপাত্র, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার অনিল হাঁসদা, কংগ্রেসের জগবন্ধু সিং মানকি, এবং তৃণমূল নেতা সঞ্জয় দাস পাত্র-কে ‘গণ আদালতে’ বিচার করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানীয় সিপিএম নেতা দীনবন্ধু সিং-এর নামও পোস্টারে উঠে এসেছে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনার অর্থ অনৈতিকভাবে ব্যবহারের অভিযোগ তুলে আক্রমণ করা হয়েছে। স্থানীয় সিপিএম নেতা ও ঠিকাদার শম্ভু মানকিকে ‘মিরজাফর’ বলে আখ্যাযিত করা হযেছে। এছাড়াও ঝাড়খণ্ড পার্টি (আদিত্য)-র নেতা কালিপদ মান্ডির নাম উল্লেখ করে তাকে ‘ মিষ্টিভাষী চোর’ বলা হয়েছে। একাধিক পোস্টারে উল্লেখ করা হয়েছে, এরা সকলে কুমড়া অঞ্চলের চোর, এবার মাওবাদীদের খেলা হবে। বান্দোয়ান ব্লক তৃণমূল সভাপতি জগদীশ মাহাতো জানান, এই পোস্টার মাওবাদীদের নয়। এই ঘটনার আমরা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করব। কারণ, বান্দোয়ানে আর কোনওরকম অশান্তি নেই। সব রাজনৈতিক দল তাদের কর্মসূচি পালন করতে পারছে। যারা আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি করতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের রাজনৈতিক লড়াই। অন্যদিকে, পুলিশ পুলিশের মতো তদন্ত করছে। পোস্টারে নিশানা করা কংগ্রেসের জগৎবন্ধু সিং মানকি বলেন, আমি ২৮ বছর ধরে কংগ্রেসে রয়েছি। ২৮ বছরে ২৮ টাকাও কোথাও নিইনি। যদি এটা কেউ প্রমাণ করতে পারে আমি স্বেচ্ছায় গণ আদালতে বিচার চাইব। তবে পুলিশের তদন্ত চলছে, তবুও রাজনৈতিক মহল এবং সাধারণ মানুষ এই ঘটনায় সতর্ক ও উদ্বিগ্ন।

বিষাক্ত বাতাসে জর্জরিত রিষড়ার বাসিন্দারা, সমাধানের আশ্বাস চেয়ারম্যানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ রিষড়া স্টেশনের কাছে মৈত্রী পথ সংলগ্ন মাঠে আবর্জনা পোড়ানোর ফলে বিস্তীর্ণ এলাকায় মারাত্মক পরিবেশগত সংকট তৈরি হয়েছে। আবর্জনা থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া রিষড়া স্টেশন এবং আশেপাশের এলাকাগুলিকে দূষণে জর্জরিত করে তুলেছে, যা সাধারণ মানুষের জীবনকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে যে, ধোঁয়া কখনও কখনও রিষড়া থানাকেও গ্যাস চেম্বারে পরিণত করে। স্কুল পড়ুয়াদের পাশাপাশি, স্থানীয় বাসিন্দারা এই বিষাক্ত বাতাসে শ্বাস নিতে বাধ্য হচ্ছেন। চোখ জ্বালা, শ্বাসকষ্ট এবং মাথাব্যথার মতো কষ্টের কথা জানাচ্ছেন তাঁরা। এই গুরুতর সমস্যা স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। জনগণের উপর্যুপরি অভিযোগ ও ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের মধ্যে, রিষড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান বিজয় সাগর মিশ্র অবশেষে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময়, চেয়ারম্যান পরিস্থিতি মূল্যায়ন করেন এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, খোলা জায়গায় আবর্জনা পোড়ানো কেবল একটি আইনত অপরাধ নয় বরং জনস্বাস্থ্যের জন্যও ঝুঁকি। তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করার এবং ভবিষ্যতে এই ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। চেয়ারম্যানের এই সক্রিয় হস্তক্ষেপ স্থানীয়দের মধ্যে আশার আলো জাগিয়েছে। মানুষ বলছেন, প্রশাসন যদি তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করে, তাহলে রিষড়া শীঘ্রই বিষাক্ত ধোঁয়া থেকে মুক্তি পেতে পারে। সকলেই এখন পৌরসভার পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে তাঁকিয়ে আছেন।

বৃদ্ধের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, সবং, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং-এ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক বৃদ্ধ (বিমল মান্না)। রবিবার সকালে সবং থানার অন্তর্গত চাঁদকুড়ি বাজারে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা রডবোঝাই একটি লরির পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে সবজি ভর্তি একটি পিকআপ ভ্যান। প্রবল ধাক্কার জেরে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক বৃদ্ধের, গুরুতর জখম হন আরও তিনজন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পিকআপ ভ্যানটি দ্রুত গতিতে আসছিল। আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লরির পেছনে ধাক্কা মারে।

পশ্চিমবঙ্গের নিরাপত্তাই ভারতের নিরাপত্তা, বিশ্লেষণ করলেন শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সমগ্র বিশ্ব যখন ঢাকার শাসন পরিবর্তনের দিকে তাকিয়ে, তখন ভারতের পূর্ব সীমান্তে এক গুরুতর রাজনৈতিক সংহতি গড়ে উঠেছে। রবিবার সামাজিক মাধ্যমে এ কথা লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি লিখেছেন, বাংলাদেশের ২০২৬ সালের নির্বাচনে সীমান্তবর্তী ৬৮টি আসনে জামাত এ ইসলামী জয়লাভ করেছে, যা সাতক্ষীরা থেকে রংপুর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সংবেদনশীল সীমান্ত এলাকার বিপরীতে অবস্থিত। শিলিগুড়ি করিডর ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংযোগের কৌশলগত জীবনরেখা। এই অঞ্চলজুড়ে কোনো আদর্শিক সংহতি তৈরি হলে তা অবশ্যই বাড়তি সতর্কতা এবং শক্তিশালী সীমান্ত পরিকাঠামোর দাবি রাখে। তবুও ভারতীয় অংশে, তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার সীমান্তে বিএসএফের বেড়া নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণে বারবার পূর্ণ সহযোগিতা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি কলকাতা হাইকোর্টও রাজ্য সরকারকে সীমান্ত বেড়ার জন্য প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তরের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বিলম্ব হওয়া উচিত নয়। পরিবর্তিত ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন ঃ বিএসএফের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সীমান্তবর্তী এলাকায় বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ করা। অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি। ভোটব্যাংক রাজনীতি নয়, নিরাপত্তা কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা। শুধুমাত্র বিজেপি সরকার, অর্থাৎ ‘ডবল ইঞ্জিন’ সরকারই পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত সুরক্ষিত রাখতে পারে। ২০২৬ সালে অন্য কোনো ফলাফল এবং সীমান্তের ওপারে উগ্র রাজনৈতিক মতাদর্শের উত্থান অবৈধ অনুপ্রবেশকে ত্বরান্বিত করবে এবং তথাকথিত ‘বৃহত্তর বাংলাদেশ’-এর ধারণাকে শক্তিশালী করবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১। মেমি বিবি স্বামী সিরাজ আহমেদ সাং - হরিশপুর পোঃ -ভীমপুর জেলা- বীরভূম ২। আবুল কালাম আজাদ পিতা- আব্দুল আহাদ। জেলা- বীরভূম মহকুমা- রামপুরহাট থানা- পাইকর মৌজা -হরিশপুর জে. এল নং ৬০। খতিয়ান নং ৬৬। দাগ নং ৫ পরিমান ৫.৯৫ শতক দাগ নং- ২১ পরিমান ১৪.৩১ শতক দাগ নং ১৬৮২ পরিমান ১৩.৬৫ শতক দাগ নং ১৭৮৭ পরিমান ৯.৭৫ শতক, দাগ নং ২২৫০ পরিমান ৮.৬৭ শতক দাগ নং ২৮৪ পরিমান ১৬ শতক দাগ নং ১২৯ পরিমান ২৫ শতক। সম্পত্তি মুরারই অফিসের ১৪১১ /৩২৫ ও ৭৭৪২ / ২০২৩ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম নথিভুক্ত করিবার জন্য মিউটেশন কেস নং MN/2025/0304/38898, MN/2025/0304/37663 দরখাস্ত দায়ের করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারোকোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ সাত দিনের মধ্যে মুরারই ২নং বি.এল. এন্ড এল. আর. ও নিকট লিখিতভাবে উপযুক্ত কারনসহ জানাইবেন। অন্যাথায় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

IDENTIFIED BY
MD MOSTOFA
Advocate
Rampurhat Court
W.B. 311/306
Mob-7602799578

নোটিশ

মিউটেশন কেস- MN/2026/0702/ 1374, শ্রী অজিত গোয়ালা
দলিল 2990/2011/ ADSR JAL
আমোক্তার দলিল - IV-24, 16-3-2010
ঐ দাতাগণ- (অসীম, সুবীর, শিপ্রা, শুভময়) ব্যানার্জী
তফশীল - খতিয়ান ১৯ মৌজার ৫২৯ দাগের ৫২৮ নং খতিয়ানে ০.০০৫৫ একর
উপরিউক্ত বিষয়ে কোন আপত্তি থাকলে সদর BL& LRO অফিসে শীঘ্রই জানাতে পারেন।

UPARKAHAN GRAM PANCHAYAT

Vill+Po- Chapaitard, Ps. -Joypur
Dist-Purulia (W.B.)

Pradhan, Uparkahan G.P has invited **NIeT- 09/2025-26** 9 no. schemes off [15th CFC] on **14/02/2026.** For details Contact Uparkahan GP. office or visit www.wb.tenders.gov.in

Sd/-
Pradhan
Uparkahan Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

আমার নাম কানহাইয়া কুমার ঠাকুর পিতা- ইন্দ্র মোহন ঠাকুর এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি যে গত সালে হাওড়া ADSR এ ১৬ আগস্ট ২০২৪ সালে 09011 দলিল মূলে 1708 নং দাগে 1 কাঠা 14 ছটাক 37 স্কয়ার ফুট জমি ক্রয় করিয়াছি যা ২৪।০৬।২০০৩ সালে রেজিস্ট্রিকৃত বিয়িং নং. 00583 এ পঙ্কজ কুমার দাস, স্বপন দাস ও দিলীপ সরকার আমমোক্তার নামা নিয়েছিলেন, বর্তমানে আমি এই জমিটিতে মিউটেশন নাম খারিজের জন্য আবেদন করিয়েছে, এবিষয়ে যদি কারও কোনো আপত্তি থাকে তাহলে ৩০ (30) দিনের মধ্যে বালী জগাছার BL & LRO তে যোগাযোগ করবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী রাকেশ কুমার সাউ পিতা- শ্রী সুবেলাল সাউ হাল সাকিন- বাঁকড়া (মিশ্রপাড়া), পোষ্ট- বাঁকড়া, থানা- ডোমজুড়, জেলা-হাওড়া। শ্রী মনোরঞ্জন সরদার, ২) শ্রী সংকীর্তন সরদার, উভয়ের পিতা- নফর সরদার, সাকিন- মানিকপুর, পোষ্ট- ডেল্টামিল, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া এর নিকট থেকে A.D.S.R. রানীহাটি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৯৮ / ২০০৪ আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার ১) অশোক বর পিতা- যুধিষ্ঠির বর, সাকিন- আবাদা, পোষ্ট ও থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, ২) হারুন রসিদ খান পিতা- মরহুম আব্দুল মতলেব খান, সাকিন- আড়গোড়ি, পোষ্ট-আন্দুল মৌড়ি, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, এর নিকট থেকে থানা- সাঁকরাইল, মৌজা- ঘোড়াঘাট, জে.এল. নং ৮ হাল ৪৪৮, ৬১৯ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ৪৬৯ নং দাগের হাল ৪৬৮ নং দাগে অবস্থিত ০২ কাঠা ০৩ ছটাক শালি জমি ০৫০৩০০০১৬ / ২০১৮ নং দলিল মূলে A.D.S.R. রানীহাটিতে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L. & L.R.O. সাঁকরাইল এর নিকট আপিল করিতে পারেন । অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

Pervez Nowaz Mollah
Advocate
Howrah Judge's Court
Enr. No.-F-2070/2138/2017

ইউভিএস হসপিটালিটি অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড

(পূর্বে থার্ডওয়েভ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারিজ লিমিটেড নামে পরিচিত)

CIN : L15100WB1989PLCO46116

রেজি. অফিসঃ প্লট নং ৬২, টাওয়ার- ।।, ১২ তলা, স্টলেক, মিলেনিয়াম সিটি ইনফরমেশন টেকনোলজি পার্ক, সেক্টর- ফাইভ, ব্লক ডিএন, বিধাননগর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৬৪

কর্পোরেট অফিসঃ অফিস নং ১২০৫ প্লট নং ১৪ আরইএম জেমেল, ভার্সোভা রোডের কাছে যশ রাজ স্টুডিওর বিপরীতে, আন্ধেরি পশ্চিম, আন্ধেরি, মুম্বাই, মুম্বাই, মহারাষ্ট্র, ভারত, ৪০০০৫৮

টেলিফোনঃ ৯৮৬৭৩৪৪৭০৬ ওয়েবসাইটঃ uvshopitality.com
ইমেল আইডিঃ investorthirdwave@gmail.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া নং ত্রৈমাসিকের অননুমোদিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায়, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (‘আর্থিক ফলাফল’) অনুমোদন করেছে। সীমিত পর্যালোচনা প্রতিবেদন সহ আর্থিক ফলাফল https://uvshospltallty.com/ sltes/ default/files/2026-02/ board-meeting_outcome.pdf ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে এবং প্রদত্ত QR কোডের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

UVS হসপিটালিটি অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড
(পূর্বে থার্ডওয়েভ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারিজ লিমিটেড নামে পরিচিত) এর
পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং
তাদের পক্ষে
স্বাক্ষর /-প্রীতি গোয়েল
কোম্পানি সচিব এবং কম্পাইল্যান্স অফিসার
সদস্যপদ নংঃ A58762

তারিখ- ফেব্রুয়ারি ১৫,২০২৬
স্থান - মুম্বই

‘কনজুরিং ভূতশিকারী দম্পতির মুখ ঢাকা ছিল মুখোশে!

ওয়াশিংটন,১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ‘দ্য কনজুরিং’। ইতিহাসের অন্যতম সফল হরর ফ্র্যাঞ্চাইজি। কিন্তু এই সব কাহিনি নিছক বানানো বিষয় নয়। বাস্তব জীবনের অতিপ্রাকৃত ঘটনাই ছাপ ফেলেছে এই ছবিগুলিতে। ভৌতিক বিষয়ে তদন্তকারী এড ওয়ারেন ও লোরেন ওয়ারেনের সারা জীবনের ‘ অভিজ্ঞতার উপরে ভিত্তি করে লেখা হয়েছে কাহিনি। মার্কিন পপ কালচারে একসময় খ্যাতি, অতি খ্যাতি যাঁদের ঘিরে আবর্তিত হত তাঁরা নতুন করে গোটা বিশ্বের কাছে পরিচিত হয়েছেন ‘ ইউনিভার্স রুপোলি পর্দায় ভেসে ওঠার পর। কিন্তু বাস্তবটা কি একই রকম ছিল? ভৌতিক উপদ্রবে জেরবার পরিবারগুলির কাছে ‘ আসান’ হিসেবে আবির্ভূত ওয়ারেন দম্পতির ‘ লাইফ’ কি ‘ লাইফে’র মতোই? নাকি খ্যাতির আড়ালে রয়ে গিয়েছে নানা অপ্রিয় প্রসঙ্গ! অন্যের সমস্যাকে কাজে লাগিয়ে জনপ্রিয়তার তাস খেলেই জনমানসে ‘ হয়ে উঠেছিলেন ওই বিখ্যাত দম্পতি? এমনকী করেছেন যৌন কেলেঙ্কারিও! শুরু থেকে শুরু করা যাক। ১৯৪৪ সালে প্রথম দেখা কিশোর এড ও কিশোরী লোরেনের। দু’জনেই ক্যাথলিক পরিবারের সন্তান। এক স্থানীয় সিনেমা হলে কাজ করতেন এড। সেখানেই মায়ের সঙ্গে ছবি দেখতে আসতেন লোরেইন। ততদিনে লোরেনের জীবনে অলৌকিক অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছে। ৯ বছর বয়স থেকেই নাকি তিনি অন্য মানুষের ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারতেন! এদিকে এডও অল্প বয়সে মৃত বাড়িওয়ালির ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন! দেখেছিলেন কীভাবে জানলা-দরজা হুটহাট খুলে যাচ্ছে! ভৌতিক উপদ্রবে জেরবার পরিবারগুলির কাছে ‘ আসান’ হিসেবে আবির্ভূত ওয়ারেন দম্পতির ‘ লাইফ’ কি ‘ লাইফে’র মতোই? নাকি খ্যাতির আড়ালে রয়ে গিয়েছে নানা অপ্রিয় প্রসঙ্গ!

১৭ বছর বয়সে এড যোগ দেন মার্কিন নৌবাহিনীতে! সেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। যুদ্ধে এডের নৌকা ডুবে গেল! প্রাণে বাঁচার পরই তিনি বিয়ে করলেন লোরেনকে। ১৯৫১ সালে জন্ম নিল কন্যা জুডি। সেনাবাহিনীর কাজ থেকে অবসর নিয়ে এড খুলে ফেললেন আর্ট স্কুল। কিন্তু যত সময় গেল, এড বুঝলেন তাঁদের আসল কাজের জগ একটাই- অতিপ্রাকৃত দুনিয়া! এড স্ব-ঘোষিত ডেমোনোলজিস্ট। অন্যদিকে লোরেন অতীঃন্দ্রিয় শক্তির অধিকারী এবং একজন উকৃষ্ট মিডিয়াম! ১৯৫২ সালে তাঁরা নিউ ইংল্যান্ড সোসাইটি ফর সাইকিক রিসার্চ প্রতিষ্ঠা করেন। ততদিনে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। যুদ্ধোত্তর আমেরিকায় ক্রমশ বাড়ছে অতিপ্রাকৃতের প্রতি আগ্রহ। তবে ওয়ারেন দম্পতি খ্যাতির মুখ দেখেন সাতের দশকে। সৌজন্যে অ্যানাবেল নাম্নী এক ভৌতিক পুতুল। সেই পুতুলকে দেখতে মিষ্টি হলেও অচিরেই দেখা গেল চোখের কোণ থেকে উপচে পড়ছে রক্তের ধারা! এমনকী রাতের বেলা গলা টিপে ধরারও চেষ্টা করে। বাড়ির লোকের তো অবস্থা তথৈবচ! এই সময়ই আসরে অবতীর্ণ হলেন এড ও লোরেন। অ্যানাবেল নামের পুতুলটিকে পরীক্ষা করে তাঁরা জানিয়ে দেন মোটেই এই পুতুলটি ‘ নয়। এর মধ্যে রয়েছে শয়তানের উপস্থিতিও। বাড়িটিতে ‘ তাড়ানোর শুদ্ধিকরণ’ করে অ্যানাবেলকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে যান তাঁরা। এই ঘটনা ওয়ারেন দম্পতিকে প্রভূত খ্যাতি এনে দেয়। খুব দ্রুত তাঁরা হয়ে ওঠেন মার্কিন মুলুকের সবচেয়ে খ্যাতিমান প্যারানর্মাল তদন্তকারী।

জাতপাতমুক্ত গ্রাম হিসেবে আত্মপ্রকাশ মহারাষ্ট্রের সৌন্দলা

১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ অনার কিলিং, বর্ণবিদ্বেষ এবং জাতপাতের দীর্ঘ অন্ধকার অধ্যায় পেরিয়ে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নিজেকে জাতপাতমুক্ত গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করল মহারাষ্ট্রের অহিল্যনগর জেলার সৌন্দলা। গত ৫ ফেব্রুয়ারি বিশেষ গ্রামসভায় এই ঘোষণা করা হয়। মনে করা হচ্ছে, দেশের মধ্যে সম্ভাব্য প্রথম জাতপাতমুক্ত গ্রাম হিসেবে নজির গড়ল সৌন্দলা। যে জেলায় একসময় জাতিগত বিদ্বেষের জেরে রক্তাক্ত ঘটনা ঘটেছিল, সেখানেই আজ সাম্যের এক নতুন দিগন্তের সূচনা। উল্লেখ্য, পশ্চিম মহারাষ্ট্রের যে জেলাকে আজ অহিল্যনগর নামে চেনা হয়, তার আগের নাম ছিল Ahmednagar district এই জেলায় অতীতে একাধিক জাতিগত হিংসার ঘটনা ঘটেছে। ২০১৩ সালের সোনাই ‘ মার্ডার’ এবং ২০১৪ সালের খারদা গ্রামে সম্মানরক্ষার নামে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সেই ইতিহাসের ভয়াবহ উদাহরণ। বিশেষ করে Kharda গ্রামে ঘটে যাওয়া অনার কিলিংয়ের ঘটনা গোটা রাজ্যকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই রক্তাক্ত স্মৃতি এখনও বহু মানুষের মনে তাজা। আর সেই প্রেক্ষাপটেই সৌন্দলার এই সিদ্ধান্ত আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ৫ ফেব্রুয়ারি সৌন্দলা গ্রামে আয়োজিত হয়েছিল একটি বিশেষ গ্রামসভা। কিন্তু সভার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরুর আগে গ্রামটির সরপঞ্চ শরদরাও আরগাদে এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নেন। তিনি ঘোষণা করেন, প্রথমেই হবে রক্তদান শিবির। গ্রামের দুই শতাধিক মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তদান করেন। সবর্ণ, বহুজন, মুসলিম-সব সম্প্রদায়ের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশ নেন এই কর্মসূচিতে। রক্তদান শিবির শেষে সভা শুরু হওয়ার মুখে সরপঞ্চ আরগাদে এক আবেগঘন বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, আমাদের রক্তের রং সবুজ বা নীল নয়-লাল। আমরা যতই ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ের হই না কেন, রক্তের রং এক। মিশে গেলে তা আলাদা করে চেনা যায় না। তাঁর এই বক্তব্য গ্রামবাসীদের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। সেই মুহূর্তেই যেন তৈরি হয়ে যায় এক নতুন সূচনার মঞ্চ। এরপর মারাঠি ভাষায় একটি বিশেষ খসড়া প্রস্তাব গ্রামসভায় পেশ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, সৌন্দলা গ্রামে আর কেউ জাতপাত মানবে না, কোনও ধরনের বর্ণবৈষম্যে বিশ্বাস করবে না। মানুষের একমাত্র পরিচয় হবে ‘ নীতিতেই চলবে গ্রাম। দেশের সংবিধান এবং তার প্রস্তাবনার উল্লেখ করে সরপঞ্চ বলেন, সমতা, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়বিচারের আদর্শই হবে গ্রামের পথনির্দেশক। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। গ্রামবাসীদের মধ্যে কেউ সবর্ণ জাতির, কেউ বহুজন সম্প্রদায়ের, কেউ মুসলিম-তবুও এই সিদ্ধান্তে কারও আপত্তি ছিল না। এক কণ্ঠে তাঁরা ঘোষণা করেন, সৌন্দলা হবে জাতপাতমুক্ত গ্রাম। তবে এই সিদ্ধান্ত হঠাৎ করে আসেনি। গত এক দশকে সৌন্দলা গ্রাম ধারাবাহিকভাবে নানা সমাজকল্যাণমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে। গ্রামে বাল্যবিবাহ বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিধবা-বিবাহকে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। গার্হস্থ্য হিংসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় সচেতনতা শিবির আয়োজন করা হয়েছে নিয়মিত। ফলে সামাজিক সংস্কারের এক দীর্ঘ যাত্রাপথ পেরিয়েই এসেছে এই ঐতিহাসিক ঘোষণা। গ্রামবাসীদের মতে, জাতপাতের বিভাজন কেবল সামাজিক দূরত্বই বাড়ায় না, তা কখনও কখনও ভয়াবহ হিংসার রূপও নেয়। অতীতে অহিল্যনগর জেলায় ঘটে যাওয়া অনার কিলিং বা গণহত্যার ঘটনাগুলি তার নির্মম উদাহরণ। তাই ভবিষ্য প্রজন্মকে একটি বৈষম্যহীন পরিবেশ দেওয়ার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত। বিশেষজ্ঞদের মতে, কোনও গ্রাম বা অঞ্চলের পক্ষ থেকে নিজেকে জাতপাতমুক্ত ঘোষণা করা কেবল প্রতীকী পদক্ষেপ নয় এটি সামাজিক চেতনার এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত। যদিও আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামোয় জাত-পরিচয়ের অস্তিত্ব পুরোপুরি মুছে ফেলা সহজ নয়, তবু সামাজিক স্তরে এই ধরনের ঘোষণা মানুষের মনস্তত্ত্বে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।সৌন্দলার এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। অনেকেই মনে করছেন, যদি এই মডেল সফল হয়, তবে মহারাষ্ট্রের অন্যান্য গ্রামও অনুপ্রাণিত হতে পারে। জাতপাত ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে ডাইয়ে এটি এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। অনার কিলিংয়ের দুঃস্বপ্ন পেরিয়ে সৌন্দলা আজ নতুন পরিচয়ে পরিচিত- জাতপাতমুক্ত গ্রাম হিসেবে। ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায় থেকে সাম্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে সমাজের জন্য এক আশার আলো।

‘ফ্যাসিবাদ ও ধর্মীয় উন্মাদনা বরদাস্ত নয়’ঃ জয়ের পর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে কড়া বার্তা তারেক রহমানের

১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়ের পর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনেই কঠোর অবস্থান স্পষ্ট করলেন তারেক রহমান। ধর্মীয় উন্মাদনা, বিশৃঙ্খলা কিংবা ফ্যাসিবাদ-কোনও কিছুই মেনে নেওয়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিলেন তিনি। পাশাপাশি প্রতিশোধপরায়ণ রাজনীতির বিরুদ্ধেও সরব হয়ে প্রগতিশীল ও ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার ডাক দেন বিএনপি চেয়ারম্যান।শনিবার দুপুরে ঢাকার ইন্টারকন্টি নেন্ট াল হোটেলের বলরুমে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন (বিএনপি)-র শীর্ষ নেতৃত্ব। ভূমিধস জয়ের পর দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সংযত থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন বলে জানান তারেক। তাঁর কথায়, আমরা বিজয় মিছিল পর্যন্ত বের করতে নিষেধ করেছিলাম, যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। দেশের কোথাও বিশৃঙ্খলা হোক, সেটা আমরা চাই না। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, বাংলাদেশে ধর্মের নামে উন্মাদনা বরদাস্ত করা হবে না। আইনের চোখে এ দেশের প্রতিটি নাগরিক সমান। প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসার রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাসী নই। এটা ভিন্নমতের সকল মানুষের দেশ। তাঁর বক্তব্যে বারবার উঠে আসে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং আইনের শাসনের প্রসঙ্গ। যদিও সরাসরি নাম নেননি, তবু রাজনৈতিক মহলের মতে, তাঁর ‘ মেনে নেওয়া হবে না’ মন্তব্যটি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের উদ্দেশেই ইঙ্গিতপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরে দেশে কর্তৃত্ববাদী শাসন ও বিরোধী কণ্ঠরোধের অভিযোগ উঠেছিল। সেই প্রেক্ষাপটে তারেক রহমানের এই মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরও বলেন, এবার দেশ গড়ার পালা। দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে সকলকে। জাতীয় ঐক্য আমাদের শক্তি, বিভাজন আমাদের দুর্বলতা। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, নির্বাচনী জয়ের পর প্রতিহিংসার পথে না গিয়ে প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক সম্প্রীতিকে অগ্রাধিকার দিতে চাইছে নতুন নেতৃত্ব। রাজনৈতিক মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিনন্দুতে রয়েছে তাঁর এই বার্তা, বিশেষ করে ধর্মীয় কট্টরপন্থা প্রসঙ্গে কড়া অবস্থান। নির্বাচনের পর বিভিন্ন মহলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল যে, উগ্রপন্থী শক্তির প্রভাব বাড়তে পারে। কিন্তু সাংবাদিক সম্মেলনে তারেক রহমানের বক্তব্যে সেই আশঙ্কা প্রশমিত করার চেষ্টা স্পষ্ট। তিনি জানান, কোনও ধরনের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বা সহিংসতা সরকার বরদাস্ত করবে না। বিএনপি সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন সরকার প্রশাসনিক সংস্কার, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করার উপর জোর দেবে। একইসঙ্গে মানবাধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ থাকার কথাও জানানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসার পর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং ভিন্নমতকে সঙ্গে নিয়ে এগোনো। সেই দিক থেকে প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনেই শান্তি ও আইনের শাসনের বার্তা দেওয়া কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্যে তারেক রহমান যে বার্তা দিলেন, তা স্পষ্ট-বাংলাদেশে উগ্রতা বা ফ্যাসিবাদ নয়, বরং সমতা ও জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতেই এগোতে চায় নতুন সরকার। এখন দেখার, বাস্তব রাজনৈতিক ময়দানে সেই প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন কত দ্রুত এবং কতটা কার্যকরভাবে দেখা যায়।

শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্তে আনুষ্ঠানিক সিলমোহর

৭ ফেব্রুয়ারি থেকে কমছে মার্কিন শুল্ক, রুশ তেল ইস্যুতে অবস্থান স্পষ্ট করল ভারত

নয়দিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লি ও ওয়াশিংটনের বহু প্রতীক্ষিত বাণিজ্য সমঝোতার পর অবশেষে শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্তে আনুষ্ঠানিক সিলমোহর পড়ল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছিলেন, পারস্পরিক শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হবে। সেই ঘোষণার পর এবার মার্কিন প্রশাসন জানিয়ে দিল, নতুন শুল্কহার কার্যকর হবে ৭ ফেব্রুয়ারি বা তার পরে গুদাম থেকে বার করা পণ্যের ক্ষেত্রে। হোয়াইট হাউসের বিবৃতি উদ্ধৃত করে মার্কিন শুল্ক ও সীমান্ত সুরক্ষা দপ্তর স্পষ্ট করেছে, প্রেসিডেন্টের ঘোষণামতোই ১৮ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হবে। অর্থা ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে আমেরিকায় প্রবেশ করা বা ওই তারিখের পর গুদামজাত পণ্য বাজারে ছা।ার ক্ষেত্রে নতুন শুল্কহার প্রযোজ্য হবে। শুল্ক কমানো নিয়ে কী বলেছিলেন ট্রাম্প? বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে দিল্লি-ওয়াশিংটন আলোচনার পর ট্রাম্প দাবি করেন, ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করবে এবং আগামী পাঁচ বছরে প্রায় ৪৫ লক্ষ কোটি টাকার মার্কিন পণ্য কিনবে-এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, এই চুক্তি দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে এবং মার্কিন রপ্তানিকারকদের জন্য বিশাল বাজার খুলে দেবে।

ট্রাম্প আরও বলেন, এতদিন ২৫ শতাংশ পারস্পরিক শুল্কের কারণে উভয় দেশের ব্যবসায়ী মহল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। নতুন ১৮ শতাংশ শুল্কহার বাণিজ্যিক ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক হবে এবং আমদানি-রপ্তানির প্রবাহ বা।াবে।

প্রশাসনের স্পষ্টীকরণ-মার্কিন শুল্ক ও সীমান্ত সুরক্ষা দপ্তর জানায়, ঘোষণার কার্যকারিতা নিয়ে যাতে কোনও বিভ্রান্তি না থাকে, সেজন্য নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। ৭ ফেব্রুয়ারি বা তার পরে গুদাম থেকে ছাড় হওয়া পণ্যের ক্ষেত্রে নতুন শুল্কহার প্রযোজ্য হবে। এর আগে আমদানি হওয়া বা গুদামে থাকা পণ্যের ক্ষেত্রে পুরনো হারই বলব থাকবে। এই স্পষ্টীকরণের ফলে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক সংস্থাগুলির পরিকল্পনা করা সহজ হবে বলে মনে করছেন বাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা। অনেক সংস্থা ইতিমধ্যেই চালান পাঠানোর সময়সূচি বদলাতে শুরু করেছে, যাতে কম শুল্কের সুবিধা নেওয়া যায়। রুশ তেল নিয়ে ভারতের অবস্থান-শুল্ক কমানোর সঙ্গে রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধের প্রসঙ্গ জু।ে দেওয়ায় কূটনৈতিক মহলে আলোড়ন তৈরি হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লি প্রথমে কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তবে মঙ্গলবার সংসদীয় প্যানেলের বৈঠকে মোদি সরকার জানায়, ভারত যে সব দেশ থেকে সাশ্রয়ী এবং উচ্চমানের অপরিশোধিত তেল পায়, সেখান থেকে আমদানি চালিয়ে যাবে। আন্তর্জাতিক বাজারে দামের ওঠানামা, সরবরাহের স্থিতিশীলতা এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করেই ভারতীয় তেল সংস্থাগুলি সিদ্ধান্ত নেয়। সরকারের এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, কেবল রাজনৈতিক চাপের ভিত্তিতে জ্বালানি আমদানির নীতি বদলানোর পক্ষপাতী নয় দিল্লি। বরং দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বার্থই অগ্রাধিকার পাবে।

কূটনৈতিক ভারসাম্যের চ্যালেঞ্জ-ভারত একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার, অন্যদিকে রাশিয়ার সঙ্গে দীর্ঘদিনের প্রতিরক্ষা ও জ্বালানি সহযোগিতা রয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধের পর রাশিয়ার তেল আন্তর্জাতিক বাজারে ছা।ে পাওয়া যাওয়ায় ভারত সেই সুযোগ নিয়েছে। এতে দেশের আমদানি ব্যয় কমেছে এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে মূল্য নিয়ন্ত্রণে সহায়তা মিলেছে। এমন প্রেক্ষাপটে রুশ তেল ইস্যুকে বাণিজ্য চুক্তির সঙ্গে যুক্ত করা হলে তা ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ভারসাম্য রক্ষায় নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। ব্যবসায়িক প্রভাব শুল্ক কমানোর ফলে ভারতীয় রপ্তানিকারকদের জন্য মার্কিন বাজারে প্রবেশ আরও সহজ হবে। বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, টেক্সটাইল, ওষুধ এবং আইটি পরিষেবা খাতে ইতিবাচক প্রভাব পা।তে পারে। একইভাবে মার্কিন কৃষি ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রপ্তানিও বা।তে পারে। পাঁচ বছরে ৪৫ লক্ষ কোটি টাকার মার্কিন পণ্য কেনার সম্ভাব্য অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হলে তা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বা।াবে। তবে এত ব। অঙ্কের আমদানি প্রতিশ্রুতি বাস্তবে কীভাবে এবং কোন খাতে ভাগ হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সামনে কী? ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে নতুন শুল্কহার কার্যকর হওয়ার ফলে বাণিজ্যিক লেনদেনে তাক্ষণিক প্রভাব পা।বে। তবে রুশ তেল ইস্যুতে দিল্লি আনুষ্ঠানিকভাবে কী অবস্থান নেয়, সেটাই এখন নজরের কেন্দ্রবিন্দু। একদিকে শুল্ক হ্রাস বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতির ইঙ্গিত দিচ্ছে, অন্যদিকে জ্বালানি নীতি নিয়ে কৌশলগত সমীকরণ জটিল হয়ে উঠছে। ফলে দিল্লি-ওয়াশিংটনের সম্পর্ক আগামী দিনে কোন পথে এগোয়, তা নির্ভর করবে উভয় দেশের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও বাস্তবসম্মত আলোচনার উপর। সব মিলিয়ে, ট্রাম্পের ঘোষণার পর প্রশাসনিক সিলমোহর শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্তকে কার্যকর করল ঠিকই, কিন্তু রুশ তেল প্রসঙ্গ ঘিরে কূটনৈতিক সমীকরণ যে এখনও পুরোপুরি মীমাংসিত হয়নি, তা স্পষ্ট। আগামী কয়েক সপ্তাহেই বোঝা যাবে, এই বাণিজ্য সমঝোতা দুই দেশের সম্পর্কে স্থায়ী গতি আনে, নাকি নতুন বিতর্কের সূত্রপাত করে।

আমেরিকায় ফের নিখোঁজ ভারতীয় ছাত্র! যুবকের অন্তর্ধানে ঘনাচ্ছে

সান ফ্রান্সিসকো, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সাকেত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ছিলেন। বার্কলে এলাকায় লেক আনজারের কাছে তাঁকে শেষবার দেখা গিয়েছিল। তাঁর খোঁজে ইতিমধ্যেই তল্লাশি শুরু করেছে আমেরিকার পুলিশ। যুবকের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগে রয়েছে সান ফ্রান্সিসকোর ভারতীয় দূতাবাস। আমেরিকায় ফের নিখোঁজ এক ভারতীয় ছাত্র। বছর বাইশের ওই যুবকের নাম সাকেত শ্রীনিবাসাইয়া। তাঁর বাড়ি কর্নাটকে। গত ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে যুবকের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে খবর। সাকেতের অন্তর্ধানকে কেন্দ্র করে ঘনাচ্ছে রহস্য। জানা গিয়েছে, সাকেত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ছিলেন। বার্কলে এলাকায় লেক আনজারের কাছে তাঁকে শেষবার দেখা গিয়েছিল। তাঁর খোঁজে ইতিমধ্যেই তল্লাশি শুরু করেছে আমেরিকার পুলিশ। যুবকের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগে রয়েছে সান

ফ্রান্সিসকোর ভারতীয় দূতাবাস। তারা তাদের এক্স হ্যান্ডলে লিখেছে, ‘ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া কর্নাটকের সাকেত সাকেত শ্রীনিবাসাইয়ার কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এই ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমরা যোগাযোগে রয়েছি। পাশাপাশি, যোগাযোগে রয়েছি যুবকের পরিবারের সঙ্গেও।’ সাকেতর রুমমেট বনিত সিং সাকেতের নিখোঁজের খবর প্রকাশ্যে আনে। সাহায্যের জন্য সমাজমাধ্যমে একটি দীর্ঘ পোস্টও করেন। জানা গিয়েছে, ২০২৫ সালে আইআইটি-মাদ্রাজ থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক হন সাকেত। তারপর উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি আমেরিকায় পা রাখেন। তাঁর নিখোঁজের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন তাঁর পরিবার। লেক আনজার এলাকায় সাকেত একা গিয়েছিলেন না কি তাঁর সঙ্গে আরও কেউ ছিলেন, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

গাজায় ‘থার্মোবেরিক’ বোমা ব্যবহারের অভিযোগঃ তাপ, ধ্বংস ও নিখোঁজ হাজার

১৫ ফেবুয়ারি ঃ ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ভয়াবহ এক অভিযোগ সামনে এসেছে-‘থার্মোবেরিক বোমা’ বা ‘ভ্যাকিউম বোমা’ ব্যবহারের। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, এই ধরনের বোমা হামলার জেরে অন্তত ২৮৪২ জন মানুষের কোনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। গাজার সিভিল ডিফেন্সের দাবি, বিস্ফোরণের তীব্র তাপ ও চাপের ফলে কার্যত বাষ্পীভূত হয়ে গেছেন।

NAME CHANGE

I, Ranjana Jha (Old Name) W/o Manoj Kumar Jha Residing at Suryasen Nagar, Madhyamgram, Kolkata, North 24 Parganas - 700129, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ranjana Debi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-02-2026. Ranjana Jha (Old Name) and Ranjana Debi (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Shamim (Old Name) S/o Md. Manjur Residing at 6/14, Nilmoni Halder Lane, P.o - Dharmatala, District - Kolkata, Pin - 700013, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md. Shamim (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-02-2026. Mohammad Shamim (Old Name) and Md. Shamim (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Srikanta Kumar Nag (Old Name) S/o Sankar Nag Residing at Halder Bagan Lane, P.o - Ultadanga, District - Kolkata, Pin - 700004, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Srikanta Nag (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-02-2026. Srikanta Kumar Nag (Old Name) and Srikanta Nag (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Reshma Mondal (Old Name) W/o Mohammad Nur Ali Sekh Residing at Vill - Karpurdanga, P.o - Begpur, P.s - Kalna, District - Purba Bardhaman, Pin - 713422, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Reshma Mohammad Nur Ali Sekh (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 13-02-2026. Reshma Mondal (Old Name) and Reshma Mohammad Nur Ali Sekh (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rashid Mohammad (Old Name) S/o Md. Shamim Residing at 6/14, Nilmoni Halder Lane, P.o - Dharmatala, District - Kolkata, Pin - 700013, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md. Rashid (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-02-2026. Rashid Mohammad (Old Name) and Md. Rashid (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sankar Kumar Nag (Old Name) S/o Late Hiralal Residing at Halder Bagan Lane, P.o - Ultadanga, District - Kolkata, Pin - 700004, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sankar Nag (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-02-2026. Sankar Kumar Nag (Old Name) and Sankar Nag (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Samsul Huda (old name) son of Seikh Mahaboob, residing at 42/2, Topsia Road, P.S – Tiljala, Kolkata – 700039, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Shamsul Huda (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 13/02/2026. Samsul Huda (old name) and Shamsul Huda (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kutubaddin Mollah (Old Name) S/o Abdul Jalil Molla Residing at Dakshin Raipur CT, P.s - Nodakhali, District - South 24 Parganas, Pin - 743318, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Kutubuddin Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-02-2026. Kutubaddin Mollah (Old Name) and Kutubuddin Molla (New Name) both are same and one identical person.

আদ্রা ডিভিশনে ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ আদ্রা ডিভিশনে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফে একাধিক ট্রেনের চলাচলে পরিবর্তন আনা হয়েছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে সংশোধিত সূচি নিচে দেওয়া হলো। ট্রেন বাতিল- ৬৮০৪৬ / ৬৮০৪৫ আসানসোল-আদ্রা-আসানসোল মেমু-১৬.০২.২০২৬, ১৭.০২.২০২৬, ১৯.০২.২০২৬, ২০.০২.২০২৬ ও ২২.০২.২০২৬ তারিখে বাতিল থাকবে। ৬৮০৭৭ / ৬৮০৭৮ আদ্রা-ভাগা-আদ্রা মেমু, ২২.০২. ২০২৬ তারিখে বাতিল থাকবে। ৬৮০৯০ / ৬৮০৮৯ আদ্রা-মেদিনীপুর-আদ্রা মেমু, ১৭.০২.২০২৬ ও ২২.০২.২০২৬ তারিখে বাতিল থাকবে।

NAME CHANGE

I, Md Sarfaraz Ahmad son of Md Suleman Ahmad, residing at Village- East Beraberia, Narayanpur, P.O.- Rajarhat Gopalpur, P.S.- Rajarhat, Dist.- North 24 Paraganas, Kolkata – 700136, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md Sarfraz Ahmed as declared before Executive Magistrate First class Barasat District, vide affidavit no. 709, Dated 05/02/2026. Md Sarfaraz Ahmad and Md Sarfraz Ahmed both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, (Old Name) SURJAY MONDAL S/o- BISHNU MONDAL Residing at, Vill - Nabinnagar, Post - Kalyandaha, Ps- Chapra, Dist- Nadia, Pin-741123, West Bengal. Shall henceforth be Known as SUJAY MONDAL (New name) as declared before the Notary Public at Berhampore Murshidabad Vide Affidavit no 1230 Date 20 January 2026, SURJAY MONDAL and SUJAY MONDAL both are Same and one identical person.

NAME CHANGE

I, (Old Name) SANJIB SEKH S/o-AKBAR ALI Residing at, Vill - Uttar Lakshminarayanpur, Post - Jibanti, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin-742136, West Bengal. Shall henceforth be Known as SANJIB SK (New name) as declared before the Notary Public at Berhampore Murshidabad Vide Affidavit no 1231 Date 20 January 2026, SANJIB SEKH and SANJIB SK both are Same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি NIRMAL DEBNATH পিতা -Nagen Debnath ঠিকানা-Shrirampur Road, Highland Colony,Ward No-16, Nabadwip Municipality,P.O- P.S- Nabadwip, Dist- Nadia,W.B, (আমার প্রকৃত নাম Nirmal Debnath) Golapi Debnath আমার স্ত্রী,আমার পুত্র RAJU DEBNATH এর জন্ম প্রমাণ পত্রে ভুলবশত আমার নাম NIRMAL CHANDRA DEBNATH উল্লেখ আছে, গত ইং ১৩.০২.২৬ তাং প্রথমশ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, নবদ্বীপ, নদীয়া এর এফিডেভিডে (নং ১১৪৭)আমি NIRMAL DEBNATH ও NIRMAL CHANDRA DEBNATH একই ব্যক্তি হলাম।

NAME CHANGE

I, Md Monu Mollic (old name) S/o-Taher Mallik residing at Jalsukha, Hindupara, Badbilwagram, Nakashipara, Dist-Nadia, Pin-741126 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD MONU MOLLIC to MANU MALLIK and henceforth I shall be known as MANU MALLIK (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 14/02/2026. MD MONU MOLLIC (old name) and MANU MALLIK (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ajnur Bibi (old name) W/o- Anikul Hoque residing at Kadamtali, Kadamtali, Ratua, Dist-Malda, Pin-732102 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from AJNUR BIBI to MST AJNUR KHATUN and henceforth I shall be known as MST AJNUR KHATUN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 05/01/2026. AJNUR BIBI (old name) and MST AJNUR KHATUN (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Lovely Sarkar Biswas(Old name), wife of Golam Masud Biswas, residing at vill Malopara, PO Padmanavpur, PS Hariharpara, Dist Murshidabad, Pin 742166, West Bengal shall henceforth be known as Lovely Biswas (new name) as declared before the Notary Public affidavit no 337, dated 13/02/2026, Lovely Sarkar Biswas (Old name) and as Lovely Biswas (new name) both are same and identical person

NAME CHANGE

I, Md Abid Hossain (Old Name) S/o Akhtar Ali Residing at 14/D, Linton Street, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Abid Hussain (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-02-2026. Md Abid Hossain (Old Name) and Abid Hussain (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Alamara Khatun (Old Name) W/o Md Abdur Razzaque Mondal Residing at Vill - Harpur Bhatpara, P.o+P.s - Dhaniakhali, District - Hooghly, Pin - 712302, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Mst Alamra Khatun (New Name) as declared before the Notary Public Hooghly, Chinsurah, vide affidavit no 424 Dated 12-02-2026. Alamara Khatun (Old Name) and Mst Alamra Khatun (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rowsanara Begam (old name) W/o- Md Amirul Islam Mollic residing at Jalsukha, Hindupara, Badbilwagram, Nakashipara, Dist-Nadia, Pin-741126 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ROWSANARA BEGAM to ROSANARA BEGAM and henceforth I shall be known as ROSANARA BEGAM (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 14/02/2026. ROWSANARA BEGAM (old name) and ROSANARA BEGAM (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ambia Bibi (old name) W/o-Monu Mollic residing at Jalsukha, Hindupara, Badbilwagram, Nakashipara, Dist-Nadia, Pin-741126 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from AMBIA BIBI to AMBIYA BIBI and henceforth I shall be known as AMBIYA BIBI (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 14/02/2026. AMBIA BIBI (old name) and AMBIYA BIBI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Azad Seikh (old name) S/o-Piarul Islam residing at Shikarpur, Paharpur, Lalgola, Dist-Murshidabad, Pin-742148 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOHAMMAD AZAD SEIKH to MD AZAD SEIKH and henceforth I shall be known as MD AZAD SEIKH (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 13/02/2026. MOHAMMAD AZAD SEIKH (old name) and MD AZAD SEIKH (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Rejaul Karim (old name) S/o-Momtaj Hossain residing at Sahabajpur, Paharpur, Lalgola, Dist-Murshidabad, Pin-742148 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOHAMMAD REJAUL KARIM to REJAUL KARIM and henceforth I shall be known as REJAUL KARIM (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 13/02/2026. MOHAMMAD REJAUL KARIM (old name) and REJAUL KARIM (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Safiur Rahaman (old name) S/o-Hazi Iliyas Mondal residing at Margram, Margram, Khargram, Dist-Murshidabad, Pin-742147 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SAFIUR RAHAMAN to SAFIUR RAHAMAN MONDAL and henceforth I shall be known as SAFIUR RAHAMAN MONDAL (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 14/02/2026. SAFIUR RAHAMAN (old name) and SAFIUR RAHAMAN MONDAL (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Pradip Bakshi (old name) S/o-Dhajadhari Baksi residing at Sugar danga para road, Joydev kenduli, Illambazar, Dist-Birbhum, Pin-731124 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from PRADIP BAKSHI to PRADIP BAKSI and henceforth I shall be known as PRADIP BAKSI (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 14/02/2026. PRADIP BAKSHI (old name) and PRADIP BAKSI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rehina Sekh (old name) W/o-Hafiul Saikh residing at Anantapur, Kamari, Kaliganj, Dist-Nadia, Pin-741137 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from REHINA SEKH to REHINA SAIKH and henceforth I shall be known as REHINA SAIKH (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 10/02/2026. REHINA SEKH (old name) and REHINA SAIKH (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Krishanapada Sarkar (old name) S/o- Kangali Sarkar residing at Hosenpur, Aranghata, Dhantala, Dist-Nadia, Pin-741501 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from KRISHANAPADA SARKAR to KRISHNAPADA SARKAR and henceforth I shall be known as KRISHNAPADA SARKAR (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 14/02/2026. KRISHANAPADA SARKAR (old name) and KRISHNAPADA SARKAR (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

আমি Md Tabib Laskar S/O Yeasin Ali Laskar ঠিকানা Bankra indra Pally, Mondal para,P.O-Bankra,P.S-Domjur, District- Howrah, Pin-711403, Wb.In My Passport (no.T3382400) my birth certificate my name wrongly recorded as Mohammad Tabib Laskar and father name wrongly recorded as Yasin Ali Laskar and Yeasmin Ali Laskar i declare that vide an affidavit before the Ld.1st class Executive magistrate at Howrah.Date-13.02.2026.That Md Tabib Laskar and Mohammad Tabib Laskar both are the same and one identical person. also Yasin Ali Laskar,Yeasmin Ali Laskar and Yeasin Ali Laskar both are the এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

আমি Yeasin Ali Laskar S/O Murad Ali Laskar ঠিকানা Bankra indra Pally, Mondal para ,P.O-Bankra,P.S-Domjur, District- Howrah, Pin-711403,Wb.In my Son's Md Tabib Laskar his Passport (no.T3382400) & his birth certificate name wrongly recorded as Mohammad Tabib Laskar and father name wrongly recorded as Yasin Ali Laskar and Yeasmin Ali Laskar i declare that vide an affidavit before the Ld.1st class Executive magistrate at Howrah.Date-13.02.2026.That Md Tabib Laskar and Mohammad Tabib Laskar both are the same and one identical person. also Yasin Ali Laskar,Yeasmin Ali Laskar and Yeasin Ali Laskar both are the এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

ফরাক্কা থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমান আগ্নেয়াস্ত্র, জাল নোট

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসতেই বিভিন্ন এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছে কয়েকটি

দুস্কৃতী চক্র। নির্বাচনের আগে অশান্তির জন্য রাজনৈতিক দলকে আগ্নেয়াস্ত্র পাচার করতে গিয়ে শনিবার রাতে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এসটিএফ-এর হাতে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা থেকে গ্রেপ্তার হলেন এক দুস্কৃতী। ধৃত ওই দুস্কৃতীর কাছ থেকে পাঁচটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এসটিএফ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ওই ব্যক্তির নাম আশরাফুল শেখ। তার বাড়ি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার চকবাহাদুরপুর এলাকায়। এসটিএফ সূত্রের খবর শনিবার ফরাক্কায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে একটি পেট্রোল পাম্পে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিলেন আশরাফুল । অন্য এক ব্যক্তির হাতে আশরাফুলের ওই আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এসটিএফ-এর তদন্তকারীরা আগ্নেয়াস্ত্রগুলো হাত বদল হওয়ার আগেই আশরাফুলকে গ্রেপ্তার করেন। এসটিএফ-এর তরফ থেকে ধৃত আশরাফুলের বিরুদ্ধে কলকাতায় এসটিএফ থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। রবিবার তাকে কলকাতার আদালতে পেশ করা হয়। সূত্রের খবর , এসটিএফ-এর আধিকারিকেরা সম্প্রতি গোপন সূত্রে খবর পান আশরাফুল নামে মালদা জেলার বাসিন্দা ওই ব্যক্তি নিয়মিত বিহারের মুঙ্গের এবং আশেপাশের এলাকায় যাচ্ছেন। এরপরই এসটিএফ-এর তরফ থেকে আশরাফুলের উপর নজরদারি করা শুরু হয়। এসটিএফ-এর আধিকারিকেরা জানতে পারেন রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করার জন্য আশরাফুল মুঙ্গের থেকে মাঝেমধ্যেই দেশি আগ্নেযাস্ত্র এবং বুলেট এনে বিভিন্ন দুস্কৃতী দলকে সরবরাহ করছে। পুলিশের অনুমান, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ব্যবহার করার জন্য মুর্শিদাবাদের কোনও দুস্কৃতী দলকে আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করার জন্য শনিবার মুঙ্গের থেকে পাঁচটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ফরাক্কা এসেছিল আশরাফুল। এসটিএফ- এর তদন্তে উঠে এসেছে, বিহার থেকে মুর্শিদাবাদ এবং মালদা হয়ে প্রচুর বেআইনি আগ্নেযাস্ত্র সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে পাচার হয়েছে। তার পরিবর্তে বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় জাল নোট এই রাজ্যে ঢোকানো হয়েছে। বাংলাদেশের নির্বাচনের আগে ভারতে তৈরি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্রের চাহিদা থাকলেও নির্বাচন শেষ হওয়ার পর সেই আগ্নেয়াস্ত্রের চাহিদা এখন কমতে শুরু করেছে বলে পুলিশের খবর। পুলিশ সূত্রের খবর ,পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচনের জন্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে স্থানীয় দুস্কৃতীদের দলের সঙ্গে অত্যন্ত গোপনে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। তদন্তকারীদের অনুমান সম্ভবত এলাকা দখলের জন্য এই আগ্নেয়াস্ত্রগুলো ব্যবহার করা হতো। অন্যদিকে অপর একটি ঘটনায় ফরাক্কা থানার পুলিশ শনিবার রাতে ২ নম্বর কলোনী এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে কুড়ি হাজার টাকার ভারতীয় জাল নোট সহ গ্রেপ্তার করল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ,ধৃত এ ব্যক্তির নাম হাসনাত শেখ। তার বাড়ি ফরাক্কা থানার ইমামনগর গ্রামে। ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে চল্লিশটি ভারতীয় জাল ৫০০ টাকার নোট উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান বাংলাদেশ থেকে মালদা হয়ে এই জাল নোট মুর্শিদাবাদ জেলায় নিয়ে আসা হয়েছিল। জাল নোট পাচারের এই চক্রে আর কারা জড়িয়ে রয়েছে পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। ধৃত ব্যক্তি্র পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে রবিবার তাকে জঙ্গিপুর আদালতে পেশ করা হয়েছে।

হোলি উৎসব উপলক্ষ্যে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত

গোরখপুর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ হোলি উৎসব উপলক্ষ্যে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে রেল প্রশাসনের উদ্যোগে ০৩১৩১ / ০৩১৩২ শিয়ালদহ-গোরখপুর-শিয়ালদহ হোলি বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রেনটি শিয়ালদহ থেকে ২৬ ফেব্রয়ারি এবং ০২ ও ০৫ মার্চ, ২০২৬ তারিখে এবং গোরখপুর থেকে ২৭ ফেব্রয়ারি এবং ০৩ ও ০৬ মার্চ, ২০২৬ তারিখে মোট ৩ টি ফেরা চলবে। ০৩১৩১ শিয়ালদহ- গোরখপুর হোলি বিশেষ ট্রেনটি ২৬ ফেব্রয়ারি এবং ০২ ও ০৫ মার্চ, ২০২৬ তারিখে শিয়ালদহ থেকে রাত ২৩.৫০ মিনিটে যাত্রা শুরু করবে। পরের দিন ট্রেনটি নৈহাটি থেকে ০০.৪২ মিনিটে, ব্যান্ডেল থেকে ০১.১৪ মিনিটে, বর্ধমান থেকে ০২.০৬ মিনিটে, দুর্গাপুর থেকে ০৩.০৮ মিনিটে, আসানসোল থেকে ০৩.৪১ মিনিটে, চিত্তরঞ্জন থেকে ০৪.০৬ মিনিটে, মধুপুর থেকে ০৪.৪৫ মিনিটে, জসিডিহ থেকে ০৫.১২ মিনিটে, ঝাঝা থেকে ০৭.০০ মিনিটে, কিউল থেকে ০৭.৫০ মিনিটে, বরৌনি থেকে ১০.২৫ মিনিটে, শাহপুর পটোরি থেকে ১১.১২ মিনিটে, হাজীপুর থেকে ১২.১০ মিনিটে, সোনপুর থেকে ১২.২২ মিনিটে, ছাপরা থেকে ১৪.২০ মিনিটে, সিওয়ান থেকে ১৫.২৫ মিনিটে এবং দেবরিয়া সদর থেকে ১৬.৩২ মিনিটে ছেড়ে গোরখপুরে ১৮.০০ মিনিটে পৌঁছাবে। ফেরার পথে ০৩১৩২ গোরখপুর- শিয়ালদহ হোলি বিশেষ ট্রেনটি ২৭ ফেব্রয়ারি এবং ০৩ ও ০৬ মার্চ, ২০২৬ তারিখে গোরখপুর থেকে রাত ২১.০০ মিনিটে ছাড়বে। দেবরিযা সদর থেকে ২২.০২ মিনিটে, সিওয়ান থেকে ২৩.২০ মিনিটে এবং পরের দিন ছাপরা থেকে ০১.০৫ মিনিটে, সোনপুর থেকে ০২.১০ মিনিটে, হাজীপুর থেকে ০২.২৫ মিনিটে, শাহপুর পটোরি থেকে ০৩.১২ মিনিটে, বরৌনি থেকে ০৪.৩০ মিনিটে, কিউল থেকে ০৬.৪২ মিনিটে, ঝাঝা থেকে ০৮.০৫ মিনিটে, জসিডিহ থেকে ০৮.৩৯ মিনিটে, মধুপুর থেকে ০৯.০৫ মিনিটে, চিত্তরঞ্জন থেকে ০৯.৪৫ মিনিটে, আসানসোল থেকে ১০.৫৫ মিনিটে, দুর্গাপুর থেকে ১১.২৮ মিনিটে, বর্ধমান থেকে ১৩.০৮ মিনিটে, ব্যান্ডেল থেকে ১৪.১২ মিনিটে এবং নৈহাটি থেকে ১৪.৫৬ মিনিটে ছেড়ে শিয়ালদহে ১৬.২০ মিনিটে পৌঁছাবে। উক্ত বিশেষ ট্রেনটিতে মোট ২২ টি কোচ সংযুক্ত থাকবে। এর মধ্যে থাকবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তৃতীয় শ্রেণির ০৪ টি কোচ, শয়নযান শ্রেণির ১০ টি কোচ, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির ০৬ টি কোচ এবং এসএলআরডি (SLRD) শ্রেণির ০২টি কোচ। হোলি উপলক্ষ্যে যাত্রীদের সুবিধার্থে এই বিশেষ ট্রেন পরিষেবা চালু করা হয়েছে বলে রেল প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

বুদবুদে পথশ্রী প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ, প্রতিবাদে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তার কাজের গুণমান নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে গলসি-১ ব্লকের বুদবুদ এলাকায়। সরকারি অর্থে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিজেপি। রাজ্য সরকারের পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় গ্রাম ও শহরের বেহাল রাস্তার সংস্কার ও নতুন রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে। কোথাও কংক্রিট, কোথাও পিচের রাস্তা করা হচ্ছে। সেই প্রকল্পের কাজেই অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে বুদবুদে। জানা গেছে, বুদবুদ গার্লস স্কুল থেকে সুকান্তনগর পর্যন্ত এমসি-৩ ক্যানেলের পাড়ঘেঁষা কংক্রিটের রাস্তার ওপর পিচ বসানোর অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কাজের বরাত পায় একটি বেসরকারি ঠিকাদারি সংস্থা। নির্দেশিকা অনুযায়ী, কংক্রিটের রাস্তার ওপর ২০ এমএম পুরু দুটি স্তরে পিচ বসানোর কথা। নিয়ম অনুসারে প্রথমে কংক্রিটের ওপর তরল বিটুমিন ছড়িয়ে তার ওপর পাথর ও পিচের মিশ্রণ বসানো হয়, যাতে স্তরটি ভালোভাবে আটকায়। কিন্তু অভিযোগ, ওই তরল পিচের পরিবর্তে জল মিশ্রিত অন্য তরল ব্যবহার করা হয়েছে। তার ফলেই পিচ ঠিকভাবে বসেনি এবং অল্প সময়ের মধ্যেই উঠে যাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাস্তাটি অত্যন্ত ব্যস্ত। মোটরবাইক, ছোট চারচাকা যান ছাড়াও ট্রাক্টর চলাচল করে। সেই কারণে পিচের স্তর আরও পুরু ও টেকসই হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কাজের গাফিলতির জেরেই এখন রাস্তার স্থায়িত্ব নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিজেপির দুর্গাপুর-বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার সহ- সভাপতি রমন শর্মা বলেন, পথশ্রী প্রকল্পের নামে সরকারি টাকার অপচয় করা হচ্ছে। যেভাবে কাজ হয়েছে, তাতে বর্ষার পরই রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়বে। আমরা মনে করি, এই কাজে দুর্নীতি হয়েছে। এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার রাজীব পাল। তাঁর দাবি, অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। কাজ উন্নতমানেরই হয়েছে। এই বিষয়ে গলসি-১ ব্লকের বিডিও ইন্দ্রজিত মারিক বলেন, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

স্বনির্ভর বাংলা প্রকল্পে ফর্ম বিতরণ শুরু হতেই উপচে পরা ভিড় জামালপুরে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ , ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ শিবরাত্রির

পূণ্য দিনে রাজ্য জুড়ে শুরু হলো স্বনির্ভর বাংলা প্রকল্পের ফর্ম বিতরণ। পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লক অফিস থেকেও এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে ফর্ম দেওয়া শুরু হয়। সকাল থেকেই ব্লক চত্বরে উপভোক্তাদের ভিড় চোখে পড়ার মতো ছিল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বাজেট অধিবেশনে ঘোষণা করেছিলেন, ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সী যুবক-যুবতীদের জন্য 'বাংলার যুব সাথী' প্রকল্প চালু করা হবে। এই প্রকল্পের আওতায় উপভোক্তারা পাঁচ বছর ধরে প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাবেন। পাশাপাশি ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের ফর্মও এদিন থেকে বিতরণ শুরু হয়েছে। জামালপুর ব্লক অফিসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, বিডিও পার্থ সারথী দে, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন, ব্লক কৃষি আধিকারিক বিপাশা দাস, জয়েন্ট বিডিও রুদ্রেন্দু নন্দী সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। তাঁরা প্রতীকীভাবে কয়েকজনের হাতে ফর্ম তুলে দেন। পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যা বলেন তা করে দেখান। বাজেটে ঘোষণার পর দ্রুত ফর্ম বিতরণ শুরু হয়েছে। যতদিন না পর্যন্ত স্থায়ী কর্মসংস্থান মিলছে, ততদিন এই আর্থিক সহায়তা যুব সমাজের কাজে লাগবে। বিডিও পার্থ সারথী দে জানান, এদিন জামালপুর ১ ও ২ অঞ্চলে ফর্ম বিতরণ শুরু হয়েছে। আগামী ২৬ ফেব্রয়ারি পর্যন্ত ফর্ম বিতরণ ও জমা নেওয়ার কাজ চলবে। সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে প্রশাসন সবরকম সহায়তা করবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন। বিধানসভা ভোটের আগে এই প্রকল্পকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও চর্চা শুরু হয়েছে। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে এই উদ্যোগ ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

নয়ানজুলি থেকে যুবকের পচাগলা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ নয়ানজুলি থেকে যুবকের পচাগলা দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামের নিরোল গ্রামে। রবিবার সকালে নয়ানজুলিতে ওই দেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নিরোল গ্রামেই মৃত বুদ্ধদেব মাঝির বাড়ি। বুদ্ধদেব গত সোমবার রাত থেকে নিখোঁজ ছিলেন। কেতুগ্রাম থানায় তাঁর পরিবারের তরফে নিখোঁজ ডায়রিও করা হয়েছিল। রবিবার সকালে তাঁর বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে থাকা নয়ানজুলিতে বুদ্ধদেবের দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের কাছে খবর পেয়ে কেতুগ্রাম থানার পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ জানায়, তদন্তে সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

KAUSHAL INVESTMENTS LIMITED

Regd. Off:3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D8, Kolkata-700001

CIN : L65993WB1981PLC033363 ; EMAIL : info@kaushalinvest.com WEBSITE : www.kaushalinvest.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2025

(₹. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter ended 31.12.2025 Unaudited	Quarter ended 30.09.2025 Unaudited	Quarter ended 31.12.2025 Unaudited	9 Months ended 31.12.2025 Unaudited	9 Months ended 31.12.2024 Unaudited	Year ended 31.03.2025 Audited
1	Total Income from Operations	0.00	0	13.79	0.00	15.27	29.85
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	-2.28	-2.09	4.06	-7.30	1.04	22.09
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	-7.32	-2.09	4.06	-12.34	1.04	22.09
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	-7.32	-2.09	4.06	-12.34	1.04	19.62
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-7.32	-2.09	4.06	23.45	1.04	19.62
6	Equity Share Capital	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				26.89	-19.21	3.44
7	"Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	-0.23	-0.07	0.13	-0.39	0.03	0.62

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Financial Results for the Quarter & Nine Months Ended December 31, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter & Nine Months ended Un-audited Financial Results is available on the Stock Exchange at www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.kaushalinvest.com.
2 The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors on February 14, 2026.

Place : Kolkata
Dated : 14.02.2026

For and on behalf of the Board
FOR KAUSHAL INVESTMENT LIMITED
Sd/-
Sumit Goyal
Managing Director
DIN: 03017130

রঙের উৎসব এবার আরও নিরাপদ, পালং শাক, বিট-গাজর দিয়ে তৈরি হচ্ছে আবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ গত অক্টোবরের বন্যা যেন মুহূর্তে থামিয়ে দিয়েছিল

শিলিগুড়ির পোড়াঝাড়ের জীবনচক্র। দুর্গাপুজোর পর উত্তরবঙ্গ জুড়ে তৈরি হওয়া ভয়াবহ পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ির অদূরের এই এলাকাও তলিয়ে যায় জলের নিচে। ভেসে যায় বহু ঘরবাড়ি, অসংখ্য মানুষ হয়ে পড়েন গৃহহীন। প্রায় চার থেকে পাঁচ মাসের লড়াইয়ে ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে জীবন। ভাঙা ঘর জোড়া লাগছে, কিন্তু স্মৃতির ক্ষত এখনও তাজা। তার মধ্যেই সামনে দোল। অর্থাৎ রঙের উৎসব। আর সেই রঙেই নিজেদের জীবনে নতুন আশার আলো ফিরিয়ে আনতে চাইছেন এলাকার মহিলারা। দোলকে সামনে রেখে এখন পোড়াঝাড়ের বহু বাড়িতেই ব্যস্ততা। তৈরি হচ্ছে সম্পূর্ণ ভেষজ আবীর। পালং শাক, গাজর, বিট, জবা ফুল, কাঁচা হলুদের মতো প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে বানানো হচ্ছে লাল, কমলা, হলুদ ও সবুজ রঙ। কোনওরকম ভেজাল নেই। ত্বকের জন্য নিরাপদ। এই বার্তাই ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। বন্যা কবলিত এলাকার মানুষের হাতে তৈরি বলেই বাড়ছে চাহিদাও। ইতিমধ্যেই দুই কুইন্টালের বেশি আবীর তৈরি হয়েছে। দোলের আগের দিন পর্যন্ত চলবে উৎপাদন। এই উদ্যোগের নেপথ্যে রয়েছে 'শিলিগুড়ি ইউনিক ফাউন্ডেশন'। গত ছয় বছর ধরে ওই এলাকায় কাজ করছে এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তাদের পরিচালিত 'বিদ্যাছায়া' টিউশন সেন্টারের ছাত্রীরা এবং তাদের অভিভাবকরা যুক্ত হয়েছেন আবীর তৈরির কাজে। আগে সীমিত পরিসরে তৈরি হলেও এ বছর প্রায় ২০-২৫ জনকে নিয়ে বড় আকারে উৎপাদন হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্কুল, বিএসএফ ও সিআরপিএফ ক্যাম্প থেকে অর্ডার এসেছে। পাশাপাশি সংগঠনের সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেও নেওয়া হচ্ছে অর্ডার। দাম রাখা হযেছে সাধ্যের মধ্যে। প্রায় আড়াইশো টাকা কেজি। সংগঠনের প্রেসিডেন্ট গীতিকা পাল জানান, এই বছর আবীর বিক্রির বেশিরভাগ লাভ তুলে দেওয়া হবে পোড়াঝাড়ের ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের হাতে। পাশাপাশি কিছু অংশ ব্যয় করা হবে বিদ্যাছায়ার পড়ুয়াদের জন্য। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, বন্যায় অনেক ক্ষতি হয়েছে। এই আবীর তৈরি করে আমরা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি। আশা করছি এ বছর একটু লাভের মুখ দেখব। বন্যার ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রঙের উৎসবে নিজেদের জীবন রাঙাতে চাইছে পোড়াঝাড়। ভেষজ আবীরের প্রতিটি কণায় তাই মিশে আছে শুধু রঙ নয়, লড়াই, সাহস আর নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন।

E-Tender

E-Tender is invited by the undersigned from the Bonfide, resourceful contractor for eNIT- 21/ JARAGRAM/25-26, eNIT- 22/ JARAGRAM/25-26 & eNIT- 23/ JARAGRAM/25-26. Last date of apply respectively 17.02.2026, 21.02.2026 & 23.02.2026 at 09:00 am . For more details contact Jaragram GP

Sd/-
Prodhan,Jaragram GP

HDFC BANK
আমরা বুঝতে পারি আপনার পৃথিবী

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পার্ল (পশ্চিম), মুম্বই- ৪০০০১৩ এবং এটির একটি অফিস হিসাবে রয়েছে

খুচরা পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, ১ম তলা, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাসে, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের বিক্রয়ের ইঙ্গিত এবং বিক্রযের বিজ্ঞপ্তি

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের (ব্যাংক) ঋণগ্রহীতাদের ঋণ / ওভারড্রাফ্ট-এর বিরুদ্ধে ঋণ সুবিধা গ্রহণের জন্য ব্যাংকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতাদের সম্মত ঋণ / সুবিধার শর্তাবলী অনুসারে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ক্রমাগত ব্যর্থতার কারণে, নিম্নলিখিত ঋণ অ্যাকাউন্টগুলিকে এনপিএ (অ-কার্যকর সম্পদ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হযেছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের ঋণ প্রত্যাহারের নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে রযেছে নিম্নোক্ত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশ যার মাধ্যমে, ব্যাংক অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে এবং ঋণগ্রহীতাকে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলিতে সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য ৭ দিনের সময় দিয়েছে, তা না হলে, ব্যাংক এই বিষয়ে পরবর্তী নোটিশ জারি না করেই অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতা পাবে।

ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছেন এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই, ঋণ চুক্তির অধীনে ব্যাংক তার অধিকার প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা ব্যাংকের কাছে বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য ২৩ ফেব্রয়ারি ২০২৬ তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি / নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে তারা এটিকে ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২ এর ধারা ১৭৬ অনুসারে বিক্রয়ের নোটিশ হিসেবে বিবেচনা করবেন। ঋণগ্রহীতাদের আরও অবহিত করা হচ্ছে যে, যদি কোনও সময়, স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারণে বন্ধকী সিকিউরিটির মূল্য আরও কমে যায় এবং মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা আরও ঘাটতি তৈরি করে, তাহলে ব্যাংক তার বিবেচনার ভিত্তিতে এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে বন্ধকী সিকিউরিটি বিক্রি করবে, এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ ছাড়াই। বন্ধকী সিকিউরিটি বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থের সমন্বযের পরে ঋণগ্রহীতা (গণ) অবশিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতাদের নাম	বকেয়া পরিমাণ ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি তারিখ
১	xxxx9846	আয়ুষ ভালোটিয়া	১,৭৫১.২২	১৩।০২।২০২৬
২	xxxx2812	আহান ইকবাল	৪,৫৫,০৮০.২৫	১৩।০২।২০২৬
৩	xxxx3306	সামিম আনসারি	১,৫১,০৫২.৬১	১৩।০২।২০২৬
৪	xxxx7906	মেহেদি হাসান	৩৪১.৬৫	১৩।০২।২০২৬

তারিখ- ১৬।০২।২০২৬
স্থান- পশ্চিমবঙ্গ

স্বা /-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ঐতিহ্য মেনে বসন্ত বন্দনা শান্তিনিকেতনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিনিকেতন, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ঐতিহ্য মেনে বসন্ত বন্দনা রবীন্দ্র আশ্রমে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে জানানো হয়েছে, বিশ্বভারতীতে অনুষ্ঠিত হবে 'বসন্ত বন্দনা'। ফলে কার্যত দূরদূরান্ত থেকে আগত পর্যটক-সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রবেশে নিষেধ বহাল থাকছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি বৈঠক করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিশ্বভারতী উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ জানান, ঐতিহ্য মেনে বসন্ত বন্দনা হবে। সেখানে সকলের অবাধ প্রবেশ থাকবে না। বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি কোনওভাবেই নষ্ট হতে দেওয়া হবে না। বিশ্বভারতীর পড়ুয়া, অধ্যাপক ও কর্মীরাই অংশ নিতে পারবেন। বাইরের কোনও ব্যক্তির প্রবেশ থাকবে না। প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ জানান, পরিবেশের কথা মাথায় রেখে এবারও সীমিত পরিসরে অনুষ্ঠান হবে। এমনকী ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ শান্তিনিকেতন ক্যাম্পাসে বসন্ত বন্দনায় আবিরের ব্যবহারও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখা হচ্ছে। ফলে এবারও বিশ্বভারতীর অনুষ্ঠানে অবাধ প্রবেশ থাকছে না। এই কথা জানার পরেই স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। হস্তশিল্পী ও হোটেল ব্যবসায়ীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে হতাশা। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে শেষবার শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসবে সর্বসাধারণের প্রবেশ ছিল। প্রচুর সংখ্যায় পর্যটক, সাধারণ মানুষের ভিড় হয়েছিল সেখানে। অনুষ্ঠান শেষ করতেও সমস্যা দেখা গিয়েছিল। নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। এরপরই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই বসন্ত উৎসব নিয়ে আলোচনা করে। ২০২০ সালে করোনা আবহ ছিল। পরপর দু'বার আশ্রম চত্বর পরিসরে রুদ্ধদ্বারের মতো ছোট করে ওই অনুষ্ঠান হয়েছিল। পরবর্তীতে সেই নিয়মই মানা হচ্ছে। এবার ক্যাম্পাসে বসন্ত বন্দনায় আবিরের ব্যবহারও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

প্রিমিয়ার অটো ফাইন্যান্স লিমিটেড

CIN: L65921WB1990PLC048885

রেজি. অফিস- ১৪ তল, সুট নং. ১৪০৫, ওম টাওয়ারস, ৩২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০০৭১

ফোন নং.- +৯১-২২-৬৬৩০১১৫৬ ইমেলঃ abhishek@paflin, ওয়েবসাইটঃ : www.pafl.in

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ সালের ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত (৩১.১২.২৫) (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত (৩০.৯.২৫) (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত (৩১.১২.২৪) (অনিরীক্ষিত)	৯ মাস শেষে (৩১.১২.২৫) (অনিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্তি (৩১.০৩.২০২৫) (পরীক্ষিত)
১	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	১৪৮৩.৬৬	১৫২৫০.২৭	১৪৭৩৫.১৯	৪৫১৩৫.৬৮	৫৮৪৭৪.২৫
২	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারণ আইটেম)	৮২২৯.৬৪	৩৫৫৯১.৩৪	(১৮১৬.১৯)	৫১২৬৮.০৫	১০৮৫১.৬৭
৩	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের আগে), ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারণ আইটেমের পরে)	৮২২৯.৬৪	৩৫৫৯১.৩৪	(১৮১৬.১৯)	৫১২৬৮.০৫	১০৮৫১.৬৭
৪	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারন আইটেমের পরে)	৭১৯৫.০৯	৩৩৭৬৪.০০	(৩৭০৩.৫২)	৪৭৯০৩.৯৯	৫৮৭০.৭৩
৫	সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত]	৬৪১৬.৪১	৩২৬৮৬.৭৭	(৫৪৩৭.৪৮)	৪৮১৭৮.২৩	৩৮৭০.৩৯
৬	ইক্যুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল ফেসভ্যালু ১০ টাকা প্রতি	৫০৮২৪০০	৫০৮২৪০০	৫০৮২৪০০	৫০৮২৪০০	৫০৮২৪০০
৭	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) মূল ও মিশ্র	১.২৬	৬.৪৩	(১.০৭)	৯.৪৮	০.৭৬

দ্রষ্টব্যঃ
১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
২. উপরোক্ত ফলাফলগুলি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি যা SEBI (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে CSE লিমিটেডের কাছে দাখিল করা হয়েছে। উল্লিখিত ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট https://www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.pafi.in-এ পাওয়া যাবে।

তারিখঃ ১৪.০২ .২০২৬
স্থানঃ মুম্বই

প্রিমিয়ার অটো ফিন্যান্স লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা /- ভানা রাম গুপ্ত
ডিরেক্টর
DIN: 00798945

দু ঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঁকসা, ১৫ ফেব্রত্নয়ারি ঃ বাড়ির লোকের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আবার দু ঃ সাহসিক চুরির ঘটনা। শনিবার গভীর রাতে কাঁকসা থানা এলাকার পানাগ। রেলপাড় সংলগ্ন ট্যাঙ্কিতলা ডিফেন্স কলোনিতে এক সেনাকর্মীর বা।িতে চুরি হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। রবিবার স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেনাকর্মী হিরালাল রামের পরিবারের সদস্যরা মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বিহারের সিওয়ানে গিয়েছিলেন। রবিবার ছিল মেয়ের তিলক অনুষ্ঠান। শনিবার গভীর রাতে চোরেরা বাড়ির গেট ও দরজার তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকে। রবিবার সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে প্রতিবেশীদের নজরে আসে ভাঙা তালা ও খোলা দরজা। বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে কাঁকসা থানায় জানানো হয় এবং বাড়ির মালিককেও খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাড়ির ভিতরে ঢুকে দেখে আলমারি ভাঙা এবং ঘরের আসবাবপত্র ছা।য়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, আলমারি ভেঙে নগদ টাকা, সোনার গয়না ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী চুরি হয়েছে। তবে মোট কত টাকার সম্পত্তি খোয়া গেছে, তা এখনও নির্দিষ্ট করে জানা যায়নি। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

DECILLION FINANCE LIMITED

CIN:L65999WB1995PLC067887

Regd. Off.: Jajodia Tower, 4th Floor, Room No-D-8, 3, Bentinck Street, Kolkata-7000011

E-MAIL: info@decillion.co.in WEBSITE:www.decillion.co.in

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2025

(₹. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter ended 31.12.25 Unaudited	Quarter ended 30.09.25 Unaudited	Quarter ended 31.12.24 Unaudited	9 months ended 31.12.25 Unaudited	9 months ended 31.12.24 Unaudited	Year ended 31.12.25 Audited
1	Total Income from Operations	25.08	27.18	25.62	79.42	78.32	104.7
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	-32.71	27.21	-36.07	9.77	-13.12	8.83
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	-32.71	27.21	-36.07	9.77	-13.12	8.83
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	-24.54	21.14	-29.8	7.72	-12.96	6.60
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-24.54	21.60	-32.43	11.22	-15.59	6.60
6	Equity Share Capital	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	-0.7	0.6	-0.85	0.22	-0.37	0.19

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of the Un-Audited Financial Results for the Quarter & Nine Months ended 31st December, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter & Nine Months ended Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com & www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.decillion.co.in.
2 The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 14th February, 2026

Place : Kolkata
Dated : 14.02.2026

For and on behalf of the Board
For Decillion Finance Limited
Sd/-
Jitendra Kumar Goyal
Managing Director
DIN 00468744

স্পটলাইট ভ্যানিজ্যা লিমিটেড

CIN-L65993WB1981PLC034252

নিবন্ধিত অফিসঃ ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১

ফোনঃ (০৩৩) ২২৫৪-৩১০০, ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৫৪-৩১৩০, ই-মেইলঃ sec@somanys.com, ওয়েবসাইটঃ www.spotlightvanijya.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য অননুমোদিত আর্থিক ফলাফল
[SEBI (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) নিয়ন্ত্রণ, ২০১৫ এর ৩৩ নং নিয়ম অনুসারে]

অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.spotlightvanijya.com-এ পাওয়া যাবে। নীচে প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং পক্ষে,
স্বা /-
মুকুল সোমানি
(পরিচালক)
DIN: 00124625

মাধ্যমিক দেওয়া হল না বিশ্বজয়ী বৈভব সূর্যবংশীর

পাটনা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মাত্র ১৪ বছর বয়সেই তার নাম এখন বিশ্ব ক্রিকেটে আলোচিত। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভারতের জয়ে প্রধান ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই 'বিস্ময় বালক' তকমা পেয়েছে বৈভব সূর্যবংশী। জানা গিয়েছিল, বিশ্বজয়ের পরেই সে বসবে দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায়। প্রস্তুতিও শুরু হয়েছিল জোরকদমে। পরীক্ষার ফর্ম পূরণ, অ্যাডমিট কার্ড হাতে পাওয়া-সব প্রক্রিয়াই সম্পন্ন হয়েছিল। তবু শেষ পর্যন্ত এবছর 'মাধ্যমিক দেওয়া হল না বৈভবের। কারণ একটাই-ঠাসা ক্রিকেট সূচি। সিবিএসই-র দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা চলার কথা ছিল ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১১ মার্চ পর্যন্ত। বিহারের তাজপুরের বাসিন্দা বৈভব 'স্কুল, তাজপুর'-এর ছাত্র। স্কুল সূত্রে জানা যায়, তার পরীক্ষার কেন্দ্রও নির্ধারিত হয়েছিল-পোদ্দার ইঃ টারন্যাশনাল স্কুলে সিট পড়েছিল। কিন্তু ক্রিকেটীয় ব্যস্ততা এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয়নি। স্কুলের ডিরেক্টর আদর্শ কুমার পিন্টু জানান, বৈভবের পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করা হয়েছিল। অ্যাডমিট কার্ডও দেওয়া হয়েছিল। তবে ওর বাবা সঞ্জীব সূর্যবংশীর সঙ্গে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ও এবছর পরীক্ষায় বসবে না। পরিবার এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের যৌথ সিদ্ধান্তেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন উঠতেই পারে-বিশ্বকাপ জয়ের পর তো সময় ছিল? বাস্তবে পরিস্থিতি ততটা সহজ ছিল না। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকেই বৈভবকে নিয়ে শুরু হয়েছে একের পর এক প্রশিক্ষণ শিবির, বিশেষ ক্যাম্প এবং প্রতিযোগিতা। ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক সূচির কথা মাথায় রেখে বোর্ডের তরফেও তাকে বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশ নিতে হচ্ছে। এত ব্যস্ততার মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে প।।শোনায় মন দেওয়া সম্ভব হয়নি। পরিবার মনে করেছে, প্রস্তুতি অসম্পূর্ণ রেখে পরীক্ষায় বসা উচিত হবে না। বিশ্বকাপ ফাইনালে বৈভবের ইনিংস ইতিমধ্যেই রেকর্ডবুকে জায়গা করে নিয়েছে। ৮০ বলে ১৭৫ রানের বিধ্বংসী ইনিংস-যার মধ্যে মাত্র ৫৫ বলেই পূর্ণ করে সেঞ্চুরি। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালের মঞ্চে এমন দাপুটে পারফরম্যান্স আগে দেখা যায়নি। ফাইনালে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড, দ্রুততম শতরান, টুর্নামেন্টে সর্বাধিক ছয়-একাধিক নজির গড়েছে সে। এমনকি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ও তার ফাইনাল-দু'ক্ষেত্রেই সেরার পুরস্কার জেতা প্রথম ক্রিকেটার হিসেবেও নাম তুলেছে বৈভব। এই সাফল্যের পর থেকেই তাকে ঘিরে প্রত্যাশার চাপও বেড়েছে বহুগুণ। অনেকেই মনে করছেন, এত অল্প বয়সে আন্তর্জাতিক মানের পারফরম্যান্স ভবিষ্যতে সিনিয়র দলে দ্রুত সুযোগের দরজা খুলে দিতে পারে। সেই লক্ষ্যেই এখন সম্পূর্ণ মনোযোগ ক্রিকেটে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবার। তবে পড়াশোনা একেবারেই বন্ধ হচ্ছে না। স্কুল সূত্রে ইঙ্গিত, আগামী শিক্ষাবর্ষে বা উপযুক্ত সময়ে বৈভব আবার বোর্ড পরীক্ষায় বসবে। শিক্ষার গুরুত্ব পরিবারও অস্বীকার করছে না। বরং তারা চাইছে, ক্রিকেট ও প।।শোনার মধ্যে সঠিক ভারসাম্য রেখে এগোতে। আপাতত সময় ও সুযোগের বিচারে ক্রিকেটই অগ্রাধিকার পেয়েছে। ক্রীড়া ও শিক্ষাজীবনের ভারসাম্য নিয়ে বহুবার আলোচনা হয়েছে। সচিন তেন্ডুলকর থেকে শুরু করে একাধিক তারকা ক্রিকেটারের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, অল্প বয়সে আন্তর্জাতিক সাফল্যের কারণে প্রথাগত শিক্ষাজীবনে ছেদ প।ছে। তবে পরবর্তীকালে অনেকে বিকল্প উপায়ে পড়াশোনা সম্পূর্ণ করেছেন। বৈভবের ক্ষেত্রেও তেমনই কোনও পরিকল্পনা নেওয়া হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। ক্রিকেটবিশ্বে বৈভব এখন সম্ভাবনার আরেক নাম। তার ব্যাটিংয়ের আগ্রাসন, শট নির্বাচনের পরিপক্কতা এবং মানসিক দৃঢ়তা বয়সকে ছাপিয়ে গেছে। কিন্তু সেই সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে কঠোর অনুশীলন ও সময়ের দাবি। বোর্ড পরীক্ষায় না বসার সিদ্ধান্ত তাই অনেকের কাছে বিস্ময়কর হলেও, পরিবারের কাছে তা বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ।সব মিলিয়ে, অ্যাডমিট কার্ড হাতে পেয়েও এবছর পরীক্ষায় না বসা বৈভব সূর্যবংশীর গল্প এক অনন্য দ্বন্দ্বের-স্বপ্ন বনাম দায়বদ্ধতা।

প্রেমদাসায় ভারত-পাক মহারণ

গ্যালারিতে ভারতীয়দের জোয়ার, বৃষ্টির শঙ্কা সত্ত্বেও উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে

১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ অপেক্ষার অবসান। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মঞ্চে আবার মুখোমুখি ভারত ও পাকিস্তান। কলম্বোর ঐতিহাসিক আর. প্রেমদাসা স্টেডিয়াম এখন কার্যত নীল জার্সির সমুদ্রে পরিণত। হাজারো টানাপোড়েন, আবহাওয়ার দুশ্চিন্তা আর দলগত সমীকরণের হিসাব-সবকিছুকে ছাপিয়ে ইন্দো-পাক মহারণ ঘিরে যে ম্যাচে আবেগই আসল চালিকাশক্তি, সেখানে দর্শকসংখ্যাও এক বড় বার্তা দেয়। খবর অনুযায়ী, প্রেমদাসার গ্যালারিতে এই মুহূর্তে প্রায় ১৮ হাজার ভারতীয় সমর্থক উপস্থিত। পাকিস্তানের সমর্থক সংখ্যা প্রায় ১২ হাজার। অর্থাৎ গ্যালারির লড়াইয়ে বাবরদের দলকে স্পষ্ট টেক্কা দিয়েছে ভারতীয় সমর্থকেরা। নীল পতাকা, ঢাক-ঢোল, স্লোগানে মুখর স্টেডিয়াম-ক্রিকেটের এই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহ যেন বিশ্বকাপের উত্তেজনাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে এই হাইভোল্টেজ ম্যাচের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা আবহাওয়া। কলম্বোর আকাশে ঘন কালো মেঘের আনাগোনা। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় ৯৪ শতাংশ। যদিও ম্যাচ শুরুর আগে পর্যন্ত পরিস্থিতি খেলার অনুকূলে রয়েছে, তবুও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি যে যে কোনও সময় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, তা উ।য়ে দেওয়া যাচ্ছে না। টি-টোয়েন্টি ম্যাচে একটি ছোট বিরতিও ম্যাচের গতিপথ বদলে দিতে পারে। ফলে টস থেকে শুরু করে দল নির্বাচন-সব ক্ষেত্রেই অধিনায়কদের

বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ভারতের সম্ভাব্য একাদশ নিয়েও চলছে জোর জল্পনা। সুস্থ হয়ে দলে ফিরছেন অভিষেক শর্মা, যা টপ অর্ডারে বাড়তি আগ্রাসন যোগ করবে। ওপেনিংয়ে থাকতে পারেন ঈশান কিষান। মিডল অর্ডারে নির্ভরযোগ্য তিলক বর্মা, সূর্যকুমার যাদব এবং হার্দিক পাণ্ডিয়া দলের ব্যাটিং মেরুদণ্ড শক্ত রাখবেন। অলরাউন্ড বিভাগে অক্ষর প্যাটেল ও শিবম দুবে ভারসাম্য বজায় রাখবেন। রিঙ্কু সিংয়ের জায়গায় সুযোগ পেতে পারেন ওয়াশিংটন সুন্দর। বোলিং বিভাগে পরিবর্তনের সম্ভাবনা প্রবল। অর্শদীপ সিংয়ের পরিবর্তে দলে ঢুকতে পারেন কুলদীপ যাদব। পেস আক্রমণে থাকবেন বরুণ চক্রবর্তী ও যশপ্রীত বুমরাহ, যাদের অভিজ্ঞতা ও ভ্যারিয়েশন পাকিস্তানি ব্যাটিং লাইনআপের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ শুধু ক্রিকেটীয় দক্ষতার লড়াই নয়, এটি মানসিক দৃ।তারও পরীক্ষা। বিশ্বকাপের মঞ্চে দুই দলই জানে, একটি জয় শুধু পয়েন্ট টেবিল নয়-সমর্থকদের আবেগ, দেশের গর্ব আর আত্মবিশ্বাসের প্রশ্ন। প্রেমদাসার গ্যালারিতে যে উন্মাদনা দেখা যাচ্ছে, তা স্পষ্ট করে দিচ্ছে-এই ম্যাচ কেবল আরেকটি গ্রুপ পর্বের লড়াই নয়, বরং মর্যাদার সংঘর্ষ। বৃষ্টি বাধা হয়ে দাঁড়াবে, নাকি ক্রিকেটপ্রেমীরা পূর্ণ ২০ ওভারের মহারণ দেখবে-তা সময়ই বলবে। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট ,কলম্বোর প্রেমদাসায় আজ ক্রিকেটের উৎসব। আর সেই উসবে গ্যালারির দাপটে আপাতত এগিয়ে ভারত। মাঠের লড়াইয়েও কি সেই আধিপত্য বজায় থাকবে? এখন সবার চোখ সেদিকেই।

'সাধারণ মানের অফস্পিনারই'-উসমান তারিককে নিয়ে বাড়তি ভয় নেই, ইডেন থেকে বার্তা সৌরভের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই বাড়তি উত্তেজনা, বাড়তি বিশ্লেষণ, আর প্রতিপক্ষের প্রতিটি ক্রিকেটারকে ঘিরে বাড়তি কৌতূহল। এবার আলোচনার কেন্দ্রে পাকিস্তানের রহস্য স্পিনার উসমান তারিক। তাঁর অদ্ভুত বোলিং অ্যাকশন ও ভিন্নধর্মী ডেলিভারি ঘিরে বিশ্ব ক্রিকেটে জল্পনা তুঙ্গে। তবে ভারতীয় শিবিরে আতঙ্কের কোনও কারণ দেখছেন না প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ইডেনে দাঁড়িয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন-তারিককে আর পাঁচজন অফস্পিনারের মতো করেই খেলতে হবে। কলম্বোয় রবিবার টি-টোয়েঃি ট বিশ্বকাপের মঞ্চে ভারত-পাক মহারণ। ওয়াঘার ওপার থেকে তারিককে ' হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। বিশেষ করে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর কার্যকর স্পেল অনেকের নজর কেড়েছে। তাঁর বোলিংয়ের বিশেষত্ব মূলত অ্যাকশনে-সাধারণ অফস্পিনারদের মতো কাঁধের উপর দিয়ে সোজাসুজি হাত ঘুরিয়ে বল করেন না তিনি। বরং খানিকটা সাইড-আর্ম অ্যাকশন, বল ছাড়ার আগে সামান্য থেমে যাওয়া, আর গতি-ভঙ্গিমায় সূক্ষ্ম পরিবর্তন-এই মিশেলেই বিভ্রান্ত হন ব্যাটাররা। নামিবিয়ার ম্যাচে একই ধাঁচের বোলিং করেছিলেন জেরহার্ড ইরাসমাস। সেই ম্যাচে ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে তিলক বর্মা ও ঈশান কিষাণ সমস্যায় পড়েছিলেন। ফলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তারিককে ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই বাড়ছে আলোচনা। তবে সৌরভের মতে, এই রহস্যের মোড়ক খুলে ফেললে বিষয়টা খুবই সাধারণ। সরাসরি তাঁর মন্তব্য, উসমানকে খেলা কিচ্ছু কঠিন হবে না। আদতে তো ও অফস্পিনার। একটু দাঁড়িয়ে গিয়ে বলটা করে, এই যা। বাকি তো অফস্পিনারই। ভারতীয় ব্যাটাররা স্পিন খেলতে জানে। সেভাবেই খেলুক। সৌরভের এই বিশ্লেষণে স্পষ্ট-তিনি বিষয়টিকে মনস্তাত্ত্বিক লড়াই হিসেবেই দেখছেন। অচেনা অ্যাকশনকে ঘিরে অতিরিক্ত ভাবলে সমস্যা বাড়ে, কিন্তু মৌলিক কৌশলে খেললে তা সামলানো সম্ভব। টি-টোয়েঃিট ফরম্যাটে ম্যাচের ফল অনুমান করা কঠিন-এ কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। তবু দলগত শক্তির বিচারে ভারতের পাল্লাই ভারী বলে মনে করেন সৌরভ। তাঁর বক্তব্য, ভারত ভালো দল। ভারতকে হারানো সহজ হবে

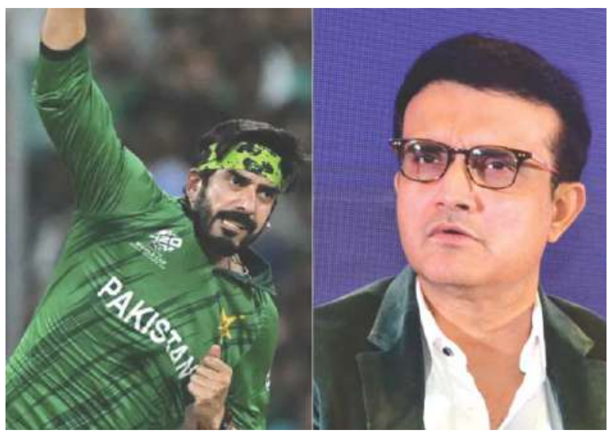

না। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানও ভারতের পক্ষে-শেষ ২৬টি টি-টোয়েঃিটর মধ্যে ২৫টিতেই জয় পেয়েছে ভারত। সেই আত্মবিশ্বাসই বড় শক্তি। অভিষেক শর্মার শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা রয়েছে। তবে তাঁর অনুপস্থিতি বড় ফ্যাক্টর হবে না বলেই মত প্রাক্তন অধিনায়কের। ভারতের এই দলটা কোনও একজন-দু'জনের উপর নির্ভর করে না, বলেন সৌরভ। তাঁর মতে, টি-টোয়েন্টি তে এক-দু'জনের উজ্জ্বল পারফরম্যান্সই ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারে। দলগত গভীরতাই ভারতের আসল সম্পদ। স্পিন বিভাগ নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। টিম কম্বিনেশনের কারণে এখনও সুযোগ পাননি কুলদীপ যাদব। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁর অতীত পরিসংখ্যান ভালো। তবু সৌরভ মনে করছেন, উইনিং কম্বিনেশন ভাঙার প্রয়োজন নেই। বরুণ-অক্ষর আছে। টপ অর্ডারের অভিষেক-তিলকরাও প্রয়োজনে স্পিন করতে পারে। কুলদীপকে খেলানোর জায়গা হবে বলে মনে হচ্ছে না। তাঁর মতে, ছন্দে থাকা দলকে অযথা বদলানো ঝুঁকিপূর্ণ। ভারতীয় ব্যাটিং প্রথম দু'ম্যাচে খুব ধারালো না হলেও, প্রয়োজনের সময় দায়িত্ব নিয়েছেন কয়েকজন। টি-টোয়েন্টি তে সেটাই যথেষ্ট-এমনটাই ব্যাখ্যা সৌরভের। এই ফরম্যাটে ধারাবাহিকতা নয়, মুহূর্ত দখল করাই আসল। একজন বা দু'জন ম্যাচ জিতিয়ে দিলেই সাফল্য আসে। সব মিলিয়ে, উসমান তারিককে ঘিরে যে অতিরিক্ত রহস্য তৈরি হয়েছে, তাতে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন না সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর দৃষ্টিতে ক্রিকেট শেষ পর্যন্ত মৌলিক দক্ষতার খেলা। অফস্পিনার মানে অফস্পিনারই-অ্যাকশন ভিন্ন হলেই তাকে অজেয় ভাবার কারণ নেই। ভারতীয় ব্যাটাররা যদি আত্মবিশ্বাস ধরে রেখে পরিকল্পনা মেনে খেলেন, তবে কলম্বোয় ভারতই এগিয়ে থাকবে-এমনটাই ইঙ্গিত ইডেন থেকে দেওয়া বার্তায়।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে 'অধরা' ট্রফির স্বপ্ন, অস্ট্রেলিয়া জয়ী সিরিজে জ্বালিয়ে দিল ভারতীয় মেয়েদের বিশ্বাস

মুম্বাই, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতের মেয়েরা ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ের পর এবার নতুন লক্ষ্য ঠিক করেছে-অ্যাশেজের মতো মর্যাদাশালী মহিলা টিটোয়েঃিট বিশ্বকাপ ট্রফি বাজিমাত করা। ইংল্যান্ডে জুনজুলাই মাসে অনুষ্ঠিতব্য এই আসরে জয়ী হওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ম্যাচে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স যেন ইঙ্গিত দিল, তারা নির্ধারিত লক্ষ্যের পথে বেশ ইতিবাচক শুরু করেছে। সিডনির মাঠে বৃষ্টি বিঘ্নিত প্রথম ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত ড্যাকুইট লুইস স্প্রেড (ডিএলএস) পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করে, ভারতীয় মহিলা দলের ডিফেন্সিভ অভিজ্ঞতা আর আক্রমণাত্মক মনোভাব মিলিয়ে ২১ রানে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে ভারত। এই জয় শুধু রান বা উইকেট নয়, আত্মবিশ্বাসের এক ব। ভূমিকা ছিল-বিশ্ব স্তরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেদের আরো গভীরভাবে যাচাই করার সুযোগ। এই সিরিজের প্রথম ম্যাচে ভারতীয় বোলিং হল আরেকটি ব। আলোচ্য বিষয়। অস্ট্রেলিয়ার বিপুল ব্যাটিং লাইনের সামনে শুরু থেকেই ভারতীয় বোলাররা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বল ছুড়ে দেন, আর বিশেষ করে অরুন্ধতী রেড্ডি যেন সেই দিনই সেরা ফর্মকে নিয়ে এসেছেন। মাত্র ২২ রানে ৪ উইকেট-এই পরিসংখ্যানই ভারতের বোলিং আক্রমণের শক্তিকে প্রতিফলিত করে। হায়দরাবাদের তরুণ বোলার অরুন্ধতীর বলের তীব্রতা আর আক্রমণাত্মক লাইনলেংথ অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের মানসিক চাপ দেয়। তার পারফরম্যান্সে যোগ্য সঙ্গী হয়ে ওঠেন শ্রীচরণি (১৪২)

এবং রেণুকা সিং (১৪২)। এই তিন জনের ভরসায় অস্ট্রেলিয়া দ্রুত উইকেট হারিয়ে স্থির হয়ে উঠতে পারেনি। বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল-বিশ্বসেরা ব্যাটসম্যান এলসে পেরি ও অ্যাশলে গার্ডনার দু'জনেই ভারতের বোলিংয়ের সামনে দাপট দেখাতে পারেননি। পেরির জন্য পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়, যখন হরমনপ্রীত কৌরের সেই দুর্দান্ত ক্যাচে তিনি ফিরে যান পিছনে দৌড়ে শরীর ছুড়ে পাওয়া সেই ক্যাচ যেন ম্যাচের অন্যতম টার্নিং পয়েন্ট। ফল হিসেবে, অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস দাঁড়ায় মাত্র ১৩৩ রানে-যা আধুনিক টিটোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তুলনামূলকভাবে কম লক্ষ্য। টসের আগে থেকেই বৃষ্টি পুরো ম্যাচে বিরক্তিকরভাবে ঘুরপাক খায়। এক স্তরে আবার খেলাও বন্ধ হয়। তবে ভারতীয় বোলিংয়ের দৃঢ়তা ও পরিকল্পনা এমনই ছিল যে অস্ট্রেলিয়ার রান সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ভারতীয় ব্যাটিং জোটটি শুরু হয় শক্ত শুরুর প্রত্যাশায়। শেফালি বর্মা তার স্বভাবসুলভ আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে দ্রুত রান তুলছিলেন। ১১ বলে ২১ রানে ফিরলেও, তার সেই ইতিবাচক আক্রমণাত্মক মনোভাবই দেখালো যে উঁচু লক্ষ্য থাকলে ভারত ধাওয়ার ভূমিকায় সহজেই যেতে পারতো। জেমাইমা রডরিগেজ কেবল ৩ বলে ৯ রান করেন, আর স্মৃতি মন্ধানা ধীর গতিতে ১৭ বলে ১৬ রান করে যদিও খুব বেশি ঠকে যাননি, তবুও টিম ব্যাটিংয়ের একটি ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করেন। রান কম হলেও বৃষ্টির কারণে খেলা রুদ্ধাবদ্ধ অবস্থায় গিয়েছিল। শেষে আম্পায়াররা ডিএলএস পদ্ধতিতে লক্ষ্য নির্ধারণ করেন-২৯ রান। ভারতের ব্যাটিং শক্তি আর পরিকল্পিত ইনিংসের কারণে, মেয়েরা এই লক্ষ্য অত সহজেই পূরণ করে ফেলে, মাত্র ২১ রানে। টপ অর্ডার থেকে শুরু করে মিডলঅর্ডার, প্রতিটি ব্যাটসম্যানই

বিশ্বকাপের আগে পাকিস্তানকে কুপোকাত করে এশিয়া কাপের মরণবাঁচন জয় ভারতের মেয়েদের

১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ রবিবার সন্ধ্যায় ক্রিকেট বিশ্বজুড়ে চোখ কেবল একটিই দিকে ছিল-ভারত বনাম পাকিস্তান মহারণ। মহিলা ক্রিকেটের এই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে মুখোমুখি হওয়া ম্যাচটি ছিল এশিয়া কাপের রাইজিং স্টারস টুর্নামেন্টে র মরণবাঁচন ল।ই, যেখানে জয়ী দল টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের আগে আত্মবিশ্বাসের বড় হাতিয়ার হিসেবে নিতে পারবে। আর সেই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ভারতের মেয়েরা পাকিস্তানকে ৮ উইকেটে বড় ব্যবধানে হারিয়ে নিজেদের শক্তি ও ধারাবাহিকতা দেখিয়ে দিয়েছে। ব্যাটিংয়ে নেমে পাকিস্তান কোনোভাবেই ভারতের মেয়েদের তীব্র বোলিং সামলাতে পারেনি। টেরডথাই ক্রিকেট গ্রাউন্ডে পাকিস্তানি ব্যাটসম্যানরা শুরু থেকেই চাপের মুখে পড়ে। মাত্র ৯৩ রানে অলআউট হয়ে যায় তারা। ইউসরা আমিরের বোলিংয়ে প্রথম ওভারেই সায়মা ঠাকুর (১) বোল্ড, সেই শুরুর পর আর পাকিস্তান মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। শাওয়াল জুলফিকার (২৩), গুল রুখ (২১) এবং আনোশা নাসির (১৭) ছাড়া বাকি ব্যাটারদের রান প্রায় নগণ্য-যেমন হয় মোবাইলের নম্বরের ধারা। ভারতের সাইমা, প্রেমা রাওয়াত এবং অধিনায়ক রাধা যাদব দু'টি করে উইকেট নেন, আর জিনতিমনি কলিতা ও মিনু মানি একটি করে উইকেট যোগ করেন। পাকিস্তানের ৯৩ রানের ছোট লক্ষ্য, ভারতের সামনে জেতার জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়ায়নি। জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রথম বলেই হুমাইরা কাজী (০) উইকেট হারালেও ভারত দ্রুত ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে। দ্বিতীয় উইকেটে অনুষ্কা শর্মা ও দীনেশ বৃন্দা ৭৯ রানের জুটি গড়ে দলের জয় নিশ্চিত করেন। ২৪ রানে অনুষ্কা ফেরেন, কিন্তু বৃন্দা অপরাজিত থাকেন ২৯ বলে ৫৫ রানে, আর তেজল হাসাবনিস যোগ করেন ১২। মাত্র ১০.১ ওভারে ভারত জয়ের রান তুলে নেয়, যা ভারতের দ্রুত ও আক্রমণাত্মক ব্যাটিং মানকে প্রতিফলিত করে। এর আগে প্রথম ম্যাচে আরব আমিরশাহীর কাছে হারের পর ভারতীয় দল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অবধার্য জয় নিশ্চিত করেছিল। মরণবাঁচন সেই ম্যাচে পাকিস্তানকে গোহারান হারিয়ে ভারতীয় মেয়েরা দেখিয়েছে, তারা মানসিক দৃঢ়তা ও কৌশলগত দক্ষতায় বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত। এই জয় ভারতের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি দুটি ম্যাচে ৪ পয়েন্ট এনে দিয়েছে এবং গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে রাখছে।

ভারত-পাক মহারণে থাকছেন না বিসিবি সভাপতি-সফর 'বয়কট' আমিনুল ইসলামের, নতুন জল্পনা

ঢাকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই আবেগ, উত্তেজনা এবং রাজনৈতিক-প্রশাসনিক তাৎপর্য। সেই উত্তাপ আরও বে।ছে সাম্প্রতিক ' বিতর্কে। রবিবার কলম্বোয় অনুষ্ঠিত হতে চলা মহারণ ঘিরে নাটকীয় মো।-বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)-এর সভাপতি আমিনুল ইসলাম ভারত-পাক ম্যাচ দেখতে কলম্বো যাচ্ছেন না। প্রথমে যাওয়ার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদল করেছেন তিনি। এই পদক্ষেপ ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন করে জল্পনা। ভারত বনাম পাকিস্তান ল।ই শুধু মাঠের প্রতিদ্বঃিদ্বতা নয়, বরং কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক সমীকরণেরও প্রতিফলন। সাম্প্রতিক টানাপো।নের প্রেক্ষাপটে এই ম্যাচ ঘিরে এশিয়ার ক্রিকেট মহলে নানা আলোচনা চলছিল। বিশেষ করে পাকিস্তানকে ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে রাজি করানোর ক্ষেত্রে বিসিবি সভাপতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা শোনা গিয়েছিল। লাহোরে আইসিসি ও পিসিবি-র বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আমিনুল ইসলাম। ফলে তাঁর কলম্বো সফর অনেকটাই নিশ্চিত বলেই মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু হঠা করেই সেই সিদ্ধান্তে পরিবর্তন। বিসিবি আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান জানিয়েছেন, আমিনুল ইসলামের সঙ্গে কথা হয়েছে। এই বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলছে না। তাই কলম্বো না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। প্রথমে তিনি যাওয়ার কথা বললেও পরে সিদ্ধান্ত বদল করেছেন। তিনি বুঝেছেন, বাংলাদেশ যেখানে নেই, সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এই ব্যাখ্যা প্রকাশ্যে এলেও, ক্রিকেটমহলের একাংশের মতে বিষয়টি এতটা সরল নয়। কারণ, কয়েকদিন আগেই

বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যমে আমিনুল ইসলাম জানিয়েছিলেন, বিশ্বকাপের ভারত-পাক ম্যাচ উপলক্ষে এশিয়ার টেস্ট খেলু।ে দেশগুলির বোর্ডপ্রধানদের আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে। উদ্দেশ্যে ছিল-একসঙ্গে ম্যাচ দেখা, পারস্পরিক আলোচনা এবং সম্পর্কের দূরত্ব কমানো। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলও এমন এক ' পক্ষে ছিল বলে খবর। তবে শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কায় যাওয়ার পরিকল্পনা থেকে সরে দাঁ।ালেন বিসিবি সভাপতি। সম্প্রতি কুয়েতে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের বৈঠকে যোগ দিয়ে দেশে ফিরেছেন তিনি। ম্যাচের সময় বাংলাদেশেই থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের সময়টাও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, কলম্বোয় ভারত-পাক ম্যাচে উপস্থিত থাকার কথা জয় শাহ-র। পাশাপাশি থাকবেন মহসিন নকভি-সহ পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের শীর্ষকর্তারা। এমন এক উচ্চপর্যায়ের সমাবেশে বিসিবি সভাপতির অনুপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলছে।

কিছু বিশ্লেষকের মতে, বাংলাদেশ দল এই টুর্নামেঃেট না থাকায় সভাপতির সফর রাজনৈতিকভাবে প্রয়োজনীয় মনে হয়নি। আবার অন্য একাংশের মতে, সাম্প্রতিক ভারত-পাক সমীকরণে নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখতেই হয়তো এই সিদ্ধান্ত। যদিও বিসিবি-র তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে বলা হয়েছে, এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত। ভারত-পাক ম্যাচ ঘিরে ' শব্দটির ব্যবহারও বিতর্ক উসকে দিয়েছে। কেউ বলছেন, এটি কেবল সফর বাতিল-এর বেশি কিছু নয়। আবার কেউ মনে করছেন, পাকিস্তানকে ম্যাচে রাজি করানোর ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার পর এই সরে দাঁ।ানো কূটনৈতিক বার্তা বহন করতে পারে। ক্রিকেট কূটনীতি বহুবার এশিয়ার রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। ভারত-পাক ম্যাচ মানেই শুধু ক্রিকেট নয়, বরং আঞ্চলিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত। সেই প্রেক্ষাপটে বিসিবি সভাপতির অনুপস্থিতি নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। তবে মাঠের ল।ইয়ে তার প্রভাব প।বে না বলেই মত বিশেষজ্ঞদের। ক্রিকেটাররা মাঠে নিজেদের প্রস্তুতি নিয়েই নামবেন। প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত আলাদা স্তরের বিষয়। তবুও উচ্চপর্যায়ের উপস্থিতি অনেক সময় প্রতীকী গুরুত্ব বহন করে-সেই জায়গাতেই প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে, ভারত-পাক মহারণের আগে বিসিবি সভাপতির এই ' সিদ্ধান্ত ঘটনাপ্রবাহে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ব্যাখ্যা যতই দেওয়া হোক, এশিয়ার ক্রিকেট কূটনীতিতে এই পদক্ষেপ যে আলোচনার বিষয় হয়ে থাকবে, তা বলাই যায়। এখন দেখার, ভবিষ্যতে আঞ্চলিক ক্রিকেট সম্পর্কের সমীকরণ কোন দিকে মো। নেয়।

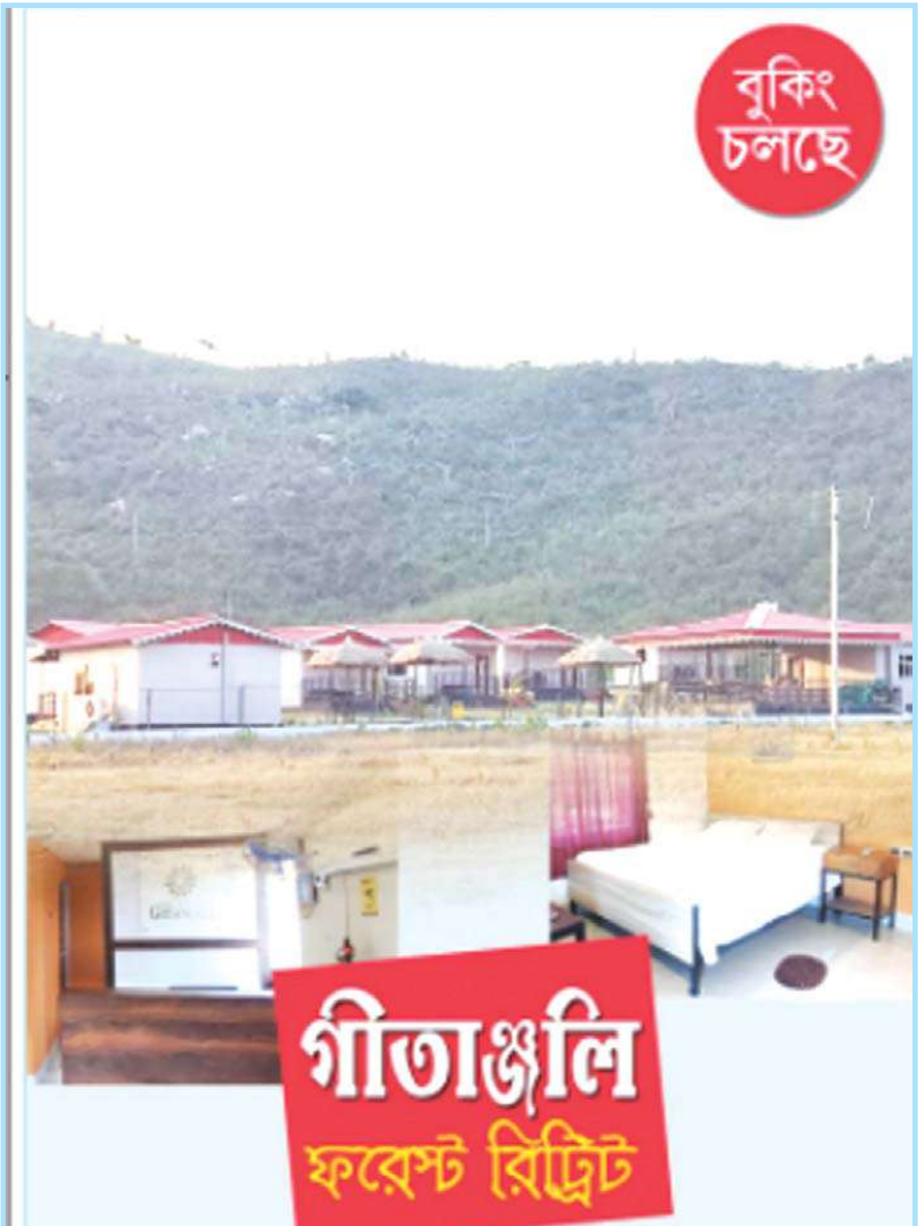

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com